পূজনীয় গুরুদাস

উচ্ছ্বাস-পুস্তক ও ধর্ম্ম-জীবন প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

প্রণীত।

"—who to personal high character and the intellectual aptitudes of his race added a profound acquaintance with the principles of Western jurisprudence and in whose mind and speech might be observed a quite remarkable blend of the best that Asia can give or Europe teach—"

Curzon.

১৩৩১

মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল।

সিদ্ধেশ্বর প্রেস

২৯, নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

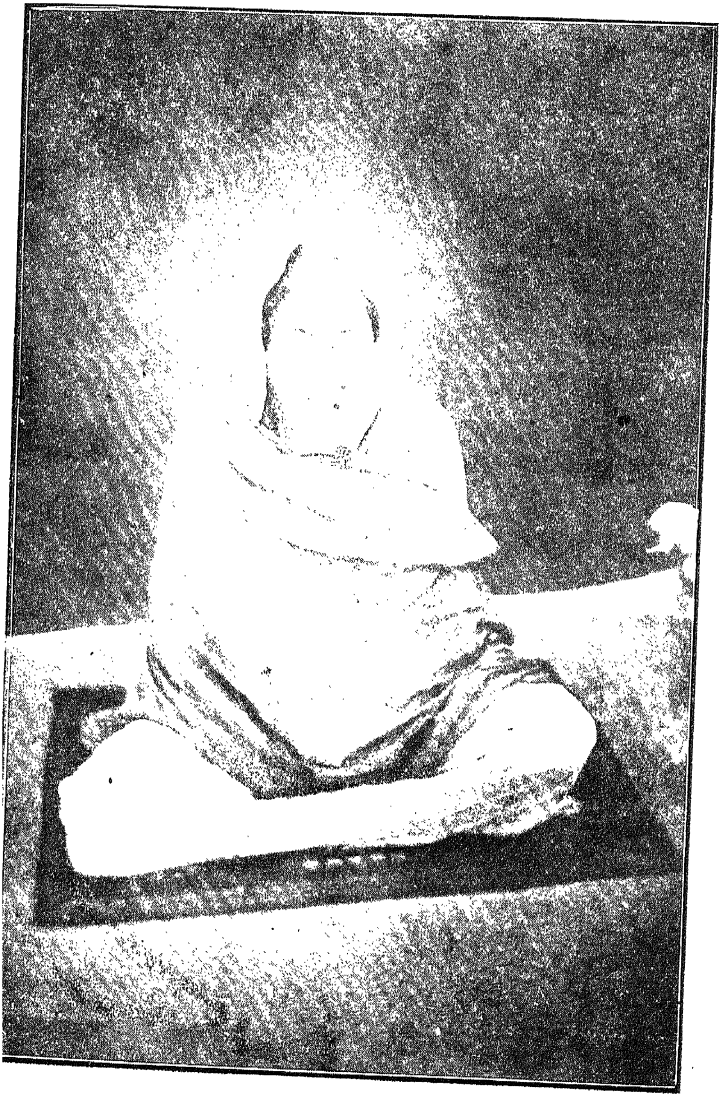
স্বর্গীয়া

[illegible]মণি দেবী—

দেবি!

যে রত্নটি ক্রোড়ে লইয়া এক্ষণে পরমানন্দে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যথাশক্তি কিঞ্চিৎ লিখিলাম। অপরের দোষান্বেষণ করাই, অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি। আমিও সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিলাম, বহু চেষ্টাতেও তাঁহার চরিত্রে কণা-পরিমাণ দোষও বাহির করিতে পারিলাম না। আমি জানি যে, এ কথা শুনিলে আপনার যে আনন্দ হইবে, এ সংসারে আর কাহারও তেমন আনন্দ হইবে না। তাই পুস্তকখানি আপনার চরণোদ্দেশেই আন্তরিক ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলাম।

শ্রীজ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা।



সোণামণি দেবী।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বপ্রকার দুঃখনাশের জন্য বাসনা ত্যাগ করি, রাধাকান্তে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করি, ইহাই অন্তরে প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু কেমন যে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল, কিছুতেই তাহা হয় না। তাই ক্ষণমাত্রও সাধু-সংসর্গ করিতে, সাধুগণের জীবন-কথা শুনিতে, আবার সামান্য জ্ঞানানুসারে জীবনকথা কহিতে বাসনা হয়। শক্তি নাই, বাসনা আছে; আবার বাসনা পূর্ণ না হইলে অন্তরে বেদনা হয়। সেই বেদনাবিদূরণের চেষ্টায় এই সাধুজীবনীর উৎপত্তি। ইহা সাধু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের সমগ্র ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত নহে; ইহা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অক্ষম লেখনীপ্রসূত কিঞ্চিৎ আলোচনা মাত্র। এই উপন্যাস-নাটকের যুগে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট এই ক্ষুদ্র পুস্তকের যদি কিঞ্চিৎও আদর হয় এবং স্বদেশীয় ছাত্রগণের ইহা পাঠে পূতাত্মা, স্বদেশ-বৎসল ও মাতৃপূজক গুরুদাসের পদানুসরণে প্রবৃত্তি হয়, আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিব।

আমার প্রিয়সুহৃদ্ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লেখক কবিভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু বি.এ, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ, বি.এল মহাশয়দ্বয় কৃপা করিয়া আমার এই কার্য্যে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকে উদ্ধৃত ইংরাজী লিপি ও অভিভাষণগুলির মর্ম্মানু-

বাদ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী করিতে পারি নাই, তজ্জন্য দুঃখিত রহিলাম। আমার এই কার্য্যে আমার একটি পুত্র শ্রীমান্ পঞ্চাননকিঙ্কর রায়-চৌধুরী বি.এল্, যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছে।

ইতি—

৭৭।১, হরি ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৫ই আশ্বিন সন ১৩৩১।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

উচ্ছ্বাস।

রোগশয্যা পাশে তুমি, একদিন বসে।
স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ, ক'রে ছিলে এসে ॥
তোমার আশীসে আমি, স্বাস্থ্যলাভ করি।
ব'লে ছিনু এক কথা, তব পায়ে ধরি ॥
"এ জনমে পিতৃতুল্য, তুমি গুরুদাস।
জন্মান্তরে বন্ধু মম ছিলে, এ বিশ্বাস ॥"
গৃহে ফিরে যেতে যেতে, এ কথা শুনিয়ে।
ফিরে এসে ব'লে ছিলে, চিন্তাকুল হ'য়ে ॥
"বড় কথা জ্ঞানানন্দ, শুনালে আমায়,
পূর্ব্বজন্মে বন্ধু ছিলে, সন্দেহ কি তায়!"
হে অমরপুরবাসি! আছে কি স্মরণে,
সেইকথা মাতৃ-ক্রোড়ে, বসি সুখাসনে?
সেই আমি, ভক্ত তব, মর্ত্যলোকে দুঃখে।
তোমারই গুণগান, করিতেছি সুখে ॥
তীর্থ যাত্রা মহাফল, শাস্ত্রের লিখন।
বিলম্বেতে ফল কিন্তু, হয় দরশন ॥
সাধু সঙ্গে বাস আর সাধুগুণগান।
সত্তঃ সত্তঃ ফললাভ, ঋষির বিধান ॥
মাতৃভক্ত সাধু তুমি, পবিত্র-হৃদয়।
তব গুণ গানে ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥

ভারতের রত্ন তুমি, কীর্ত্তিতে অমর।
নয়নরঞ্জন রূপ, গুণের সাগর॥
তাই আমি ভগ্নদেহে, তব গুণগানে।
যাপিতেছি অবিরত, নিশা-দিনমানে॥
এ দীনের দিন যত, হইতেছে অন্ত।
তব দেখা পাব আশা, বাড়িছে একান্ত॥
জননীর ক্রোড়ে বসি, জনকের পাশে।
প্রণমিব দুজনেরে, আর গুরুদাসে॥

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়-চৌধুরী।



পূজনীয় গুরুদাস।

উপক্রমণিকা।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিলে সেই পরমজ্ঞানীর সেই অদ্ভুত শিল্পীর ও সুনিপুণ চিত্রকরের জ্ঞানের, কল্পনার ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে স্থানে যে বর্ণ লাগাইলে চিত্র ভাল দেখায়, যে স্থানে যে দ্রব্যটি বসাইলে গঠন সুন্দর হয়, সেই অদ্ভুত শিল্পী সেই স্থানে সেই বর্ণের সন্নিবেশ করিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। কে বলিবে মানবদেহে গজমুণ্ড বসাইলে অধিক মনোহর হইত? কে বলিবে অশ্বদেহে মানবমুণ্ড লাগাইলে অধিক পরিপাটি হইত? ক্যাসটাইল প্রদেশের সম্রাট এলনজো * ও তাঁহার ন্যায় আত্মাভিমানী দুই একজন ব্যতীত কেহই বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রচনায় তিল মাত্র দোষ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করেন নাই। কেবল সৃষ্টি প্রকরণেই তিনি তাঁহার মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যাঁহাকে যে সময়ে, যে

---

* কথিত আছে, স্পেন দেশের অন্তর্গত ক্যাস্টাইল প্রদেশের খ্রীষ্টান সম্রাট এলনজো (Alonzo the Wise) এক দিন বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর যদি তাঁহার মন্ত্রগৃহে তাঁহাকে বসাইতেন ও তাঁহার পরামর্শ লইতেন, তাহা হইলে এ জগৎ আরও সুন্দররূপে গঠিত হইত।

উপলক্ষ্যে পাঠাইলে তাঁহার রচিত বিশাল জগৎ সুশৃঙ্খলায় চলে, তিনি তাঁহাকে সেই সময়ে সেই উপলক্ষ্যে এ জগতে পাঠাইয়া থাকেন, আবার প্রয়োজনানুসারে স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টি লালন-পালন করেন। এই নিয়মানুসারে শতসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই পুণ্যক্ষেত্রে রাজকুমার শাক্যসিংহ, তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতির জন্ম। এই নিয়মানুসারে ইদানীন্তন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন-পক্ষ-সমর্থক ও অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রণেতা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ও তান্ত্রিক শক্তিপূজা-পদ্ধতি প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের এই বঙ্গভূমিতে জন্ম। আবার আমাদের মনে হয়, এই সাধারণ নিয়মানুসারে যথাকালে পূজনীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন।

সংসার-সুখের অসারতা দেখাইয়া মানবকে নির্ব্বাণমুক্তির পথ প্রদর্শন করাইতে রাজকুমার শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট ভক্তিমার্গ উন্মুক্ত করিবার জন্য ব্যাসদেবের জন্ম হইয়াছিল। বিষ্ণুধ্যানে, জনার্দ্দনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে ও সদা হরিনাম কীর্ত্তনে ও শ্রবণে যে জীবের অনন্ত সুখ ও মুক্তি তাহা বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপরায়ণ নারদ এই ভারতক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

স্মরণাতীত কাল হইতে পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদুর্নীতি, যবন সংস্রব ও তথাকথিত তান্ত্রিক উপাসনা এবং অপরাপর কারণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা এত প্রবল হইয়াছিল যে, উহার নিরোধ না হইলে এই পুণ্যক্ষেত্র রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়। শ্রীভগবানের আরাধনা উদ্দেশে গৃহে গৃহে মদ্যমাংস ভোজনের

রীতি ও উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি গৃহে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্র যে কি প্রকার ন্যায় ও বিজ্ঞান সম্মত, তাহা ঐ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোধের অভাবে বিকৃতভাবে জনসাধারণের মধ্যে অনুবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া ও বাসুদেবের অপর ছাত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" প্রণয়ন করিয়া এদেশে যথাশাস্ত্র নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহের পুনঃ সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে পদ্ধতি অনুসারে, এদেশে দেবদেবীর পূজা ও বারব্রতাদি ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নিকট ঋণী। যথাকালে তাঁহাদের এই বঙ্গভূমিতে আগমন শ্রীভগবানের বিধান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশে এ দেশের দারুণ দুর্গতি হইবার উপক্রম হয়। নিষিদ্ধ মাংস আহার, অবৈধ বিবাহ, অসঙ্গত ইন্দ্রিয়সেবা, ধর্ম্মান্তর অবলম্বন ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী কর্ম্ম, অনেক প্রতিভাশালী ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্রকুলোদ্ভব হিন্দুগণ গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ জীবনযাত্রার প্রণালীকে এমন অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ের প্রকৃত অবস্থার বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিবরের জীবন-চরিত প্রণেতা কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কেবল মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পূজনীয় গুরুদাসের কৈশোর জীবনের

অবস্থাকাল এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে বটে, কিন্তু অনাচারের স্রোত বাহ্য সাম্যভাবে থাকিলেও অন্তঃসলিল-বাহিনী নদীর ন্যায় ঐ স্রোত বহিতেছিল।

কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বলেন—"পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তখন কলিকাতা-সমাজ উপদ্রুত ও অশান্তি-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তথায় শিক্ষিতনামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা সভ্যতার ও সমাজ সংস্করণের নামে স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ-দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের চরমসীমা বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপা-পাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইত এবং শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইহাদিগকে ইয়ং বেঙ্গল বলিত। ইয়ং বেঙ্গলের ভয়ে কলিকাতা সমাজ একদিন তটস্থ হইয়াছিল।—"

যাহারা এইরূপ আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা তৎকালীন শিক্ষায় তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিমানেই তদ্রূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের যাবতীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াও পাশ্চাত্য বিদ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াও পূজনীয় গুরুদাস এই নব্যতন্ত্রের সমাজে একদিনের জন্যও যোগ দেন নাই। যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার কল্পনাও

করেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভে পঠদ্দশায় তাঁহার শিক্ষক কাউয়েল সাহেব (Professor Cowel) এবং তাহার বহুদিবস পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে বড়লাট কর্জ্জন (Lord Curzon) যখন তাঁহাকে সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে বাঙ্গালার প্রতিনিধিস্বরূপ ইংলণ্ড-যাত্রা করিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি পূর্ব্বে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন, লর্ড কর্জ্জনকেও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা হিন্দুসমাজের শক্তি ও প্রাধান্য বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইংলণ্ড যাত্রা করিলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। তদুত্তরে লর্ড কর্জ্জন বলেন যে, তাঁহার মত লোককে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজেরই ক্ষতি। তদুত্তরে পূজনীয় গুরুদাস বলেন যে, তাঁহার ন্যায় সহস্র সহস্র লোককে ত্যাগ করিলেও হিন্দুসমাজের তিল মাত্র ক্ষতি হইবে না, কিন্তু তাঁহার অপরিমিত ক্ষতি হইবে। হিন্দুসমাজে তাঁহার ন্যায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন। উত্তরে লাট সাহেব চমৎকৃত হন ও প্রকৃত হিন্দুর নিকট হিন্দুসমাজ যে কত আদরের তাহা বুঝিতে পারেন। বিলাত যাইয়া রত্নসিংহাসনে বসিতে পাইলেও পূজনীয় গুরুদাস এই গঙ্গাযমুনার মহাপুণ্যময় ভারতভূমি একদিনের জন্যও ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। অধিকাংশ মানবই অনেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরে আপন গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লন। কিন্তু আজন্মশুদ্ধ গুরুদাস বাল্যাবস্থা হইতেই হিন্দুধর্ম্মের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন গন্তব্য পথ স্থির করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অর্থের বা পদমর্য্যাদার লোভে তিনি ভারতের

সীমা অতিক্রম করিতে সম্মত হন নাই। তিনি একদিকে যেমন কখনও হিন্দুভূমি ভারতকে ত্যাগ করেন নাই, তেমনই হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত খাদ্য ভিন্ন একদিনের জন্যও অপর খাদ্য স্পর্শ করেন নাই ও কোন প্রকার অহিন্দু আচার অনুসরণ করেন নাই। একদিকে তাঁহার পূর্ব্বকালবর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তিগণের অনাচার ও অপর দিকে তাঁহার আস্তিক্য ও হিন্দুধর্ম্মে একান্ত শ্রদ্ধা বিচার করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, বিশ্বজনীন নিয়মানুসারে, বিধি যথাকালে তাঁহাকে পাঠাইয়া অনাচারের স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশের অশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী।

জীবন ভাগ

ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের জীবনকাল চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি আশ্রম অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই চারি আশ্রমের নাম (১) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (২) গৃহাশ্রম (৩) বাণপ্রস্থাশ্রম ও (৪) পরিব্রজ্যাশ্রম।

প্রথমাশ্রমে বিধিবৎ উপনীত হইয়া গুরুগৃহে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধমনে অগ্নিকার্য্য বিধেয়। দ্বিতীয়াশ্রমে, সংস্কার-শুদ্ধা, সবর্ণা, সুকুলোদ্ভবা, সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী কন্যাকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর্ত্তব্য। তৃতীয়াশ্রমে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া তপস্যানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। চতুর্থাশ্রমে, মনঃসমাধানপূর্ব্বক নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয়পূর্ব্বক, মান, অপমান সমান জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রতিপালন বিধেয়।

তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে আচার ব্যবহারাদি প্রশস্ত বা অতিকর্ত্তব্য ছিল, বহুকাল পরে যুগধর্ম্মানুসারে সে আচার আচরণের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে কি ব্রাহ্মণের, কি অপরবর্ণের, আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইলে মাত্র, উহা তিন অংশে বিভক্ত করিলেই বোধ হয় সঙ্গত হয়। প্রথমাংশে বিদ্যো-পার্জ্জন, দ্বিতীয়াংশে অর্থোপার্জ্জন, বিবাহ ও কিয়ৎপরিমাণে সন্তান সন্ততি প্রতিপালন ও তৃতীয়াংশে বিশ্রাম ও মতিগতি অনুসারে শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা। মনুর ব্যবস্থানুসারে জীবন যাপন ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। সুতরাং স্যর গুরুদাসের জীবন সীমাকে

এই পুস্তকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিলাম। প্রথমাংশে—তাঁহার জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজে পাঠসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত স্থির করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে অতি অল্পদিনের জন্য দুইবার ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে কয়েক মাস তিনি অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বি. এল পরীক্ষা দিবার জন্য তখনও তিনি ছাত্ররূপে কলেজে পড়িতে যাইতেন, সুতরাং বি. এল. পরীক্ষা পাস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথম জীবনাংশের অন্তর্গত করিলাম। আর মাতৃ-অনুরোধে তাঁহার বিবাহ, প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের কিয়দ্দিবস পরেই হইয়াছিল, সে জন্য তাঁহার বিবাহ কার্য্যও তাঁহার প্রথম জীবনাংশের মধ্যে আমরা ধরিতে বাধ্য হইলাম। দ্বিতীয়াংশ—তাঁহার বহরমপুর কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ ও তথায় আদালতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা আরম্ভ হইতে হাইকোর্টের বিচারাসন ত্যাগকাল পর্য্যন্ত ধরিলাম। আর তৃতীয়াংশে—তাঁহার হাইকোর্টের বিচারাসন ত্যাগ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধরিলাম। এই বিভাগানুসারে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথম জীবন ভাগ স্থির করিলাম। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত দ্বিতীয় জীবনভাগ স্থির করিলাম। আর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে দেহ-ত্যাগের দিবস অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার তৃতীয় জীবন ভাগ স্থির করিলাম।

এই বিভাগানুসারে আমরা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কার্য্যকলাপের কথা বিবৃত করিব।

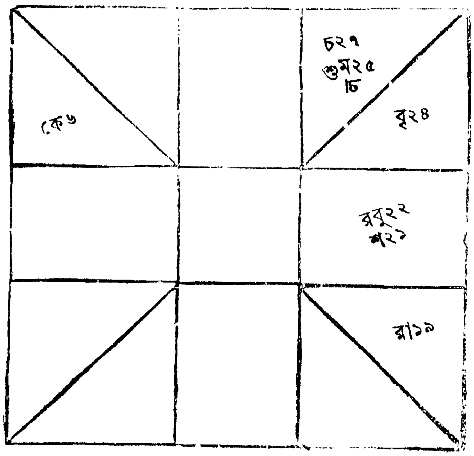
প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও জনক জননীর পরিচয়।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে বন্দ্যঘটি মকরন্দের বংশে কলিকাতার উপনগর নারিকেলডাঙ্গায় ১২৫০ সনের ১৪ই মাঘ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারী তারিখে শুক্রবার দিবা ১০টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সপ্তমী তিথিতে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্ম পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। জন্মপত্রিকা বিচার এক্ষণে বহু ইংরাজী শিক্ষিতগণের নিকট অনাদৃত। কিন্তু স্বর্গীয় গুরুদাসের মৃত্যুর ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম-পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, উত্তরকালীন ঘটনাবলী আলোচনা করিলে আশা করি সন্দেহকারিগণ আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতক্ষেত্রের ঋষি মুনিগণের প্রণীত শাস্ত্র-সংহিতা সকল যে কত পাণ্ডিত্য পূর্ণ ও কত অভ্রান্তরূপে লিখিত, তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

জন্মকুণ্ডলী



জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে উপরের জাতকের চন্দ্র লগ্নে থাকায় সাধারণতঃ জাতক ভাগ্যবান হইবার কথা। মঙ্গলের স্থিতি ও অপরাপর গ্রহগণের সহিত সম্বন্ধানুসারে তাঁহার কর্ম্মে অদম্য উৎসাহও হইবার কথা। চন্দ্রের মঙ্গলের সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে জাতক কর্ম্মকালে অস্থিরমতি হইতে পারেন না, বরঞ্চ অতি ধীর হইয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন ও তাঁহার প্রকৃতিও মধুর হইবে। দশমে রাহু থাকায় জাতক সুবিচারক হইবেন ও তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার হইবে। একাদশে রবি, বুধ ও শনির একত্র সংযোগ হওয়ায় আয় হইবে বটে কিন্তু রবির সহিত যে ভাবে বুধও শনি যুক্ত তাহাতে অত্যন্ত অধিক আয় হইবে না। দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকায় অধিক পরিবারবর্গকে প্রতিপালন ও অনেক লোককে আর্থিক সহায়তা

করিতে হইবে। দশমাধিপতি বৃহস্পতি ব্যয় স্থানে থাকায় জাতকের অন্তর শুদ্ধি থাকিবে ও ধর্ম্মকর্ম্মে প্রচুর ব্যয় হইবে।

জ্যোতিষ অতি কঠিন শাস্ত্র। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত জন্মসময়ানুসরে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে উহার প্রত্যক্ষফল দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত জাতকের গ্রহগুলি অধিকাংশ ঊর্দ্ধমুখী বা উচ্চাভিলাষী। তদ্ব্যতীত ভৃগু মুনি নির্দ্দিষ্ট সুরারাধ্য * নামক বিশেষ যোগফলে জাতক, মতিমান্, গুণজ্ঞ, গুণবান্, নৃপবল্লভ, সুভাষী ও আত্মগৌরব রক্ষক হইয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি শৈশবে পিতৃহীন ও মাতৃপূজক হন। এই সুরারাধ্য যোগ অতি বিরল ও জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্য সাপেক্ষ।

তাঁহার পিতার নাম ৺ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহের নাম ৺ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রপিতামহের নাম ৺ দুর্গাদাস

---

* মানে চায়ে তথা ব্যয়ে লগ্নে সর্ব্বে চ খেচরাঃ।
সুরারাধ্যো মহাযোগঃ লগ্নে ভৌমঃ সিতঃ শশী॥
ধনাঢ্যো মতিমান্ খ্যাতো গুণজ্ঞো গুণবান্ ভবেৎ।
নীচ-বংশোদ্ভবোঽপি স্যাৎ সনরো নৃপবল্লভঃ।
পিতৃহীনো ভবেদ্বালঃ শৈশবে মাতৃপূজকঃ।
দীর্ঘায়ুঃ ধার্ম্মিকঃ শান্তঃ শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ।
সুভাষী বহুপুত্রশ্চ আত্মগৌরবরক্ষকঃ॥ ভৃগু সংহিতা।

মানে = কেন্দ্রস্থানে খেচরা = গ্রহসকল
ব্যয়ে = দ্বাদশে সিতঃ = শুক্রগ্রহ
আয় = একাদশ শশী = চন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল। স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেলা চব্বিশ পরগণার অধীন ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত "বড়ে" গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাণিকচন্দ্র বাল্যকালে চপল-স্বভাব ও বিদ্যাশিক্ষায় অনাবিষ্ট ছিলেন বলিয়া পিতাকর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায় গৃহত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া পটলডাঙ্গায় কোন আত্মীয়ের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধিক বয়সে বহুকষ্টে সামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া তিনি এক ইংরাজ সওদাগর—গুল ক্যামেল এণ্ড কোম্পানীর (Gool Camel and Co.,) আফিসে নিযুক্ত হন ও পরে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় ষষ্ঠীতলার নিকট কলাবাগানের মধ্যে আন্দাজ কুড়ি টাকা হিসাবে কয়েক কাঠা ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় একটি বাসগৃহ ও একটি ইটের প্রাচীরযুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া মাণিকচন্দ্র পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতাও আপনাকে মাণিকচন্দ্রের পিতা বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেন। মাণিকচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া নীল, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের কলিকাতার তাৎকালিক বিখ্যাত সওদাগর কারঠাকুর এণ্ড কোম্পানীর (Carr Tagore and Co.) আফিসে একটি কেরাণীর চাকরি করিতেন। ঐ আফিস বিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা স্বনাম প্রসিদ্ধ ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্র এই আফিসে চাকরি করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করেন ও পৈত্রিক বাসগৃহের বহির্ভাগে একটি অসম্পূর্ণ ঘর, তজ্জনিত কিঞ্চিৎ ঋণ, অপোগণ্ড শিশু সন্তান গুরুদাস,

পত্নী সোণামণি দেবী ও বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া অতি অল্প বয়সে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলেরা রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামচন্দ্রের মাতা একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কাশী যাত্রা করেন ও কিয়দ্দিবস সেই তীর্থে বাস করিয়া দেহত্যাগ করেন। রামচন্দ্র দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন ও অতি সুবক্তা ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় হস্তাক্ষর সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। তাঁহার স্বহস্তে নাম লেখা একখানি গীতাগ্রন্থ, গুরুদাস বাবু অতি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া গীতার কিয়দংশ পাঠান্তে অন্নাহার করিয়া আফিসে যাইতেন। বৎসরান্তে গৃহে ৺ জগদ্ধাত্রী পুজাটি অতি ভক্তি সহকারে করিতেন ও তদুপলক্ষে নিকটস্থ দরিদ্রগণকে স্বহস্তে আহার্য্য পরিবেশন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

গুরুদাসের মাতা সোণামণি দেবীর পিত্রালয় কলিকাতা শ্যামপুকুরের অন্তর্গত রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে ছিল। তাঁহার পিতার নাম ৺ রামকানাই ও পিতামহের নাম ৺ পরশুরাম গঙ্গোপাধ্যায় ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ৺ গঙ্গা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কেল্লার (Fort William) এডজুটেণ্ট জেনারেলের আফিসের বড়বাবু ছিলেন।

সোণামণি দেবী বিদুষী রমণী ছিলেন না। কিন্তু যে সকল গুণ স্ত্রীজাতির আভরণস্বরূপ তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল ও তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। সেই সকল গুণে তিনি মাতৃধর্ম্মে স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ও সেই জন্যই তিনি পিতৃহীন শিশু

সন্তানকে আর্য্যধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দিয়াও তিনি হিন্দু দেবদেবীর পূজা বা যথাশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের আচার পদ্ধতি অন্ধ বিশ্বাসে অনুসরণ করিতে পুত্রকে নিত্যই উপদেশ দিতেন। শৈশবের সেই শিক্ষাগুণেই পুত্র উত্তর-কালে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ও গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণের হৃদয়ের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

গুরুদাসের অল্পজীবী পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার মাতৃদেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। ভরসা করি, গুরুদাসের বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রণেতার দ্বারা তাহার পূর্ণ পরিচয় হইবে। অর্থহীনা বিধবা সোণামণি দেবীর হৃদয় যে কত কোমল, মৃদু ও উন্নত ছিল, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা মাত্র নিম্নে উল্লেখ করিয়া আমরা তাহার পরিচয় দিলাম।

(১) গুরুদাস যখন বালক তখন তাঁহার বাটীর তাৎকালিক অবস্থায় বাটীর উঠানে একটি নেবু গাছ ছিল। সেই নেবু গাছটি সর্ব্বদাই ফলভরে অবনত থাকিত। এক দিবস একজন কাঠের মুটে তাহার মোট ফেলিয়া নেবু গাছে পর্য্যাপ্ত নেবু দেখিয়া সোণামণি দেবীকে বলিল, "মা-ঠাক্‌রুণ! গাছটিতে খুব নেবু হ'য়েছে, আমি একটি নেবু নেব?" সোণামণি দেবী কোন কারণ বশতঃ সে সময়ে একটু বিরক্তভাবে থাকাতে কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর করেন, "হ্যাঁরে বাপু! ভিখিরি আসে সেও নেবু চায়, মুটে আসে সেও নেবু চায়!" তাহাতে সেই মুটে আর কিছু না বলিয়া তাহার মোটের পয়সা লইয়া দুঃখিতভাবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার

সেই বিরক্তি ভাব কাটিয়া গেলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন, "কেন আমার দুর্ম্মতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভৎর্সনা করিলাম, একটি নেবু দিলে কি ক্ষতি হইত!" তারপর দুই তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন এবং বালক গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদাস! ইস্কুলে যাইবার সময় পথে মুটেকে দেখিতে পাওয়া যায় না? যদি বাবা, তাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলিও।"

(২) ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীর-সচিব নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদাস বাবুর যেমন বাল্যবন্ধু, তদ্রূপ ঘোর প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। পরীক্ষাক্ষেত্রে মাত্র এই প্রতিদ্বন্দিতার পরিচয় পাওয়া যায়, নতুবা উভয়ের মধ্যে নিরতিশয় ভালবাসা ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কাল হইতে প্রতিদ্বন্দিতার ভাব আদৌ ছিল না, বরঞ্চ সখ্যভাব বাল্যকালাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রবেশিকা হইতে এম্. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত উভয় বন্ধুই পরস্পরকে পরাজয়ের প্রাণান্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। নীলাম্বর ও গুরুদাস বাবু উভয়েই ঘোর পরিশ্রমী, উভয়েই বুদ্ধিমান্। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উভয়েই এম্. এ. পরীক্ষা দেন। উভয়েই আপন আপন বিষয়ে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক উপহার পান। নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত ভাষায় আর গুরুদাস বাবু গণিত শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া অনার-ইন্-আর্ট পরীক্ষা পাশ করেন। গুরুদাস বাবুকে নীলাম্বর বাবু পরাস্ত করিতে পারিলেন না দেখিয়া, নীলাম্বর বাবু আইন পরীক্ষায় গুরুদাস বাবুকে পরাজয়ের চেষ্টায় থাকিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উভয়েই বি. এল. পরীক্ষা দেন, কিন্তু নীলাম্বর বাবু গুরুদাস বাবুকে ঐ পরীক্ষাতেও পরাজয় করিতে পারেন নাই।

গুরুদাস বাবু পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক উপহার পান। নীলাম্বর বাবু পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। পরীক্ষার ফল জ্ঞাত হইয়া সোণামণি দেবীর মনে আহ্লাদ হয় নাই। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্ব হইতে তিনি পুত্রকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়িতে বাধা দিতেন ও বলিতেন, "রেশারিশি বা অধিক লোভ ভাল নয়। আমি মন খুলে বল্‌ছি, এবারে যেন শুনি, নীলাম্বর পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে ও সোণার মেডেল পাইয়াছে, আর তুমি তাহার নীচু হইয়াছ।" পরীক্ষার ফল বাহির হইলে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পরীক্ষার ফল শুনিয়া আমার সুখ হইল না, আর নীলাম্বরের বাপ মায়েরও হবে না, তুমি নীলাম্বরের নীচু হইলে আমার বড় আহ্লাদ হইত।"

(৩) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়া গুরুদাস বাবু একটি ভাল কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক রমানাথ নন্দী মহাশয় পরলোক গমন করায় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ গুরুদাস বাবুকে ঐ পদে মাসিক তিন শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে স্থির করেন। গুরুদাস বাবু এই সংবাদ পাইয়া মাতৃসমীপে সমস্ত অবস্থা নিবেদন করেন। তিনি যখন শুনিলেন, যাঁহার স্থলে পুত্র নিযুক্ত হইবেন তিনি মরিয়া গিয়াছেন, অমনি বলিলেন, "বাবা! তোমায় ঐ কর্ম্মে যাইতে দিতে আমার মন সরিতেছে না। চাকরিটি ভাল বটে, বিশেষতঃ যখন চাকরি ও ওকালতি উভয় কার্য্যই একত্র চলিবে কিন্তু যাহার স্থানে তুমি নিযুক্ত হইবে, তুমি পৌঁছিলে তাঁহার পরিবারেরা সেই স্থান

কাঁদিতে কাঁদিতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, আর তুমি সেখানে হাসিতে হাসিতে যাইয়া বসিবে, সেটা কি ভাল ?" গুরুদাস বাবু দেখিলেন, মহাবিপদ্। তিনি মাতুল গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে তিনি সহোদরাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া গুরুদাসকে চাকরি গ্রহণের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সোণামণি বলিলেন, "ভাল, বহরমপুরে কর্ম্ম গ্রহণ কর, কিন্তু আমার এই আজ্ঞা রহিল যে, তুমি ওকিলবি (Rev. James Ogilvie M. A.) সাহেবের * ইস্কুলে মাসিক যে একশত টাকা বেতন পাইতে, বহরমপুরে উপায় করিয়া যে দিন মাসিক ঐ টাকা স্থিতি আয় করিবে, সেই দিনই বহরমপুর ত্যাগ করিয়া আমার শ্বশুর শাশুড়ির ভিটায় আসিয়া বাস করিবে। আমাদের মাসিক একশত টাকায় সংসার বেশ সুখে চলিয়া যাইবে; আর ভরসা করি, কলিকাতাতে তোমার কিছু কিছু উপায়ও হইবে।" মাতার এই সর্ত্তে তিনি বহরমপুর যাত্রা করেন।

(৪) গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় একটি অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কন্যার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক কিন্তু কোন কারণে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইতেছিল। ইত্যবসরে অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত বয়োধিকা কন্যার বিবাহের জন্য লোকের দ্বারা গুরুদাস বাবুকে ও তাঁহার মাতাকে অনুরোধ করেন। ঐ ধনাঢ্যের

* রেভারেণ্ড ওকিলবি সাহেব সেই সময়ে জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজের একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া উহাকে ওকিলবি সাহেবের ইস্কুল বলিয়া অনেকে জানিতেন।

পুত্র সন্তান ছিল না; কেবলমাত্র ঐ এক কন্যাই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারিণী। গুরুদাস বাবু ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা জননীর নিকট সবিশেষ জ্ঞাপন করেন। জননী পুত্রকে বলেন, "গুরুদাস! যে লোকটি আসিয়া তোমার ও আমার নিকট এই প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহাকে বল যে, আমি যে কন্যার সহিত হারাণের বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। সেই অল্পবয়স্কা কন্যাটিই আমার ভাল মনে হয়। অপুত্রকের একমাত্র কন্যার সহিত তোমার সংসারের পাঁচটির মিল হইবে না ও পারিবারিক সুখ হইবে না। আর অর্থপ্রাপ্তির কথা? তোমার ছেলেরা আমায় যখন যখন প্রণাম করে, আমি তাহাদের এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি, যেন তাহারা তোমার অর্থ লইয়াও বড়মানুষ না হয়, শ্বশুরের অর্থ ত কোন্ ছার! আমি নারায়ণের নিকট নিত্য প্রার্থনা করি, যেন তোমার পাঁচ পুত্র পাঁচ গুরুদাস হয়।"

(৫) ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন স্থির হয়, তখন তিনি জননীকে কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মা! হাইকোর্টের জজের কর্ম্ম করিব কি?" মা উত্তর করিলেন, "আগে বল দেখি, তোমাকে ফাঁসি হুকুম দিতে হইবে না ত!" তিনি তদুত্তরে বলেন, "ফাঁসি হুকুম আমায় দিতে হইবে না বটে, কিন্তু নিম্ন আদালতে ফাঁসি হুকুম দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমায় সেই হুকুম মঞ্জুর করিতে হইবে।" মা, এই উত্তর শুনিয়া বলেন, "ভাল, জজ হওগে, কিন্তু অপরাধীকে ফাঁসি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও।" লেখা বাহুল্য,

গুরুদাস বাবু এই মাতৃ আদেশ প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফৌজদারী আপিল বেঞ্চে বসিয়া তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, এমন আদর্শ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ও তাঁহার দর্শিত রীতিনীতি অনুসারে জীবন যাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুদাস মৃত্যুঞ্জয়, বিশ্ববিজয়ী ও ভারতপূজ্য হইয়াছিলেন।

সোণামণি দেবীর ও গুরুদাসের ন্যায় পুত্র-প্রাপ্তি জন্মজন্মান্তরের বহু তপস্যার ফল। রামচন্দ্র ও সোণামণি উভয়েই মনে করিতেন, একটি পুত্রের মুখাবলোকন তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই, কারণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত সোণামণির সন্তান জন্মাইবার লক্ষণ দেখা দেয় নাই। তাঁহারা গৃহদেবতার নিকট সর্ব্বদাই একটি সন্তান কামনা করিতেন। এক দিবস মধ্যাহ্নকালে একজন এ দেশীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অভুক্তাবস্থায় রামচন্দ্রের কুটীরে অতিথি হন এবং রামচন্দ্র অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অবগত হইয়া তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রার্থী হন। রামচন্দ্র পত্নীর দ্বারা অতি শুদ্ধাচারে রন্ধন করাইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আহার করান। আহারে ও যত্নে পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ যাইবার সময় সোণামণিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "ইঁহার গর্ভে একটি দিব্য সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে—নচেৎ আমি অব্রাহ্মণ।" ঐ কথা শুনিয়া ৺রামচন্দ্রের মাতা ব্রাহ্মণকে বলেন "বাবা! আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে আপনি কেন ওরূপ কথা বলিলেন"। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন, "মা আমিত অব্রাহ্মণ হব না।" এই ঘটনার কিছুকাল পরেই গুরুদাসের জন্ম হয়। গুরুদাসের পরেও সোণামণির অপর একটি

পুত্রসন্তান জন্মে বটে, কিন্তু সে সন্তানটি অতি অল্প বয়সেই মরিয়া যায়। উত্তরকালে এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণের আর কখন এই পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। রামচন্দ্র গুরুদাসকে অন্যূন আড়াই বৎসরের শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। রামচন্দ্র এই আড়াই বৎসর কাল ও সোণামণি আমরণ কাল এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ যে দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ, এই বিশ্বাস পোষণ করিয়াছিলেন।

এই বৈচিত্রময় ও রহস্যপূর্ণ সংসারে এপ্রকার ঘটনা আরও শুনা গিয়াছে। এ জগৎ যে বিচিত্র ও রহস্যপূর্ণ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ জগতের সকল ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ অসম্ভব। তবে সন্দিগ্ধমনা না হইয়া যদি আমরা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়া লই যে, সেই অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞেয় পরমেশ্বর সর্ব্বদাই ভক্তের প্রার্থনা পূরণের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মনে করিলে ক্ষতি নাই যে, ভক্তিময়ী সোণামণির একান্ত ঈশ্বর ভক্তিই তাঁহার এই দিগ্বিজয়ী পুত্র লাভের মূলীভূত কারণ ও তিনি যে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া পিতৃহীন পুত্রকে আজন্ম সংযম, নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তাঁহাকে আদর্শ বাঙ্গালী করিয়া গড়িবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই দেবদ্বিজে অকৃত্রিম ভক্তিমূলক।

সংসার সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, এই রঙ্গভূমির অভিনয় শেষ হইলে একদণ্ডের জন্য এসংসারে কেহই থাকিতে পারেন না। সোণামণি দেবীরও ঐ চিরন্তন নিয়মানুসারে সন ১২৯৬ সালে অভিনয় শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সনের ২২শে আশ্বিন তারিখে সোমবার (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) তিনি প্রাণের

পুত্রকে, বধুকে, পৌত্রগণকে সুস্থাবস্থায় পরম সুখে কালযাপন করিতে দেখিয়া ভাগীরথী-বক্ষে পুত্রের নির্ম্মিত কলিকাতার বাগবাজারের বাটীতে চারিরাত্রি বাস করিয়া সজ্ঞানে নারায়ণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তনুত্যাগ করেন।

মাননীয় গুরুদাস জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাশাস্ত্র সমাপন করিয়া দারুণ শোকে ও তজ্জনিত উদরাময় রোগে সপত্নীক শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। মাতৃশোকে অভিভূত ও তজ্জনিত উদরাময় রোগে জীর্ণশীর্ণ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় গুরুদাসকে কেবলমাত্র এক খানি কম্বলে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজ চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাক্কোনেল (Dr. MacConnel) সাহেব বিস্মিত হন। মাননীয় গুরুদাস স্বয়ং ও সহকারী ডাক্তার স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে এ দেশের আচার ব্যবহার বুঝাইয়া দিলেও তিনি "অসন্তোষ জনক ব্যবহার" (Very unsatisfactory) এই কথাটি বলিয়া চলিয়া যান।

রক্তামাশয় রোগে মাননীয় গুরুদাস একমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি শাস্ত্রের বিধানানুসারে মাতৃবিয়োগের ত্রিপক্ষে মহাসমারোহে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে মাতৃ-শ্রাদ্ধ সমাপন করেন। বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণকে, দীনদরিদ্রদিগকে ভোজ্য ও পাথেয় দান, বস্ত্র, শয্যা ও তৈজসাদি বিতরণ করিয়া তিনি পুত্রোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন। কাঙ্গালী বিদায়ের সময়ের একটি ঘটনা গুরুদাসের হৃদয়ের গুণের পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহা এই স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার দেহের দুর্ব্বলাবস্থায় বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের আদর অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া

কাঙ্গালী বিদায় কালে পাছে বিশৃঙ্খল ঘটে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু টাকা দাতব্য ভাণ্ডারে (Charitable Society) পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়েরা ইহা অপ্রশস্ত কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। আত্মীয়েরা বলিয়াছিলেন "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা কাঙ্গালী বিদায় সুশৃঙ্খলায় করাইয়া দিব।" সে সময় ৺শ্রীনাথচন্দ্র পাল কলিকাতার পুলিশের বিখ্যাত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি দলবলসহ যে বাটীর দ্বারে কাঙ্গালী বিদায় হইবে, সেইখানে অধ্যক্ষ হইয়া কাঙ্গালী বিদায়ের সহায়তা করিতেছিলেন। গুরুদাসবাবু উপরের ঘর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কাঙ্গালীগণকে মারপিট হইতেছে। দেখিয়াই শশব্যস্তে নামিয়া আসিয়া শ্রীনাথবাবুর নিকট যোড়হাত করিয়া বলেন—"মহাশয়! আর কাঙ্গালী বিদায়ে কাজ নাই। গরীবদের মারিয়া কিঞ্চিৎ দানের প্রয়োজন নাই। আমি যোড় হাত করিয়া কাঙ্গালী-দের নিকট এই বলিয়া মাপ চাহিতেছি যে, বাবারা তোমাদের মারিব না—দানও করিব না।" শ্রীনাথবাবু লজ্জিত হইয়া প্রতিশ্রুত হন যে, কাঙ্গালীগণের গায়ে আর হাত তোলা যাহাতে না হয়, সে পক্ষে তিনি বিশেষ সতর্ক হইবেন।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাঁহার রোগ শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। এ অনুগ্রহ গুরুদাসবাবু সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে অপরাপর অধ্যাপকগণের সহিত তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত সদক্ষিণা একটি রৌপ্য পানপাত্রে নিম্নলিখিত স্বরচিত শ্লোকটি অঙ্কিত করিয়া উহা উপহার দেন।

পানপাত্র মিদং দত্তং বিদ্যাসাগর-শর্ম্মণে।
স্বর্গকামনয়া মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥

মাতৃশ্রাদ্ধে বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিমন্ত্রণ ও অধ্যাপক শ্রেণীভুক্ত করায় ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান দেখান হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন অধ্যাপক অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু গুরুদাস প্রকৃত গুণের আদর করিতে যে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না, উহা তাহার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

মাতৃদেবীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে গুরুদাস শ্রাদ্ধের কিয়দ্দিবস পরে অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "সোণামণি প্রাইজ" নামে একটি প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থানুসারে সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ, পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, তিনি ঐ পুরস্কার পাইয়া থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত কয়েকখানি পুস্তক ঐ পুরস্কারের অন্তর্গত।

জননীর দেহত্যাগের বহুপূর্ব্বে গুরুদাস কাশীধামে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পিতা ও মাতার নামে দুইটি শিব-স্থাপনা করিয়া তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

মাননীয় গুরুদাসের মাতৃভক্তির বৃত্তান্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ অবগত ছিলেন। তিনি যে একান্ত মাতৃভক্ত, বহরমপুর বাসকালে জষ্টিস্ প্রিনসেফ্ জানিতেন। তাঁহার মাতৃ-বিয়োগের সংবাদ পাইয়া প্রিনসেফ্ সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের কিয়দংশ মর্ম্মানুবাদসহ নিম্নে দিলাম।

পত্রের মর্ম্মানুবাদ—এই কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে আপনি আমায়

বলিতেছিলেন, আপনি আপনার মায়ের নিকট কত ঋণী এবং বহরমপুর হইতে আমি জানি, আপনি আপনার মাতাকে কত ভাল বাসিতেন ও আপনি তাঁহার কি প্রকার অনুগত পুত্র। আপনি যে তাঁহার একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন, ইহাই আপনার যথেষ্ট তৃপ্তি। আপনার যেমন পুত্রগতপ্রাণা মাতা ছিলেন, আজ দুই বৎসর হইল আমিও সেইরূপ মাতা হারাইয়াছি। সুতরাং আমি আপনার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার যোগ্যপাত্র।

* "——for it was only the other day that you were telling me how much you owed to your mother and I know from the old Berhampur days what deep affection you felt and what a devoted son you have been. This last must be your great consolation. It is not two years since I lost my mother, who was to me all that yours was. Therefore I can thoroughly sympathise with you——."

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যজীবন

স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরে সোণামণি দেবী বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার শিশুসন্তানের উদরান্নের কিছু মাত্র সংস্থান ছিল না। তাহার উপর স্বামী কিছু ঋণ রাখিয়া যান। ভদ্রলোকজনের বসিবার জন্য বাটীর বহির্ভাগে তিনি একটী কুটির নিৰ্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। মনে করিয়াছিলেন, পুত্রসন্তানটি হইল, বাড়ীটি ব্যবহার যোগ্য করি, মাসে মাসে কিছু কিছু ইটের মূল্য দিব। কিন্তু বিধাতা বিমুখ—অভীষ্ট পূর্ণ হইল না; তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। সুতরাং সোণামণি দেবী ঋণগ্রস্তা হইলেন। অপরদিকে নিজের উদরান্নের ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার চিন্তা তাঁহাকে শশব্যস্ত করিয়া ফেলিল। যে ব্যক্তি গৃহ প্রস্তুত জন্য ইট দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি করযোড়ে বলিলেন "মহাশয়! আমার শিশুসন্তানটি যদি কখন মানুষ হয় সে আপনার পাওনা টাকা সুদসমেত পরিশোধ করিবে, আর যদি ততদিন অপেক্ষা করিতে না পারেন, ঘরটি ভাঙ্গিয়া ইটগুলি লইয়া যাইয়া যদি আমাকে ঋণমুক্তি দেন, তাহা হইলে বড় উপকার করা হয়। স্বামী মহাশয় ইটের মূল্য যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমি একখানি ইটও রাখিতে চাহি না। কারণ আপনার গৃহটি ভাঙ্গিবার

ও ইট ফেরত লইয়া যাইবার ব্যয় আছে।" ইটের মহাজন শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত ইট ফেরত লইয়া যাইয়া বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ঋণমুক্তি দেন। ইটের মহাজনের এই ভদ্রব্যবহার গুরুদাসবাবু সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।

কিয়দ্দিবস পরে শুভদিনে গুরুদাসের বিদ্যারম্ভ হয়। যথাসময়ে তিনি পল্লীস্থ মিত্রমহাশয়দিগের স্থাপিত পাঠশালায় প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিতে যাইতেন। তিনি দুইদিন চেষ্টা করিয়াও "ক" অক্ষর ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন নাই; 'ক' এর উর্দ্ধরেখাটি ডান দিকে হেলিয়া যাইতেছিল। তৃতীয় দিন তাঁহার মাতা সাতিশয় দৃঢ়তার সহিত গুরুমহাশয়কে বলিলেন "দুই দিনেও আমার ছেলে 'ক' লিখিতে পারিল না, উহার লেখা পড়া কিরূপে হইবে? আজ যত বেলাই হউক ঠিক করিয়া 'ক' লিখিতে না পারিলে উহাকে কিছুই খাইতে দিব না আর তোমাকেও ছাড়িব না।" বেলা বারটার সময় পুত্র চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে মার নিকট শ্লেট লইয়া গিয়া বলিল "মা! আমি ঠিক করিয়া 'ক' লিখিতে পারিয়াছি দেখ।" তখন তিনি আনন্দিতা হইয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন ও তাহাকে খাইতে দিলেন। মাতা এইরূপে শৈশবে তাঁহার মনে যে অধ্যবসায়ের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে উহা মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা করিয়াছিল।

যে গুরুদাস এম. এ, পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম হন তাঁহার শৈশবে পাঠশালায় গণিত বুঝিতে বড় কষ্ট হইত। তিনি শৈশবে ১২ ও ১০২এ যে অনেক প্রভেদ তাহা

কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না, মনে করিতেন ১০২ এর মধ্যের শূন্যটি কিছুই নয়, কাজেই ১২ ও ১০২ সমান। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, গণিতের সহায়তায় অত্যাশ্চর্য্য জটিল দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব নির্ণীত হয় ও মনে অতিশয় আনন্দ হয়। অনুমান সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি বিশ্বনাথ শাস্ত্রীনামক জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শিশু গুরুদাসকে অতি শান্ত ও সুবোধ দেখিয়া তাহাকে যত্নপূর্ব্বক অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করাইতেন ও কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিখাইতেন।

সে সময়ে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ছাত্রদিগের বেতন লাগিত না। গুরুদাসের যখন আট কিংবা নয় বৎসর বয়ঃক্রম তখন তিনি ঐ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। নারিকেলডাঙ্গার ষষ্ঠীতলা হইতে ঐ বিদ্যালয় একক্রোশ দূর, সুতরাং শিশুকে দুইক্রোশ নিত্য চলিতে হইত। কয়েক মাস এইরূপ যাতায়াতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাতুল গঙ্গানারায়ণ এই অবস্থায় তাঁহাকে রাজানবকৃষ্ণষ্ট্রীটে আপন গৃহে আনিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্থাপিত ওরিএন্টাল সেমিনারি ব্রাঞ্চ (Oriental Seminary Branch) নামক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঐ বিদ্যালয় সে সময়ে কলিকাতা মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মিলনস্থলে স্থাপিত ছিল, আর নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাতুলালয়ে গুরুদাসের পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না।

মাতুল মহাশয়ের শোভাবাজার রাজবাটীর সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে তাঁহার বাহিরের ঘরে নানাপ্রকারের লোক গল্পগুজব ও যাতায়াত করিতেন। একটি নির্জ্জন ঘর না পাওয়ায় গুরুদাসের পাঠের ক্ষতি হইত। এদিকে জননী এক মাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে ভ্রাতার গৃহ হইতে আনিয়া তাঁহার পরামর্শ মতে পুত্রকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে বা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। তখন ঐ স্কুল পটলডাঙ্গা ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে একটি একতলা বাটীতে স্থাপিত ছিল। ঐ স্কুল হইতে নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা অনেক দূর বটে কিন্তু ঐ স্কুলে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেন স্বক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন ও বিদ্যালাভের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া পাঠে বিশেষ মন দিতে লাগিলেন। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অপর দুই একটি সতীর্থের সহিত তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলেন। পরবৎসর পঞ্চমশ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন। এই প্রকারে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত গুরুদাস ঐ বিদ্যালয়ে কখনও দ্বিতীয় হন নাই।

এই বিদ্যালয়ে অপরাপর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাদটীকায় *

---

* Poetical Reader (School Book Society)
Peter Parley's History of the world
Marshman's History of India
Keightley's History of Greece
Keightley's History of Rome

লিখিত পুস্তকগুলি গুরুদাস পড়িয়াছিলেন ও সেইগুলির তিনি প্রশংসা করিতেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বাল্যাবস্থা হইতে গুরুদাসবাবুর এই ধারণা ছিল, যে পাঠ্যপুস্তকগুলি আয়তনে ছোট, সুপ্রবৃত্তি উত্তেজক, সুপাঠ্য, সহজ বোধগম্য ও সুললিত হইলে, ছাত্রের নানাপ্রকারে ফল লাভ হয়। সংখ্যায় অধিক ও বৃহৎ আকারের পুস্তকের কিয়দংশমাত্র পড়ানর ব্যবস্থা তিনি অন্যায় মনে করিতেন। আর শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি চিত্র শোভিত, সুমিষ্ট ভাষায় ও সরলভাবে রচিত হওয়া উচিত মনে করিতেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হাবড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম ইষ্ট ইন্‌ডিয়েন রেলগাড়ী চলে। গাড়ী প্রথম চলিবার দিবস কলিকাতার সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি রেলগাড়ীতে চড়িবার জন্য উৎসুক চিত্তে গমন করেন। শোভাবাজারের রাজারাও যান। গুরুদাসের মাতুল মহাশয়ও রাজাদের সহিত যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া নয়-বৎসর-বয়স্ক ভাগিনেয় গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদাস! আমার সঙ্গে যাবে?" তদুত্তরে গুরুদাস বলেন, "রেল-গাড়ী এঁকবার চলিয়াইত বন্ধ হইয়া যাইবে না! আমার স্কুলের পরীক্ষার সময় নিকট, এখন আমোদ করিয়া রেলগাড়ী চড়িতে যাইয়া সময় নষ্ট করিলে আমার পড়ার ক্ষতি হইবে, আমি যাইব না।" বহরমপুরের কর্ম্মে নিয়োগপত্র পাইয়া তথায় যাত্রা করিবার

Bernard Smith's Arithmetic
Playfair's Euclid
চারুপাঠ—অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত।
কাদম্বরী—পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত।

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুরুদাসবাবু একদিনের জন্যও রেলগাড়ীতে চড়েন নাই।

ভরসা করি, নয় বৎসর বয়স্ক দরিদ্র বালকের পাঠে যত্ন দেখিয়া, এ দেশের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবে। পঠদ্দশায় আমোদ-প্রিয় হওয়া যে কত অন্যায় তাহা গুরুদাসবাবু বাল্যাবস্থা হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তন্ময়চিত্তে পাঠে মনঃসংযোগ না করিলে তাহার উন্নতির আশা অতি অল্প।

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে বা হেয়ার সাহেবের স্কুলে যে যে শিক্ষকের নিকট তিনি পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবু নন্দলাল দে, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ও বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয়গণের তিনি সর্ব্বদা সুখ্যাতি করিতেন। নন্দলাল বাবুর হুগলী সহরে নিবাস ছিল। তিনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি হইয়া যান ও ঐ স্কুল হইতে পেন্সন লন। নন্দবাবু কথায় কথায় তাঁহার পূর্ব্ব ছাত্র গুরুদাসের কথা তুলিয়া আত্ম-গৌরব করিতেন। গুরুদাসের ন্যায় ছাত্র, গুরুশিষ্য উভয়েরই শ্লাঘার বিষয়। নীলমণিবাবুর হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাঁশবেড়ে গ্রামে বাসস্থান ছিল। ছাত্রগণকে নিয়মাধীনে রাখিয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিতে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র দেবের নিবাস কোন্নগর গ্রামে ছিল। গণিতে ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনিও ঐ স্কুল হইতে পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্যারী-চরণ সরকারের নাম শিক্ষাবিভাগে চিরস্মরণীয়। তিনি প্রথমে

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, পরে বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন ও তৎপরে হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া অসীম যশো বিস্তার করেন ও শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গুরুদাসবাবু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্-এ ক্লাসে পড়িতেন, তখনও তিনি কিছুদিন তাঁহাকে পড়াইয়াছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গুরুদাস হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষার আট নয় দিবস পূর্ব্বে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। কেমন করিয়া স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র গুরুদাস আরোগ্য হইয়া নারিকেলডাঙ্গা হইতে টাউনহলে পরীক্ষা দিতে যাইবে, এই চিন্তা তাঁহার প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং পরীক্ষা স্থলে যাইবার জন্য একখানি পাল্কীর ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষা স্থলেও প্রিয় ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ও পরীক্ষা সমাপ্ত হইলেও তাহার দেহ সুস্থ আছে কিনা দেখিয়া আসিতেন। ছাত্রও সহস্র মুখে এমন গুরুর গুণকীর্ত্তন করিতেন। ছাত্রাবস্থা হইতে আবহমানকাল গুরুদাসবাবুর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, প্যারীবাবুর মত সুন্দর শিক্ষা দিবার প্রণালী অপর কোনও শিক্ষক জানিতেন না। তিনি পুস্তকগুলি এমন সুন্দররূপে পড়াইতেন যে পুস্তকোল্লিখিত বিষয় প্রত্যেক ছাত্রের মনে জন্মের মত আবদ্ধ হইয়া থাকিত।

গুরুদাসের চিত্র করিবার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি এমন

সুন্দর মানচিত্র আঁকিতে পারিতেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোল পরীক্ষার দিন প্রশ্নোত্তরের কাগজ ফেরৎ দিবার শেষ ঘণ্টা বাজিলেও বিখ্যাত অধ্যাপক সাটক্লিপ সাহেব তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার অঙ্কিত সুন্দর মানচিত্রখানি এক মিনিটের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় দেখিয়া তাঁহাকে ঐ এক মিনিট কাল সময় দিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্র খানি এখনও তাঁহার গৃহে আছে। সে খানি দেখিলে ছাপার মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হয়।

গুরুদাসবাবু বলিতেন যে ভূগোল পরীক্ষার সময় ছাত্রের স্মরণ-শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল স্থানের ও নদ-নদীর নাম যে ছাত্র সমগ্র স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহার স্মরণশক্তি প্রশংসনীয়। গুরুদাসবাবুর নিজের স্মরণশক্তি এত অধিক ছিল যে ভূগোল-লিখিত কোন স্থানের নাম তিনি পরীক্ষা-ক্ষেত্রে কখন ভুলিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে নামের ভুল অনিবার্য্য। গুরুদাসবাবুরও নামের ভুল হইত। এ পরিচয় আমরা স্থানান্তরে দিব। গুরুদাসবাবু বলিতেন যে মস্তিষ্কে নামের একটি স্বতন্ত্র কক্ষ (Cell) আছে। ঐ কক্ষে বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বপ্রথমে ময়লা ধরে। অপরাপর কক্ষে ক্রমে ক্রমে ঐ অবস্থার বিস্তার হয়।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গুরুদাস হেয়ার সাহেবের স্কুলের সর্ব্বপ্রধান হইলেন। অতুলচন্দ্র মল্লিক (Mr. O. C. Mullick) হিন্দু স্কুলের সর্ব্বপ্রধান হইলেন আর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। অসুস্থাবস্থায় পরীক্ষা দিয়াও ছাত্র গুরুদাস হেয়ার স্কুলের প্রধান হইল দেখিয়া প্যারীচরণবাবু বলিতে লাগিলেন

যে, সুস্থ শরীরে পরীক্ষা দিতে পারিলে গুরুদাস সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ছাত্র। হেয়ার সাহেবের স্কুলের সর্ব্বপ্রথম হইয়া তিনি "জুনিয়ার স্কলারশিপ" নামক বৃত্তিটি পান।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া গুরুদাস ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সে সময়ে সাটক্লিপ্ সাহেব ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের একাংশে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্ত্তে সেইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে এফ. এ নামক পরীক্ষা হইবে স্থির হয়। সুতরাং ঐ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইবার জন্য গুরুদাস প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার সহিত একত্র কালীনাথ মিত্র ও নবীনচাঁদ বড়াল ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। শেষোক্ত দুইজনেই উত্তরকালে কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধনাম এটর্ণি হইয়াছিলেন। সে সময়ে এফ. এ ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে প্রিন্‌সিপ্যাল সাটক্লিপ্ ও চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্রিজ সাহেব গণিতশাস্ত্র, রবার্ট হ্যাণ্ড সাহেব ইংরাজী সাহিত্য, সন্‌ডারস্ সাহেব ইতিহাস এবং পদ্মিনী উপাখ্যান আদি পুস্তক-প্রণেতা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্য পড়াইতেন। গুরুদাসবাবু যে সময়ে বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক, এই হ্যাণ্ড সাহেব সেই সময়ে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তৎকালে এফ. এ ক্লাসে পাদটীকায় * লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্য পুস্তক ছিল।

* Bacon's Advancement of Learning. Selections from Addison's Spectator. Milton's Paradise Lost. Pope's Essay

গুরুদাসের এই সময়ের সহাধ্যায়ী বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে বুদ্ধিমান ও ধীর বলিয়া জানিতেন। এই সময়ে একদিন কলিকাতা যোড়াসাঁকো-নিবাসী ছোট আদালতের জজ পরলোকগত হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, গুরুদাসবাবুকে বলেন, "ভাই! তোমায়, আজ একটি কাজ করিতে হইবে। বাবার নিকট একজন পশ্চিম অঞ্চলের পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া তিনি অস্থির হইয়াছেন। তিনি নাকি জ্যোতিষ শাস্ত্রে মূর্ত্তিমান্। বাবা, তাঁহাকে গুরু আদরে রাখিয়াছেন। তাই তোমাকে একবার যাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার জ্যোতিষে কিরূপ ব্যুৎপত্তি। কিন্তু এ কার্য্য গোপনে সারিতে হইবে; কারণ বাবা যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে সকলকেই তিরস্কার করিবেন।" অতুল চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন সহাধ্যায়ী একত্র হইলেন। অনেক তর্ক ও বিতর্কের পর স্থির হইল যে গুরুদাসই জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করিবেন। কাজেই গুরুদাস বিনীত-ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার বয়স কত বলিতে পারেন?" জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় প্রশ্ন শুনিলেন ও একখানা লম্বা কাগজে কিছু লিখিয়া তাঁহার বালিসের নিম্নে রাখিয়া দিয়া অপর বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদাসবাবু ঐ প্রশ্ন পুনরায় করিলেন। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি অনেক পূর্ব্বে কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছি। যাহা লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহার ত

---

on Criticism Todhunter's Algebra and Trigonometry. Potts' Euclid. Potter's Statics. Keightley's History of England. Whatley's Logic. Abercrombies Mental and Moral Science.

আর পরিবর্ত্তন হইবে না, এখন তুমি বল দেখি, তোমার বয়স যথার্থ কত?" গুরুদাস বাবু উত্তর করিলেন, "আমার বয়স ঠিক সতের বৎসর। এক্ষণে আপনি কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি দেখিতে পারি?" জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় গুরুদাস বাবুর আকৃতি দেখিয়া প্রথমেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইহার বয়স ষোল হইতে কুড়ির মধ্যে হইবে। আর ঐ কাগজে প্রথমে ১৬ পরে কিঞ্চিৎ স্থান বাদ দিয়া ১৭, পুনরায় কিছু স্থান পরে ১৮ ও ঐ ভাবে ২০ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। গুরুদাস বাবু ১৭ বৎসর বলায়, জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় কাগজের যে অংশে ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ লেখা ছিল, সেই সেই স্থান মুড়িয়া রাখিয়া যে স্থানে ১৭ লেখা ছিল সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন; আর তাঁহার বন্ধুগণ জ্যোতির্ব্বিদের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। তৎপরে গুরুদাস বাবু প্রতাপ বাবুকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ কাগজ খানি কৌশলে বাহির করিয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অপরাপর কথায় অন্যমনস্ক হইলে প্রতাপ বাবু কৌশলের সহিত বালিসের নিম্ন হইতে ঐ কাগজ খানি বাহির করিয়া দেখেন যে, উহাতে ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ পরে পরে লেখা আছে ও স্থানে স্থানে মোড়া আছে। ইহাতে গুরুদাস বাবুর বন্ধু মহলে ভূরি ভূরি সুখ্যাতি হইল বটে, কিন্তু প্রতাপ বাবুর পিতা হরচন্দ্র বাবু পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে ঐ সকল ব্যাপার রঞ্জিত ভাবে শুনিয়া পুত্রের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবাহ

বিদ্যাশিক্ষার প্রথম অবস্থাতেই গুরুদাসের বিবাহের জন্য এক পুত্রী সোণামণি দেবী ব্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর হইতেই বিবাহের প্রস্তাব চলিতে থাকিল। যে যে স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছিল, তন্মধ্যে বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। গুরুদাস বাবুর একটি বন্ধু ৺ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সে কন্যাটির বিবাহ হয়। সে সময় গুরুদাস বাবুর নারিকেলডাঙ্গার বাটীর সন্নিকটে বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা গড়পার নিবাসী পৌরাণিক পণ্ডিত পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাতিশয় সখ্য ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহায়তাতেই স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে একখানি বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করেন। কথিত আছে, তাঁহার অতুলনীয় স্মরণশক্তি ছিল। সংস্কৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ও ঐ পর্ব্বের সংস্কৃত টীকা, মূলগ্রন্থ না দেখিয়া তিনি মুখেমুখেই বলিতে পারিতেন। গড়পারে তাঁহার নামে এখনও একটি রাস্তা বিদ্যমান আছে। তাঁহার চারিটি কন্যা।

তন্মধ্যে তৃতীয়া শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীর সহিত গুরুদাস বাবুর শুভ বিবাহ দিবার জন্য অধ্যাপক তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবেশিনী সোণামণি দেবীকে প্রত্যহই অনুনয় বিনয় করিতে থাকিলেন। এবং তাঁহার ভ্রাতা গঙ্গা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটও যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কন্যাটির বর্ণ উজ্জ্বল নহে বলিয়া গঙ্গানারায়ণের প্রথমে বিশেষ মনোনীত হয় নাই, কিন্তু সোণামণি স্বয়ং কন্যাটিকে হাব-ভাব-শূন্যা ও বসনভূষণে অসজ্জিতাবস্থায় দেখিয়া সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যা মনে করিয়াছিলেন এবং তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে বিবাহে সম্মতি দান করেন। সন ১২৬৭ সালের ৭ই শ্রাবণে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। গুরুদাস বাবুর বয়স সে সময় অন্যূন যোল বৎসর।

কন্যাটির বর্ণ তাদৃশ উজ্জ্বল ছিল না বলিয়া গুরুদাস বাবুর বন্ধুবর্গ তাঁহাকে রহস্য করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে নানাপ্রকার কৌতুকজনক কথা বলিতেন। তিনিও মনে করিতেন, সত্য সত্যই হয়ত পত্নী অতিশয় কৃষ্ণবর্ণা হইবেন। বিবাহের রাত্রিতে পত্নীকে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে দর্শনকালে বন্ধুগণের সকল বৃত্তান্ত তাঁহার অলীক বলিয়া মনে হইল। তিনি তাঁহাকে পরম প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন ও দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। পত্নীও পতিকে যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।

অল্প বয়স হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, কি বসন ভূষণ, কি অর্থ, কোন দ্রব্যই শ্রীমতী ভবতারিণীর অধিক প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার পর্য্যাপ্ত আছে বলিয়া আমরা একথা বলিতেছি না, তাঁহার নৈপুণ্যে অল্প সামগ্রীতে কুলান হয় ও তিনি অতি সামান্য দ্রব্যে পরিতৃপ্তা ও

সন্তুষ্টা হন। জীবনের কোনভাগেই তাঁহার বিলাস-প্রিয়তা ছিল না তিনি সদাই মিষ্ট ও অল্পভাষিণী। আবার সহগুণে আপন সংসারের সম্রাজ্ঞী।

পত্নীর এই দুর্লভ ভাব গুরুদাস বাবু সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন ও আনন্দ পাইতেন। কোন আত্মীয় কথায় কথায় তাঁহাকে একদিন বলেন, "মহাশয়! একদিনের জন্যও আপনার অর্থের লালসা দেখিলাম না—এ বড় আশ্চর্য্য!" তদুত্তরে তিনি বলেন, "মহাশয়! কি জানেন, সংসারে অধিকাংশ অভাবের উৎপত্তি স্ত্রীলোকদিগের হইতে। আজ একটি, কল্য অপরটি, ফরমায়েশ আছেই! সুখের বিষয়, আমার স্ত্রীর এক দিনও ফরমায়েশ শুনি নাই। আর মাতা ঠাকুরাণীরত কথাই নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলেন, আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। আর আমাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। কাজেই আমার অর্থের লালসা কিছু কম। আর কি জানেন, যদৃচ্ছালব্ধ অর্থে যে তৃপ্তি জন্মে সে তৃপ্তি দুরাকাঙ্ক্ষায় পাওয়া যায় না।"

তিনি পত্নীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিবস শেষ দেখা দেখিবার জন্য যখন দেবী ভবতারিণী তাঁহার ঘরে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলেন, "তুমি দেবতা তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" তদুত্তরে তিনি সদা-সন্তুষ্টা জীবনের সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনীর অশেষ গুণ স্মরণ করিয়া উপস্থিত সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলেন—"আমি দেবতা, না তুমি দেবী!"

দেবি ভবতারিণী! তুমি ধন্যা। তুমি জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা-ফলে যেমন জিতেন্দ্রিয়, আনন্দদাতা, শুদ্ধচরিত পতি পাইয়া ভাগ্যবতী হইয়াছিলে, তোমার পতিও তোমার ন্যায়, সাধ্বী, সুগৃহিণী, শিবধ্যান-

কারিণী পত্নী পাইয়া বিশেষ ভাগ্যবান হইয়াছিলেন ; তাই মৃত্যুকালে তিনি তোমাকে দেবী বলিয়া সম্মানিতা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের একান্ত আশা আছে, তোমাদিগের উভয়ের সম্মিলনে গুরুদাসের পবিত্রকুলে যে কল্যাণ বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা কালে অঙ্কুরিত হইয়া ছায়া ও ফলদানে এই বঙ্গভূমিকে পরিতৃপ্ত করিবে।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠসমাপ্তি

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ. এ পরীক্ষা আরম্ভ হইবে স্থির হয়, কিন্তু পরীক্ষা হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে, এই পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নির্দ্দিষ্টকালের একমাস পরে সে বৎসর এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়। গুরুদাস বাবু, নীলাম্বর বাবু, ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী ছাত্রগণ সে বৎসর এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করে। গুরুদাস বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের ও সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইয়াছিলেন ও নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রথম হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইয়া গুরুদাস বাবু "সিনিয়র স্কলারসিপ" নামক বৃত্তি পান।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ ক্লাসে প্রবেশ করেন। তৎকালে বি. এ ক্লাসে নিম্নলিখিত প্রতিভাশালী অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব ইতিহাস ও কখন কখন ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। জগদ্বিখ্যাত প্রত্যক্ষবাদী কোমতের ছাত্র লব সাহেব ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। ষ্টিফেনসন সাহেব গণিত পড়াইতেন। জোন্‌স্‌ সাহেব দর্শন-শাস্ত্র পড়াইতেন। গ্রাপেল সাহেব কাব্য

পড়াইতেন। স্মুথারস্ সাহেব ন্যায় শাস্ত্র পড়াইতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। গুরুদাস বাবু কাউএল সাহেবের নিকট সেক্স্‌পিয়ারের "ম্যাক্‌বেথ" নাটক ও অধ্যাপক কৃষ্ণকমলের নিকট ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য এবং ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন। দুই জন শিক্ষকই অধ্যাপনা কার্য্যে অতি নিপুণ ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের নামোল্লেখ হইলেই গুরুদাস বাবু তাঁহাদের অশেষ সুখ্যাতি করিতেন। সে সময়ে শরীরতত্ত্ব শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণকে মেডিকেল কলেজে যাইতে হইত। গুরুদাস বাবু তাহাই করিতেন। তৎকালে বিখ্যাত ডাক্তার নরম্যান চিভার্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, এবং ডাক্তার ম্যাক্‌নেমারা ঐ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কানাই লাল দে, ম্যাক্‌নেমারা সাহেবের সহকারী ছিলেন। গুরুদাস বাবু মাতৃ-আদেশে কলেজে শবদেহ স্পর্শ করেন নাই। তিনি দূর হইতে মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ দেখিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিবার পরে গুরুদাস বাবুর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার কথা হয়, কিন্তু মাতৃদেবীর তাহাতে মত হয় নাই।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি. এ পরীক্ষায় গুরুদাস বাবু গণিতে, দর্শন শাস্ত্রে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম হন। নীলাম্বর বাবু ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম হন এবং বাবু প্রসন্ন কুমার রায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রথম হন। সংস্কৃত কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র নীলাম্বরের অপেক্ষা বাঙ্গালা সাহিত্যে গুরুদাস নম্বর অধিক পাওয়ায় অধ্যাপকগণ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। গুরুদাস বাবু বাঙ্গালা পড়িতে

বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও মেঘনাদ বধের দুই এক সর্গ তাঁহাকে অভ্রান্ত ভাবে আবৃত্তি করিতে দেখা গিয়াছে। আবার বাঙ্গালায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে ও গীত রচনা করিতেও পারিতেন। প্রসন্ন বাবু উত্তরকালে হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিয়াছিলেন। বি. এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রদত্ত একটি বৃত্তি দেওয়া হইত। সুতরাং গুরুদাস বাবু মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ঐ বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

বি. এ পাশের অব্যবহিত পরেই তিনি এক মাসের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মে তাঁহাকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হইত। গণিত শাস্ত্রের সহিত তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্যও পড়াইতে হইত। এফ. এ ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। (Byron's Prisnor of Chillon) নামক কাব্য খানি তিনি এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবুও এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে একমাসের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র, অধ্যাপক গুরুদাস বাবুকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। কবির "আমার জীবন" নামক গ্রন্থে ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যয়নের সময় হইতে আমি তাঁহাকে (গুরুদাস বাবুকে) এত ভক্তি করি, তাঁহার দেব চরিত্রের জন্য তাঁহাকে এরূপ পূজা করি, যে সেই মঙ্গলাশীর্ব্বাদককে আমার জীবনীতে দেব নির্ম্মাল্যবৎ

স্থান দেওয়া উচিত মনে করি। —বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের গুরুতর কার্য্যভার বহন করিয়াও গুরুদাস বাবু কিরূপ বঙ্গ সাহিত্যানুশীলন করেন এবং তাঁহার কিরূপ সর্ব্বতোমুখী শক্তি তাহা সমস্ত দেশ, বিশেষতঃ বঙ্গভাষা বিদ্বেষী ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মহাশয়েরা বুঝিবেন।" ইহার পরে কবিবর তাঁহার "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্র" পাঠে মাননীয় গুরুদাস সন ১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ ও ১৭ই পৌষ তারিখে যে দুইখানি পত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমরাও এই স্থানে সেই দুইখানি পত্রের কিয়দংশ মাত্র নিম্নে দিলাম। আমাদের মনে হয়, এই দুইখানি পত্র পাঠে পাঠক গুরুদাস বাবুর পাণ্ডিত্যের ও কোমল কঠোর প্রকৃতির পরিচয় পাইবেন; স্পষ্ট দোষ মিষ্ট কথায় দেখাইয়া দিতে তিনি কিরূপ অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"———রৈবতক পাঠ সমাপ্ত হইলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, কবিতাশ্রেণী বিভক্ত করিতে হইলে, দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; বাহির্জ্জগৎ-বিষয়ক ও অন্তর্জ্জগৎ-বিষয়ক ও আপনার কবিতা এই দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত; আর সেই জন্যই আপনার কাব্যে দুই এক স্থানে কর্ণে যেটা ভাষার পারিপাট্যের অভাব বলিয়া বোধ হইতে পারে, মনে সেটা বাস্তবিক অভাব বলিয়া বোধ হয় না। বহির্জ্জগতের ভাব প্রতিফলিত করিতে হইলে ভাষা যতটা অবলম্বনীয়, অন্তর্জ্জগতের ভাব মনে উদ্ভাসিত করিবার জন্য ততটা নহে, বরং শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা সরল স্বাভাবিকতা অধিক উপযোগী এবং আবশ্যক। আমার এই ধারণা 'কুরুক্ষেত্র' পাঠে আরও দৃঢ়তর হইতেছে, এবং এই কাব্যের ভাষায় সরল সৌন্দর্য্যে মন

অতিশয় আকৃষ্ট হইতেছে। রৈবতকের উদ্যানে কুমারী ব্রত নিরতা ভদ্রার যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ শিবিরে নিশাকালে অস্ত্রাহত বীরগণের শুশ্রূষণে ও মর্ম্মাহত কারুর সান্ত্বনায় নিযুক্তা সেই অনন্ত প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ দর্শনে এই অপূর্ব্ব ছবি যে কবির কল্পনা প্রসূত, তাঁহাকে ধন্য মনে করিতেছি ও সত্যই যে

"কবিরা কালের সাক্ষী কালের শিক্ষক"

আপনার এই কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি।

অন্যান্য চরিত্র গুলির মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের ত কথাই নাই। নবম সর্গে দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা চমৎকার হইয়াছে।

অভিমন্যুর চরিত্র আপনার কল্পনার আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রে সুভদ্রার অমানুষী কমনীয়তা ও অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। দশম সর্গে কর্ণ চরিত্রে আধিপত্য লাভের দুরাকাঙ্ক্ষার নিকট বীরের সদ্‌গুণের পরাজয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্রপটে এক খানি "বিচিত্র আধ্যাত্মিক যুদ্ধের চিত্রস্বরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

কাব্যের আখ্যায়িকা ভাগেও আশ্চর্য্য রচনা কৌশল দৃষ্ট হয়। মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি যে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সঙ্কল্পের ও অপরদিকে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্ব্বাসার কৃষ্ণানুগত ক্ষত্রিয়দিগের নিপাতের জন্য ষড়যন্ত্রের ফল এইটী দেখাইয়া আপনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করি না। সুতরাং এ কথাটা কতদূর ঠিক তাহা বলিতে

অক্ষম। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান আছে, সুতরাং একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এরূপ অসাধু মন্ত্রণা হইয়াছিল একথাটা ঠিক না হইলেই সুখী হইব।

"——কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি আমার মতামত উভয়ই চাহিয়াছেন অতএব অমতের দুইটী কথা এক্ষণে বলিতেছি। প্রথম কথাটা এই যে কারুর চিত্রটী এতই সুন্দর হইয়াছে যে তাহাতে পতিব্রতা ধর্ম্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। কারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, বাসুকির সহিত তাঁহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাঁহার প্রতিভূ স্বরূপে কারু, ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন, ও পরে পত্নীত্বে গৃহীত হইবেন অভিপ্রায় থাকে, এই কথা বা এইরূপ একটী কোন কথা বলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই সুন্দর ছবিতে যে মলিনতা পড়িয়াছে তাহা ঘুচিয়া যায়। দ্বিতীয় অমতের কথাটা এই যে আপনি নবম স্বর্গে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে বলাইয়াছেন—"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন"—এ কথাটা একটু প্রাণে লাগে। আমার মনে হয়, আপনারও এই মত যে

"রোগনাশ রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন।
ভবব্যাধি চিকিৎসার বিধি চিরন্তন॥

যদি এই দুইটী কথার সামঞ্জস্য করিয়া দেন তবে বড় ভাল হয়।—"

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

দ্বিতীয় পত্র।—

"———আপনি পূর্ব্ব পত্রে "কুরুক্ষেত্র" আমার কাছে "কেমন লাগিল" জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য যেখানে যেমন লাগিয়াছে, সরল ভাবে লিখিয়াছি। আর এ সরলতার যদি কোন

গুণ-গরিমা থাকে, সে আমার নহে—সে আপনার ও আপনার কাব্যের। একথা কেবল শিষ্টাচারের মিষ্টকথা নহে, প্রকৃত কথা। গুণ আপনার বলি কেন—না, যদিও আমার ন্যায় একজন লোকের মতামতে আপনার কাব্যের কিছুমাত্র আসে যায় না, তথাপি অসামান্য উদারতা ও বিনয়ের সহিত আপনি গৌরব করিয়া আমার মতামত চাহেন, এবং সেই জন্য সাহসী হইয়া, আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করি। এবং গুণ আপনার কাব্যের বলি কেন—না, যদি এ কাব্য এরূপ গুণ-পূর্ণ ও দোষ-শূন্য না হইত এবং উহাতে গুরুতর দোষ থাকিত, যাহা আপনাকে বলিতে গেলে আপনার মনে কষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্যবসায়ী সমালোচক ভিন্ন কোন সামান্য পাঠক পুস্তক সম্বন্ধে অমতের কথা আপনাকে বলিতে পারিত না; আমি যে টুকু অমতের কথা বলিয়াছি, তাহা এত অল্প যে, তদ্বিষয়ে কথাটা ভ্রম না হইয়া ঠিক হইলেও নিশ্চিত বলা যাইতে পারে ঃ—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি, আমার অমতের কথা দুইটি ব্রজলীলা ও কৃষ্ণাবতারত্বের উপর অনাস্থা-ব্যঞ্জক বলিয়া আপনি দুইটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তখন আমার সাফাই জন্য দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; ভরসা করি, নিজ গুণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাচালতা ক্ষমা করিবেন।

আমার প্রথম কথা সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন যে, "ব্রজগোপী-দিগের যদি পবিত্রতার অপলাপ না ঘটিয়া থাকে, তবে কারুর ঘটিতে

পারে না।* কথাটা অতি গুরুতর এবং অতি সঙ্কুচিতভাবে আমি ইহার উপর কথা কহিতেছি। স্বয়ং শুকদেবের মুখে ভাগবত শুনিয়াও শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ যে ব্রজলীলার মর্ম্ম স্থানে স্থানে বুঝিতে পারেন নাই এবং সন্দিগ্ধচিত্তে মুনিবরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ১২ শ্লোকে ও ৩৩ অধ্যায় ২৭-২৯ শ্লোকে) এই ঘোর কলির কাল-ধর্ম্মাক্রান্ত কলুষিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য মনুষ্য আমি যে সেই ব্রজলীলার তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব, এমত আশা করি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব, কিন্তু কাব্যের কথা যথাজ্ঞানে বিচার করিয়া স্বীকার করিব। বিশেষ ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেম যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাঁহারা যেরূপ তন্ময় ও "তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ" হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ দেখিতে যাইতে পান নাই তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণ বিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন, কারুর কৃষ্ণপ্রেম সে ভাবে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি কুরুক্ষেত্রের ৯৮ পৃষ্ঠা দেখিতে বলিয়াছেন। তথায় যাহা লিখিত আছে, আমার পূর্ব্ব পত্র লিখিবার সময় তাহা উত্তমরূপ স্মরণ ছিল, কিন্তু তাহাতে আমার অল্পবুদ্ধিতে দোষ খণ্ডায় না। পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর মধ্যে কোন একজন বিবাহ অস্বীকার করিলেই যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে এমত হইতে পারে না।

ফলকথা ব্রজলীলা শাস্ত্রোক্ত একটি অলৌকিক ব্যাপার, অলৌকিক শক্তির দ্বারা ইহার লৌকিক দোষভাগ অপসৃত হইত (যথা ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩৩ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক), যুক্তি ইহার

মর্ম্মভেদ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার প্রমাণ। কারুর পতি সত্ত্বে পতিকে ঘৃণা করিয়া পতিভাবে কৃষ্ণভজনা ব্রজলীলার অংশও নহে, তাহার অনুরূপও নহে, ইহা লৌকিক কবি কল্পনা মাত্র ও কামনা-পূর্ণ নায়িকার প্রেমভাব ইহাতে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। আর পতিব্রতা ধর্ম্মও যে একটা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা মাত্র ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আপনার চিত্রিত কারুর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই যে ব্রজলীলার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়, এই গুরুতর অভিযোগটি যে কতদূর সঙ্গত ইহার বিচার আপনি শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত, আপনিই করিবেন।

কারু আপনার মানস কন্যা। কারুকে কোন্‌রূপে সজ্জিত ও কোন্‌গুণে ভূষিত করিলে ভাল দেখাইবে, আপনা অপেক্ষা তাহা আর অন্য কে বুঝিবে? এবং আপনার কাব্য আমা অপেক্ষা শতগুণে অধিক গুণগ্রাহী সহস্র সহস্র পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে। আমি কেবল আমার নিজের কথা বলিতে পারি। তাহা একবার বলাতেই বোধ হয় হেয় আত্মাভিমানের প্রচুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। তবে কারু দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রতিভূস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল বলিলে পুরাণের সহিত অসঙ্গত হয় আপনি যে বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অন্য কোন্ পুরাণে কিরূপ আছে বলিতে পারি না, কিন্তু মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত আস্তিক পর্ব্বে (৩৮-৪৮ অধ্যায়) জরৎকারু উপাখ্যানে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত কারুর বৃত্তান্তের বিশেষ মিল আছে বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের জরৎকারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, জরৎকারু মুনির পত্নী,

তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; কেন না বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান, (আস্তিক পর্ব্ব ৪৭ অধ্যায়), আস্তিক তখন গর্ভে, এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে আস্তিক বালক ছিলেন (আস্তিক ৫৬ অধ্যায়)। অতএব দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কারু কেবল প্রতিভূস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন বলিলে, মহাভারতের সহিত অসঙ্গত না হইয়া বরং মহাভারতের কোন স্পষ্ট উক্তির সহিত অসঙ্গত হইত না। এবং পুরাণের সহিত অনৈক্য দোষের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইত না। আপনার দ্বিতীয় অমতের কথা অর্থাৎ "অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন" এই কথার প্রতি কিঞ্চিৎ আপত্তি কৃষ্ণাবতারের অস্বীকার-ব্যঞ্জক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। এবং অভিযোগের প্রমাণার্থে ভগবদ্বাক্য গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক "পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম" ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে সেই উদ্দেশ্য সাধনজন্য, তাহা আমি অস্বীকার করি নাই এবং একথায় আমার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। "অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস" বলিয়া তাহার উপরে বলিয়াছেন "নহে সংশোধন।" এই শেষোক্ত কথাটির প্রতিই আমার আপত্তি এবং সেই জন্যই উপরের উদ্ধৃত কথার সহিত "রোগনাশ রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন "এই কথার সামঞ্জস্য করিয়া দিলে ভাল হইত বলিয়াছি। বাস্তবিক "অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন" আপনার এই কথায় সহজেই বুঝায় যে অধার্ম্মিকের গতি ধ্বংস ও পরিণামে

তাহার আর সংশোধন বা মুক্তি নাই। একথা ভগবদ্‌বাক্যের বা শাস্ত্রের অনুমত বলিয়া বোধ হয় না। বরং যে সকল দুষ্টেরা ভগবান কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা নিধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে মুক্তি বা সদ্‌গতি লাভ করে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে রহিয়াছে। আমার আপত্তি যে, কেবল আমার কলুষিত বুদ্ধির ভ্রম ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। বিশুদ্ধচেতা কৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব বিশারদ শ্রীধর স্বামী আপনার উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "নচৈবং দুষ্ট নিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ-দোষয়োরিতি।" যদি ভগবান কর্ত্তৃক দুষ্টের নিগ্রহ মাতা কর্ত্তৃক অর্ভকের তাড়নের সহিত তুলনীয় হয়, তবে সেই নিগ্রহ বা বিনাশ কখনই সংশোধনের বিরোধী হইতে পারে না বরং সংশোধন নিমিত্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি অনুমোদিত এবং তাহা না হইলে পাপীর গতি নাই। অধর্ম্মের ধ্বংস হইবে, কিন্তু সংশোধন নাই, একথা পাপ-পরিতপ্ত প্রাণে যে কতদূর কঠোর লাগে তাহা আপনার ভক্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় বোধ হয় বুঝিতে পারে না। আপনি যদি "অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন" এইস্থলে "নহে" শব্দের পরিবর্ত্তে "তাহে" বা "ধ্বংসে" বা "পরে" এরূপ অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আর কোন আপত্তি থাকিত না। আপনি বলিয়াছেন যে, কৈফিয়ত দিতে আপনারা পটু। লোকে বলে, একটু সুযোগ পাইলেই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে এবং একবার অভিযোগ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আর ছাড়িয়া না দিতে আপনারা অধিকতর পটু। যাহা হউক, আপনার দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে

সাফাই স্বরূপে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।”
—১৭ই পৌষ ১৩০১

মাননীয় গুরুদাসের এই পত্রের উত্তরে কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন যে, “এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রের উত্তর দিব সে বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। “রৈবতক” ও “কুরুক্ষেত্র” আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন এক অজ্ঞাত শক্তি যেমন লেখাইয়াছেন আমি সেইরূপ লিখিয়াছি।”

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের এম. এ ক্লাসে প্রবেশ করেন। সে সময়ে সাটক্লিপ সাহেব ও ষ্টিফেনসন্ সাহেব, এম. এ ক্লাসে গণিত শাস্ত্র পড়াইতেন। সেই বৎসরেই তিনি এম. এ পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় গণিত শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হইয়া স্বর্ণপদক পারিতোষিক পান। সে বৎসরে নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত কলেজ হইতে এই পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া স্বর্ণপদক পারিতোষিক পান এবং উত্তরপাড়া নিবাসী রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় সেই বর্ষেই পদার্থ-বিদ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষা পাস করেন। সে সময়ে এম. এ পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজে হইত। পরীক্ষা দিবার কালে গুরুদাস বাবু শৌচ কর্ম্মের জন্য দুই মিনিটের ছুটি প্রার্থনা করেন। পরীক্ষা গৃহের অধ্যক্ষ সণ্ডার্স সাহেব “উহা নিয়ম বিরুদ্ধ” বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। তাহাতে সণ্ডার্স সাহেবকে “গুরুদাস বাবু প্রসিদ্ধ ইংরাজ

কবি পোপের নিম্নে পাদটীকায় * উদ্ধৃত কবিতাটি শুনাইয়া দিয়া ছুটির জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।

সওার্স সাহেব উহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ত্রৈলোক্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রহরী-স্বরূপ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। "এই কর্ম্ম প্রার্থী হইয়া তাৎকালিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তিনি একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতার একখানি বনাত গাত্রে দিয়া যান। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া ডিরেক্টর সাহেব প্রথমে বলেন "পণ্ডিতের কর্ম্ম খালি নাই।" পরে যখন তাঁহার সহিত কথোপকথনে অবগত হইলেন যে, তিনি সে বৎসরের এম.এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান হইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছেন, তখন বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

এইবারে তাঁহার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কালে বিখ্যাত সাহিত্যিক রমেশ চন্দ্র দত্ত, বিহারী লাল গুপ্ত ও আনন্দ মোহন বড়ুয়া তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এই তিন জনেই উত্তর কালে ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিয়া অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেন।

---

* 'If, where the rules not far enough extend.
(Since rules were made but to promote their end)
Some lucky license answer to the full
The intent proposed that license is a rule.'

Pope

এই ছাত্র তিনটিকে পাইয়া গুরুদাস বাবুর অত্যন্ত আনন্দ হয়। গুরুছাত্রে প্রাণান্ত শ্রম করিতেন। গুরুদাস বাবু ছাত্রগণকে যথার্থই পৌরাণিক শিষ্যভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ছাত্রগণও গুরুকে সেই ভাবে ভক্তি করিতেন। আনন্দ মোহন অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। বিহারী লাল ও রমেশ চন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রমেশ চন্দ্র প্রথমে প্রথমে গণিত শিখিতে মন দিতেন না। পরে অধ্যাপক গুরুদাসের উপদেশে ও উত্তেজনায় উহাতে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন ও পরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। মাতৃভাষাতেও রমেশ চন্দ্রের যত্ন ও পারদর্শিতা লাভ অধ্যাপক গুরুদাসের উৎসাহে ও পরামর্শে হয়। বহু দিবস পরে রমেশ চন্দ্র, অধ্যাপক গুরুদাসকে যে একখানি পত্র লিখিয়া আন্তরিক ভক্তির ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে ও অনুলিপি পাদটীকায় * দিলাম।

পত্রের মর্ম্মানুবাদ :—

৮।২, লাউডেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ২৪শে জুন ১৯০৪।

প্রিয় স্যার্ গুরুদাস !

বর্ত্তমান সময়ের গভর্ণমেণ্ট আপনার দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসনীয় কার্য্য সকল উপলব্ধি করিয়া উহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া-

---

8/2 Loudon Street, Calcutta.
June 24th, 1904.

"Dear Sir Gurudas,

Accept the sincere congratulations of an honest admirer of your life and career on the recognition of your long and

ছেন দেখিয়া আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, কারণ আমি আপনার চরিত্রের ও কার্য্যকলাপের একজন অকৃত্রিম ভক্ত। দেশের লোকের আপনার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, উপাধি প্রাপ্তিতে তাহার কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে একজন যথার্থ বড় ও যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইলেন. দেশের লোক তাহা দেখিয়া আন্তরিক আহ্লাদ করিতেছে জানিবেন।

---

meritorious work for our country by the Government of the day. Titles can add nothing to the claims which you have on the esteem and respect of your country-men, but none the less, your country-men sincerely rejoice when they find a great and a good man among themselves deservedly honoured by the powers that be.

My personal relations with you and my respect for your abilities stretch back through a period of forty years. I sat at your feet, as a humble learner in the Presidency College in the olden days; I have watched your distinguished career, first as a member of the Bar and then as a Judge of the High-Court with admiration; and I have watched with greater admiration your endeavour to help all public movements and your devotion to the cause of our country all this time. And if any thing can add to these claims to our esteem and affection, it is the simplicity and purity of your private life, which is an example to your country-men. A moderation which conciliated opponents, a sweet reasonableness, which disarmed opposition, continued with an unflinching and unwavering adherence to the principles which you held to be true and correct, have ever marked your high and useful career. As a Judge of the High-Court you won the esteem of the nation; as Vice-Chancellor of the Calcutta

গত চল্লিশ বৎসর হইতে আমি আপনাকে জ্ঞাত আছি এবং আপনার শক্তি ও চরিত্রের জন্য এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাকে মান্য করিয়া আসিতেছি। বহুপূর্ব্বে আপনার চরণতলে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যার্থী ছিলাম। তদবধি ও পরে আপনার ওকালতি অবস্থায় ও পরে হাইকোর্টে জজিয়তি কালে আপনার কার্য্যকলাপের অদ্ভুত শক্তি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি ও স্বদেশের উন্নতির জন্য আপনি যে ভাবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা আরও আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহ ব্যতীত অপর যে একটি গুণের জন্য দেশের লোক আপনাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাহা আপনার অতুলনীয় সরল ও পবিত্র চরিত্রের জন্য, যাহা এদেশের দৃষ্টান্তের স্বরূপ। মিতাচারিতাগুণে

University, you helped the education of younger generations; and I have still more pleasant recollections of the kindly and sympathetic help which you, descending from your high position, rendered to us in encouraging and helping the formation of a healthy Bengali literature. The example of your life-work will live among our country-men as a valuable asset and an inspiring memory.

Pardon me for writing all this;—it is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers of yesterday called back to my mind, memories of nearly forty years and if I have written down hurriedly what I felt, you will, no doubt, over look the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow worker.

Believe me,
Ever yours sincerly,
Ramesh Chandra Dutt"

প্রতিপক্ষগণেরও আপনার সহিত ঐক্য হয়, সুমিষ্ট যুক্তিতে বিরোধীগণের মনে সাম্যআনে এবং সেই সঙ্গে যে সকল মূলতত্ত্ব আপনি যথাজ্ঞানে ন্যায্য বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, তদনুসারে অক্ষুণ্ণভাবে ও দৃঢ়মনে অনুবর্ত্তী হওয়া আপনার সকল কার্য্যকলাপে লক্ষিত হয়। হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া আপনি দেশের লোকের ভক্তিভাজন হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার হইয়া যুবকগণের শিক্ষাপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছেন। আবার উচ্চাসনে আসীন থাকিয়াও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনকল্পে আপনি দয়া করিয়া আমাদের যে প্রকার উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ অপার আনন্দ হইতেছে। আপনার জীবনব্যাপী কর্ম্মের ধারা ও দৃষ্টান্ত দেশের লোকের আপনার নিকট হইতে মূল্যবান প্রাপ্ত সম্পত্তি। উহা স্মরণে লোকের মনঃপ্রাণ উদ্দীপিত করিবে।

এই সকল কথা লেখার জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বহুতর কর্ম্মে বিব্রত থাকিয়া ভনিতা করিয়া আপনাকে পত্র লিখিবার আমার অবকাশ নাই। তবে গতকল্য সংবাদপত্রে আপনার নাম দেখিয়া গত চল্লিশ বৎসরের সমস্ত পুরাতন কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। তজ্জন্য এই মুহূর্ত্তে আমার মনে যাহা উদয় হইল, তাহাই আমি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। ভরসা করি, আপনার পুরাতন ছাত্রের এবং বর্ত্তমান সহকর্ম্মীর অবিবেকতা মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার অকপট ছাত্র

রমেশ চন্দ্র দত্ত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম সমাপ্তির কিয়দ্দিবস পরে গুরুদাস বাবু জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ কলেজে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তথায় ঐ সময়ে তাঁহার বন্ধু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ঐ কলেজে গুরুদাস বাবু বেলা ১০॥০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেন এবং মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতেন। সে সময়ে বাবু প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে স্যর প্রতুল চন্দ্র লাহোরের প্রধান বিচারালয়ে একজন বিচারপতি হইয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবুর আগ্রহাতিশয্যে স্যর প্রতুলের একটি কন্যার সহিত স্যর গুরুদাস তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

এম. এ পড়িতে পড়িতে গুরুদাস বাবু বি. এল ক্লাসে ভর্ত্তি হন। সে সময়ে যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দিলাম।

(১) মিষ্টার মনট্রিও,
(২) মিষ্টার গুডিভ,
(৩) মিষ্টার বোলোও,
(৪) বাবু শ্যামাচরণ সরকার,
(৫) (স্যর) চন্দ্র মাধব ঘোষ,

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বাবু বি. এল পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরীক্ষা অপেক্ষা গুরুদাস বাবু অধিক শ্রম করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মাতার মনে বড় উদ্বেগ হয়, সে

জন্য তিনি পুত্রকে রাত্রিতে পড়িবার জন্য যে পরিমাণ তৈল দিতেন, তাহার পরিমাণ কমাইয়া দেন। বন্ধু নীলাম্বর বাবুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি এই পরীক্ষা দেন। ইহাতে তাঁহার জননীর বিরক্তির সীমা ছিল না। জননীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই পরীক্ষায় নীলাম্বর বাবু, গুরুদাসের উপরে স্থান পায়। কিন্তু ফলে তাহা হয় নাই। গুরুদাস বাবু দ্বিতীয় হইবার পাত্র নহেন। তিনি প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক উপহার পান আর নীলাম্বর বাবু দ্বিতীয় হন। ইহাতে জননীর মনে যে কষ্ট হইয়াছিল, সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ কলেজের অধ্যাপকের কর্ম্ম ত্যাগ করেন ও অন্য কর্ম্মের জন্য চেষ্টিত থাকেন। ঐ কলেজে তাঁহার অতিশয় শ্রম হইত। ইহার পরেও, গুরুদাস বাবু প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা ও অনর-ইন-ল পরীক্ষা দেন বটে, কিন্তু বি. এল পরীক্ষা পাসের পরেই তাঁহার প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয়, সুতরাং এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে আমরা তাঁহার প্রথম জীবন-ভাগের সীমা ধরিলাম।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

—o—

বহরমপুর বাস

বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক বাবু রমানাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোক গমনের পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া গুরুদাস বাবু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বহরমপুর যাত্রা করেন। সে সময়ে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রবার্ট হ্যাণ্ড সাহেব বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে ও (স্যর) রাস বিহারী ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। বহরমপুর কলেজে তাঁহাকে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আইন পড়াইতে হইত এবং সপ্তাহে তিন দিবস প্রাতে ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বি. এ ক্লাসে গণিত শিক্ষা দিতে হইত। এই কার্য্যের জন্য তিনি মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন। কলেজের কার্য্য সমাপন করিয়া তিনি আদালতে ওকালতি করিতেন।

প্রথম বহরমপুর যাইবার দিনে তিনি জননীকে ও পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। তাঁহাদের বাসের জন্য একটি বাড়ী মনোনীত

করিয়া পরে তাঁহাদের লইয়া যাইবেন এই স্থির করিয়া শুভদিনে তিনি বহরমপুর যাত্রা করেন। হাবড়ার ষ্টেসনে রেলগাড়িতে উঠিবার সময় রবার্ট হ্যাণ্ড সাহেব ও সে সময়ের শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বিখ্যাত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় (সি-আই-ই) মহাশয়কে সহযাত্রী দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হয়। ট্রেণে তাঁহাদের সহিত নানা বিষয় লইয়া মিষ্টালাপে তাঁহার সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সময়ে বিখ্যাত ইতিহাস লেখক বাকল্ সাহেবের ভ্রাতা ডব্লু, বি, বাকল্ মুরসিদাবাদের নবাব নাজিমের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন, এবং রাইস ও রাইয়ৎ সংবাদ পত্রের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। বাবু প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একটি ভদ্রলোক উক্ত বাকল্ সাহেবের আফিসের দ্বিতীয় কেরাণী ছিলেন। তিব্বত ও অপরাপর অনেক পার্ব্বত্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল ও তিনি অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের কঠিন পীড়া হইলেও তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন না। অপরদিকে পরসেবা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রেম বাবু, গুরুদাস বাবুর দূর আত্মীয় ছিলেন ও তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন ও সেই জন্য সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব তৎকালে নবাব নাজিমের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নবাব সরকারে মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন ছিল ও মুরসিদাবাদে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। গুরুদাস বাবুর মাতুল গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত দেওয়ান মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। তাঁহারই অনুরোধে গুরুদাস বাবু অতি

অল্প দিনের জন্য দেওয়ান মহাশয়ের বাটীর একাংশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

সে সময়ে কলেজে আইন বিভাগে অপরাপর পুস্তকের সহিত Stephen's Commentaries on the Laws of England নামক পুস্তক খানি পড়ান হইত। ঐ পুস্তকখানির মূল্য অধিক বলিয়া মধ্যবিত্ত অবস্থার ছাত্রগণ ঐ পুস্তকখানি ক্রয় করিতে অক্ষম দেখিয়া গুরুদাস বাবু তাঁহাদের পাঠের সুবিধার জন্য ঐ পুস্তকের একখানি সংক্ষিপ্ত নোট প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের উহা লেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সমগ্র আইন বিশেষতঃ দণ্ডবিধি আইন অধ্যাপনার প্রণালী এত ভাল ছিল যে, তাৎকালিক মুরসিদাবাদের কমিশনর সি, এইচ, ক্যাম্বেল সাহেব এবং তাঁহার বন্ধু নীলদর্পণ পুস্তকের অনুবাদক রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব উভয়ে একত্র হইয়া এক দিবস তাঁহার পেনেল কোড আইন পড়ান শুনিতে যান। তাঁহার পড়াইবার রীতি শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কমিশনর সাহেব তাঁহার বাৎসরিক এডমিনিষ্ট্রেসন রিপোর্টে অধ্যাপনার সুখ্যাতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট বিখ্যাত স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের সহোদর ছিলেন।

এই সময়ে বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরের আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন। আশুতোষ বাবু প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে অতি যোগ্যতার সহিত আপন ব্যবসা করেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবার কথা হয়। তিনি বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় ছিলেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর

পৈত্রিক ব্যবসার জন্য ঋণদায়ে জড়িত হন। আশুতোষ বাবু, আত্মীয় নগেন্দ্র নাথের ঋণের জন্য জামিন হইয়া স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হন ও সেইজন্য তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। বহরমপুরে তখন বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম যোগ্য উকিল ছিলেন। মতি বাবু, গুরুদাস বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যত্ন করিতেন। মতি বাবু যেমন বুদ্ধিমান তেমনি তেজস্বী ও পরোপকারী ছিলেন। আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া ওকালতি ব্যবসা চালাইতে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দিন একটি সাক্ষীকে কূটপ্রশ্ন করিতে করিতে সে সময়ের ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতে অনুমতি দেন নাই। ইহাতে মতিবাবু তাঁহার মন্তব্য বুঝাইয়া দিয়া ঐ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করেন। তাহাতে গ্রাণ্ট সাহেব বিরক্ত হইয়া বলেন, "ঐ প্রকার আপত্তি সুশিক্ষিত ও কর্ত্তব্য পরায়ণ উকিলে পূর্ণ ইংলিশ-বার হইতে হইলে শোভা পাইতে পারে বটে, কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত উকিলে পূর্ণ মফঃস্বলের বারের উকিলের মুখে শোভা পায় না।" * মতিলাল বাবু ঐ কয়েকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে "এবং এক পোয়া শিক্ষিত বিচারকেরও শোভা পায় না" † এই কয়েকটি শ্লেষাত্মক কথা বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্তি শেষ করিয়া দেন। গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট গ্রাণ্টের

* "That sort of protest against the action of the court may well become the English bar, who are educated gentlemen and who know their business. but it does not become any member of the Mofussil bar, where we have only a half-educated bar"

† "and a quarter-educated Bench."

পুত্র। তিনি মতিবাবুর ঐ কয়েকটি কথায় তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইতে আজ্ঞা দেন ও মোকদ্দমা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। এই মতিবাবুই গুরুদাস বাবুর একজন প্রধান সহায় ছিলেন। বহর মপুরে গুরুদাস বাবু যে মোকদ্দমাটি প্রথম পান তাহাও এই মতি বাবুর প্রদত্ত। সেই মোকদ্দমায় তিনি যে পাঁচটি টাকা পারিশ্রমিক পান তাহাতে ও পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম চাকরি করিয়া যে কয়েকটি টাকা পান তাহার কিয়দংশ হইতে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী আপন গৃহ দেবতার একখানি রৌপ্য সিংহাসন প্রস্তুত করান। সে সময়ে বহরমপুরে এই আশুতোষ ও মতি বাবু ব্যতীত আরও চারিজন উকিলের প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে বাবু দীননাথ গাঙ্গুলি, বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন (রায় বাহাদুর), বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট ও বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

একদিন এক মুসলমান পরিবারের উত্তরাধিকারিত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমায় মতিলাল বাবু সিনিয়র ও গুরুদাস বাবু জুনিয়র উকিল নিযুক্ত হন। সেই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া গুরুদাস বাবু মুসলমান আইন সংক্রান্ত এমন একটি বিধি বাহির করেন যাহা মতি বাবু পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। মতি বাবু উহা দেখিয়া গুরুদাস বাবুকে ঐ মোকদ্দমা চালাইবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। এই প্রকার উদারতা ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে অতি বিরল।

গুরুদাস বাবুর মাতুল মহাশয়, ভাগিনেয় যাহাতে মৃত রমানাথ নন্দীর স্থানে নবাব সরকারে উকিল নিযুক্ত হন, সে জন্য রাজা প্রসন্ন নারায়ণকে অনুরোধ করেন। রাজা তদুত্তরে বলেন, "আপনার

ভাগিনেয়টি যে প্রকার নিরীহ তাহাতে তাঁহাকে নবাব সরকারের সহকারী উকিল নিযুক্ত করিতে আমার সাহস হয় না।" গুরুদাস বাবু এই উত্তর শুনিয়া কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না হইয়া বলেন—"মামা ! কেন অনুরোধ করিলেন ? আমি যদি ভালরূপে আপন ব্যবসা চালাইতে পারি, তাহা হইলে দেওয়ান বাহাদুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমায় নবাব সরকারের উকিল নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন। আমার অদৃষ্টে নবাবের ধনাগার হইতে যাহা প্রাপ্য ধার্য্য আছে তাহার একটি পয়সাও কেহ বাড়াইতে বা কমাইতে পারিবে না।"

এই সময়ে বহরমপুরের এক পরিচিত ভদ্রলোক গুরুদাস বাবুকে বলেন—"ভায়া ! বহরমপুর জায়গা, এখানে দুই একটা রূপা বাঁধা হুঁকো ও একটা ফরসী কর, নইলে খাতির টাতির হবে না, সম্ভ্রান্ত মো-অক্কেলও জুটিবেনা।" গুরুদাস বাবু কখন ধূম-সেবা করেন নাই। তিনি তদুত্তরে বলেন—"দাদা ! যদি রূপা বাঁধা হুঁকো বা ফরসীর জোরে আমার বহরমপুরে মোকদ্দমা পাইবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে এমন মুরসিদাবাদি পসারে আমার প্রয়োজন নাই, আমি শুকাইয়া মরি সেও ভাল।" প্রায় এই সময়ে বহরমপুরের একজন দরজি তাঁহার জামা, চাপকান, ইত্যাদি সেলাই করিত। তাহার বহরমপুরের বাবু মহলে হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্য ও মদ্য সরবরাহ করাও একটা ব্যবসা ছিল। সে ব্যক্তি গুরুদাস বাবুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে খদ্দের করিবার চেষ্টায় থাকিত। সেও পূর্ব্বের লিখিত ভদ্রলোকটির ন্যায় একদিন বলিয়াছিল—"বাবুজি ! এখানে একটু আদটু জগসুপ ও মদপান না করিলে বড় উকিল হইতে পারিবেন না। বলেন ত, আমি তাহার বন্দোবস্ত করি।" গুরুদাস

বাবু দরজির ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে আর জামা সেলাই করিতে দেন নাই, অপর দরজিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে নবাব নাজিমের সহিত এক খোজার বহরমপুর আদালতে এক বড় মোকদ্দমা বাধে। ঐ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই ব্যক্তিগত বিশেষ জিদ ছিল। নবাব নাজিমের পক্ষের প্রধান উকিল বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, দেওয়ান রাজা প্রসন্ন নারায়ণকে বলেন যে, মোকদ্দমায় নবাবের জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবনা নাই, মোকদ্দমা মিটমাট হইলেই ভাল হয়। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে গুরুদাস বাবু সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর গুরুদাস বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কি, গুরুদাস বাবু, আপনার কি মত?" তদুত্তরে গুরুদাস বাবু বলেন, "এ মোকদ্দমা চালাইলে নবাব নাজিম জয়লাভ করিবেন, তাহার অনেক কারণ আছে।" দেওয়ান মহাশয় বহুদর্শী ও বিচক্ষণ আশুতোষ বাবুর মত ও নব্য উকিল গুরুদাস বাবুর মত নবাব নাজিমের কর্ণগোচর করেন। নবাব নাজিম গুরুদাস বাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার সমস্ত কথা ও মন্তব্য শুনেন এবং তাঁহার দ্বারা ঐ মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লেখাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত কাউন্সিল মিষ্টার আর, ভি, ডয়েন সাহেবের নিকট উহা অপরাপর কাগজপত্রের সহিত পাঠাইয়া দেন। ডয়েন সাহেব গুরুদাস বাবুর সহিত একমত হইয়া লিখিত মত দেন। উত্তরকালে ঐ মোকদ্দমায় নবাব নাজিমের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয় এবং তাহার ফলে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা হয় ও

প্রায় বিশ সহস্র টাকা বাঁচিয়া যায়। ইহার পর হইতেই বহরমপুর আদালতে গুরুদাস বাবুর ক্রমে ক্রমে সুখ্যাতি ও আধিপত্য বিস্তার হয়। নবাব নাজিম গুরুদাস বাবুকে তাঁহার একজন সহকারী উকিল নিযুক্ত করেন এবং এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কার্য্যের পারিতোষিক-স্বরূপ একটি স্বর্ণের ঘড়ি ও চেইন দেন। কিছুদিন পরে গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাঁহাকে ঐ দুইটি দ্রব্য দিয়া প্রথম মুখ দর্শন করেন।

বাসাবাটী মনোনীত হইলে তিনি নারিকেলডাঙ্গায় পত্র লিখিয়া জননীকে ও পত্নীকে বহরমপুরে আনাইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহার মাতুল তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বহরমপুর যাত্রা করেন। পথে একটু দুর্ঘটনা হয়। নলহাটি ষ্টেশনে সঙ্গী পুরুষগণ নামিয়াছিলেন; তাঁহারা গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই ট্রেণখানি ছাড়িয়া দেয়, সুতরাং স্ত্রীলোকেরা বড় ভাবিত হন। পরে স্বতন্ত্র ট্রেণে তাঁহারা বহরমপুরে আসিয়া জুটেন। গুরুদাস বাবুর সর্ব্বপ্রথমে একটি কন্যা হয়। এই কন্যাটির ট্রেণে বড় জলপিপাসা পায়; ষ্টেশনে যাত্রিগণকে যে জল পান করিতে দেয়, তাহাকে সেই জল পান করিতে দেওয়া হয়। বহরমপুরে পৌঁছিয়া এক দিবস পরে এই কন্যাটির কলেরা রোগ হয় ও কন্যাটি মারা যায়। ইহাতে গুরুদাস বাবু, তাঁহার জননী ও পত্নী শোকে অধীর হইয়া পড়েন। বিদেশে তাঁহার বন্ধুগণ, সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। তাঁহার এই প্রথম শোক। তাঁহার সহকর্ম্মী উকিল বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট মহাশয় তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "বাবা!

এক ধাক্কায় এত কাবু হওয়া ভাল নহে। আমি এমন কত ধাক্কা সামলাইয়াছি, তাহা আর কি জানাইব।" তাঁহার দূর আত্মীয় প্রেমবাবুও তাঁহাকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা দিতেন। তথাপি তিনি কিছু দিন কাতর ছিলেন। কন্যাটী দেখিতে পরমাসুন্দরী ছিল। সেই জন্য তাহার পিতামহী তাহার মোহিনী নাম রাখিয়াছিলেন। পর-বর্ষে (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) বহরমপুরে যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হারাণ চন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, "এটী ছেলে না হয়ে মেয়ে হ'লে আমি অধিক সুখী হইতাম; মনে করিতাম, আমার মোহিনী ফিরিয়া আসিয়াছে।" ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শারদ নবমী পূজার দিন বহরমপুরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শরচ্চন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন।

বহরমপুরে বাসাবাটী হইতে গুরুদাসবাবু একখানি পাল্কীতে কাছারি যাতায়াত করিতেন। সেখানেও সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার বাসায় তিন চারিটি ছাত্র পড়িতে আসিতেন। তাঁহাদের তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক পড়াইতেন। পুত্রের কাছারি হইতে বাসায় ফিরিতে যে দিন সন্ধ্যা হইয়া পড়িত, সেদিন জননী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এক এক দিন পথের বাহির হইয়া পড়িতেন এবং বাসায় আগত ছাত্রদিগকে একটু অগ্রসর হইয়া পুত্রের পাল্কি দেখা যাইতেছে কি না সন্ধান আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেন।

প্রথম প্রথম বহরমপুরে দেওয়ানী মোকদ্দমা অপেক্ষা গুরুদাস-বাবু ফৌজদারী মোকদ্দমা অধিক পাইতেন। পূর্ব্বোক্ত খোজার মোকদ্দমার ফলে গুরুদাসবাবুর পসার বৃদ্ধি হইবার সূত্রপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা অতি কৌশলের সহিত চালাইয়া জয়লাভ করায়, তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সে

মোকদ্দমায় বহরমপুরের প্রধান প্রধান উকিলগণ নিযুক্ত ছিলেন। মোকদ্দমাটির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই :—বহরমপুরের কোন ধনবান্ জমিদার একমাত্র পুত্র, একটি অবিবাহিতা কন্যা ও এক পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পত্নীর নামে বেনামী করেন। যথাকালে এক দরিদ্র সন্তানের সহিত কন্যাটীর বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহকাল হইতে কন্যাটীর স্বামী, শাশুড়ীর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে জামাতা তাহার বন্ধুগণের পরামর্শানুসারে তাহার পত্নীর পক্ষ হইতে শাশুড়ীর নামীয় বেনামী বিষয়ের অংশ-প্রাপ্তির মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে পত্নীকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া স্থির করেন। কারণ এক বাড়ীতে থাকিয়া ভাই-ভগিনীতে মোকদ্দমা করা সুবিধাজনক হইতে পারে না। স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময় শ্যালক ও ভগিনীপতিতে গুরুতর বিবাদ হয়। স্থানীয় পুলিস ভগিনীপতির পক্ষাবলম্বন করে এবং পরে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিলি (W. L. Heeley) সাহেবের আদালতে মোকদ্দমা রুজু হয়। হিলি সাহেব একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কখন কখন বি-এ পরীক্ষার পরীক্ষক হইতেন। মোকদ্দমায় গুরুদাসবাবুকে গভর্ণমেণ্ট উকিল নিযুক্ত করেন। আর শ্যালক, স্বপক্ষে বহরমপুরের সমস্ত প্রধান প্রধান উকিলকে নিযুক্ত করেন। সুতরাং ঐ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের উকিলেরা আপন আপন পক্ষ হইতে বিচারপতির সমক্ষে নানাপ্রকার আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। শেষে বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে একাদিক্রমে অধিককাল বাস কন্যার বিশুদ্ধ চরিত্র-সম্বন্ধে

সন্দেহজনক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গুরুদাসবাবু বিচারালয়ে কবিকুলতিলক কালিদাসের শকুন্তলা কাব্য হইতে পাদটীকায় * উদ্ধৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বিচারপতিকে বুঝাইয়া দেন যে, কন্যাটীর প্রতিনিয়ত বহুদিন ভ্রাতৃগৃহে বাস অবৈধ কর্ম্ম। বিচারপতি মহাশয়ও সেই ভাবে বুঝিয়া ঐ কন্যার ভ্রাতাকে তিন দিবসের জন্য কারাবাসের আজ্ঞা দেন। ইহাতে বহরমপুরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসবাবুর পসার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

বহু দিবস পরে গুরুদাসবাবু ঐ মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমা পরিচালনায় নৈপুণ্য তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ের উদাহরণ নহে। এই মোকদ্দমায় জয়লাভ কেবলমাত্র কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনার ফলমাত্র। যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় ও সময় অনুকূল হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যুক্তি-তর্কে বিচারালয়ে প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়। নতুবা অতি উচ্চ অঙ্গেরও কাব্যের শ্লোকের সহিত শাস্ত্রীয় দণ্ডবিধি আইনের যে সামঞ্জস্য বা মিল থাকিবে, তাহার অর্থ নাই। কারণ কাব্যের উদ্দেশ্য ও শাস্ত্রসংহিতা বা দণ্ডবিধি আইনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন।

এই সময়ে গুরুদাসবাবু যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একবার যে

---

* সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্ত্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ॥

শকুন্তলা।

মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিবেন, পরে সে পক্ষে তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত না করিলেও তিনি কদাচ প্রতিপক্ষের উকিল হইয়া সে পক্ষ সমর্থন করিবেন না। এই ধর্ম্মমূলক আচরণই তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ। তিনি বলিতেন যে, উকিলের ব্যবসা অতি উচ্চ অঙ্গের ব্যবসা। কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে পক্ষ-পরিবর্ত্তন অতি গর্হিত কর্ম্ম। তিনি আরও বলিতেন, ওকালতি সংক্রান্ত যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে শুভফল হইবে না যথাজ্ঞানে ধারণা হয়, সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। বহরমপুরে কার্য্যকালে এই প্রকারের একটি ঘটনা আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি। ঘটনাটি এই:— একজন জমিদার তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ চরজমি পাইবার জন্য তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত অর্থের লোভ দেখাইয়া একখানি আরজি প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। নদী সরিয়া যাওয়ায় অপর এক ভূম্যধিকারীর নদীগর্ভ বিলীন জমির স্থলেই পরে এই চরজমি উৎপন্ন হয়। তখন হাইকোর্টের এইরূপ নজীর ছিল যে, যদি কাহারও ভূমি জলমগ্ন হইয়া, পরে উহার স্থলে চরজমি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ চরজমিতে তাহার কোন স্বত্ব বজায় থাকিবে না, কিন্তু উহা সন্নিকটস্থ ভূমির বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এই শেষোক্ত ভূমির অধিকারীর প্রাপ্য হইবে। গুরুদাস বাবু উক্ত জমিদারের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি হাইকোর্টের পূর্ব্বোক্ত নজীর সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অর্থের লোভে ঐ মর্ম্মে আরজি প্রস্তুত করিতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রিভিকাউন্সিলে এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, যে কোন ব্যক্তির ভূমি জলমগ্ন হইয়া পরে উহার স্থলে

চরজমি উৎপন্ন হইলে তাহাতে সেই ব্যক্তিরই স্বত্ব বজায় থাকিবে, নিকটস্থ জমিদার উহা তাঁহার জমির বৃদ্ধি বলিয়া পাইতে পারেন না। জমিদার বাবু যখন পরে প্রিভিকাউন্সিলের চূড়ান্ত বিচার জ্ঞাত হন, তখন তিনি গুরুদাস বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেন ও বলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে বহু অর্থ ব্যয় হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছেন, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করিবেন।"

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গুরুদাস বাবু যে সময়ে বহরমপুর কলেজের আইনের ও গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, সে সময়ে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই কলেজে সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন। গুরুদাস বাবুর পঠদ্দশায় সংস্কৃত ভাষা কলেজে সহকারী ভাষারূপে পড়ান হইত না। এদিকে নানা কারণে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের ইচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত ভাষা উচ্চ অঙ্গের এবং উহার জ্ঞান, সূক্ষ্ম পরমার্থ চিন্তায় অসামান্য সহায়তা করে। আবার হিন্দু আইনের উচ্চতম পরীক্ষায় সংস্কৃত জ্ঞান আবশ্যক। এই সকল কারণে তিনি কলেজে কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত পাঠ করিতেন। উভয় অধ্যাপকের মধ্যে বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। এই বন্ধুত্বের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার নিজের "উত্তররামচরিত" পুস্তকখানি গুরুদাস বাবুকে উপহার দেন এবং বলেন, "আপনি আমার ন্যায় অনেক শিক্ষক পাইবেন, কিন্তু আমি আপনার ন্যায় ছাত্র পাইব না।" বহুদিবস পরে যখন গুরুদাস বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান ব্যক্তি, তখন ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পেন্সনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য গুরুদাস বাবুকে

তাৎকালিক শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার স্যর্ এল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ সাহেবকে অনুরোধ করিতে বলেন। গুরুদাস বাবু দেখিলেন যে, স্যর্ এল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ যদি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ন্যায়রত্নেরও উপকার হইবে না অথচ সাহেবের নিকট তাঁহাকে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে। এবং সাহেব বিশেষ সহায়তা করিলে ন্যায়রত্নের মাসিক ত্রিশ টাকার হিসাবে পেন্সন বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি সেই পরিমাণ টাকা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন এবং যতদিন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য করিতে থাকিবেন, ততদিন এই হিসাবে মাসে মাসে তাঁহাকে টাকা দিতে স্বীকার করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ভাল লোক ছিলেন। পাছে গুরুদাস বাবু ক্ষুন্ন হন, এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রথম বারের প্রেরিত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ প্রকার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে গুরুদাস বাবু বিশেষ মান্য করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য একদিনের একটি ঘটনা আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের দিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনান্তে তিনি সভাস্থলে আসিয়া দেখেন যে, সমবেত নিমন্ত্রিত মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয় ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিয়া আছেন; দেখিয়াই উভয়কে প্রণাম করিয়া বলেন যে, একজন শিক্ষক অপর জন ঈশ্বর। আমার নিকট উভয়েই ভক্তির পাত্র।

বহরমপুরে গুরুদাস বাবু ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজনমান্য হইয়া পড়েন। সে সময়ে নবাব নাজিম হইতে সামান্য দরিদ্র পর্য্যন্ত

তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত ছিল না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও সম্মান করিতেন। নবাব নাজিম তাঁহাকে "গুরুদাস সাহেব" বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ ও মান্য করিতেন। সে সময়ে সৈয়দ মনস্থর আলি খাঁ ফারাদুনজা নবাব নাজিম ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টমবর্ষ বয়সে তিনি মুরসিদাবাদের মসনদে উপবেশন করিয়া ৪৩ বৎসর কাল এই আসন অধিকার করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে বৎসরে ষোল লক্ষ টাকা দিতেন। তন্মধ্যে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি বার্ষিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পাইতেন। ইনি মুরসিদাবাদে নিজামৎ কলেজ ও একটি মাদ্রাসা কলেজ স্থাপনা করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে "নবাব নাজিম" উপাধি আর কেহ পান নাই। অপরিমিত ব্যয়ে ইনি ঋণদায়ে জড়িত হইয়া পড়েন। এই জন্য এবং অপরাপর কারণে বিব্রত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন ও তথায় প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল বাস করিয়া ব্রিটিস পার্লামেণ্টে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভাব মোচনের জন্য আবেদন ও তদ্বির করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সদালাপী পুরুষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে নিত্য সাত আট ক্রোশ বেড়াইতে তাঁহার কোন কষ্ট হইত না।

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য (স্যর) হেনেরি টোবি প্রিন্সেফ্ সাহেব জেলা বহরমপুরের জজ ছিলেন এবং চুঁচুড়া-নিবাসী রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার ও বাবু দিগম্বর বিশ্বাস দেওয়ানী আদালতের সদর আমিন ছিলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

তারাপ্রসাদ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্যমনা ছিলেন। কাঁটালপাড়ার অমর ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সময়ে বহরমপুরের ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ বাবু রামদাস সেন মহাশয় সে সময়ে বহরমপুরে বাস করিতেন। বঙ্গভাষায় সরসসাহিত্যের জন্মদাতা প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়েরও সে সময়ে নিজ কার্য্যোপলক্ষ্যে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন হইত। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ও স্ত্রীচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তখন বহরমপুর কলেজে আইন বিভাগে গুরুদাস বাবুর ছাত্ররূপে ছিলেন। স্বর্গীয় বাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের সাহিত্যসেবী পুত্র অক্ষয়চন্দ্র পিতার সহিত একত্র বাস করিয়া ব্যবহারাজীবের কর্ম্ম করিতেন। তিনি মাতৃভাষারূপ খনিতে বহু মণিরত্ন বাহির করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্কিম বাবুর, রামগতি ন্যায়রত্নের, রামদাস বাবুর, অক্ষয় বাবুর, দীনবন্ধু বাবুর, চন্দ্রশেখর বাবুর একত্র মিলন বহরমপুরে সর্ব্বদাই হইত। গুরুদাস বাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত সভা-সমিতিতে মিলিত হইতেন। সকলেই স্বদেশবৎসল, পণ্ডিত, প্রতিভাশালী ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগী। বহরমপুরকে নবযুগের বঙ্গভাষার তীর্থভূমি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। এই স্থানেই বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রথম মুদ্রিত হইয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে। এই তীর্থেই পূজনীয় গুরুদাসের কর্ম্মজীবন আরম্ভ ও সৌভাগ্য উদিত হয়, এবং তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা উদিত হয়। যে যে বিষয় অবলম্বনে তাঁহার বঙ্গ-

ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নের ইচ্ছা হয়, উত্তরকালে তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় তাঁহার প্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। গুরুদাস বাবু পঠদ্দশায় কখনও উপন্যাস পাঠ করেন নাই। এই সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণীত "দুর্গেশনন্দিনী" ও স্যর ওয়ালটার স্কট-প্রণীত "আইভ্যান্‌হো" নামক উপন্যাস প্রথম পাঠ করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গুরুদাস বাবু "প্রেমচাঁদ রায় রায়চাঁদ স্কলারসিপ" পরীক্ষা দিবার জন্য দুই সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় গমন করেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও উভয়ে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিন দিবস পরীক্ষা দিয়া কালীচরণ বাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন। সে বৎসর ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, পদার্থ-বিদ্যা, দর্শন, মিশ্র ও অমিশ্র গণিত প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় ছিল। "ফ্রেণ্ড-অফ-ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক মিষ্টার স্মিথ্ সাহেব (Mr. George Smith) এই পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক ছিলেন। সমস্ত বিষয়ের নম্বর যোগ করিয়া গুরুদাস বাবুর নম্বর আশুতোষ বাবুর নম্বর অপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু তদানীন্তন নিয়মানুসারে দুই তিনটি উত্তরপত্রে তাঁহার নম্বর শতকরা চল্লিশ নম্বরের কম হয় বলিয়া সেই নম্বরগুলি বাদ যায়। এই কারণে সে বৎসর পরীক্ষায় গুরুদাস বাবু সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই; আশুতোষ বাবু এই পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। আশুতোষ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার। পরীক্ষায় পাস না হওয়ায় গুরুদাস বাবু কিঞ্চিৎ দুঃখিত হন। কারণ এ পর্য্যন্ত এফ. এ পরীক্ষা হইতে কোনও পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়

হন নাই। উত্তরকালে এই আশুতোষ বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি অমিতাচারের ফলে অল্পবয়সে দেহত্যাগ করেন। কালীচরণ বাবু একজন ভাল অধ্যাপক ও ফৌজদারী উকিল এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর ও রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের আলোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

বহরমপুরে এই সময়ে কিছুদিনের জন্য মিষ্টার এইচ, হ্যান্‌কি (Mr. H. Hankey) সাহেব, দায়রার জজ ছিলেন। তাঁহার একজন মুসলমান সেরেস্তাদার ছিল। উকিলগণের সহিত অপ্রিয় আচরণের জন্য সেরেস্তাদারের বড় অখ্যাতি ছিল। একটি বড় ফৌজদারী মোকদ্দমায় গুরুদাস বাবু উকিল নিযুক্ত হন। মোকদ্দমায় গৌরসুন্দর চৌধুরী নামক একজন জমিদার একপক্ষ ও একজন মুসলমান অপরপক্ষ। মোকদ্দমার সওয়াল জবাবের পরে জজ সাহেব যখন অভিযোগের প্রতিকূল ও অনুকূল তর্ক জুরিগণকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন সেরেস্তাদার গুরুদাস বাবুর মক্কেলের যাহাতে অনিষ্ট ঘটে এবং স্বজাতির পক্ষে সুবিধা হয়, এই অভিপ্রায়ে জুরিগণকে আকার ইঙ্গিত করিতেছিলেন। কর্ত্তব্যানুরোধে গুরুদাস বাবু তাঁহার এই আচরণ জজ সাহেবের গোচরে আনেন। তাহাতে জজ সাহেব প্রকাশ্য আদালতে সেরেস্তাদারকে ভৎর্সনা করেন, সুতরাং তিনি মর্ম্মাহত হন। ইহাতে আদালতের সকল উকিলেরই সাতিশয় আহ্লাদ হয়। ৺শরদীয়া পূজার ছুটির কিছুদিন পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। মোকদ্দমায় গুরুদাস বাবু জয়লাভ করেন, কিন্তু তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেরেস্তাদারকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিলে ভাল হয়।

তাঁহার বন্ধু উকিলগণ তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহাকে বলেন যে, সেরেস্তাদারের মত লোককে সন্তুষ্ট করা মানুষের সাধ্য নহে। এই চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তদুত্তরে গুরুদাস বাবু তাঁহাদের বলেন যে, পূজার ছুটি নিকটে; ছুটিতে বাড়ী যাইয়া এই ঘটনা মনে হইতে থাকিবে, আর মনে কষ্ট হইবে! সর্ব্বদাই মনে হইবে, কেন লোকটিকে এত অপদস্থ করাইলাম! শেষে উকিলগণের সম্মতি লইয়া তিনি সেরেস্তাদারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, বিচারালয় ধর্ম্মের স্থান, সেখানে কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি জজ সাহেবকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে জন্য তিনি যেন কিছু মনে না করেন। সেরেস্তাদার গুরুদাস বাবুর মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট হন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে গুরুদাস বাবু ছয়মাসের ছুটি লইয়া সপরিবারে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার অবসরকালে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল তাঁহার স্থানে বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মিষ্টার স্মিথ্ (Mr. Smith) সাহেব গণিত বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় গমন করিয়া মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে তিনি পুরাণ পাঠের আয়োজন করেন এবং কাশী যাত্রা করিয়া তথায় একটি বাটী প্রস্তুত করিয়া বাটীর দ্বারে স্বর্গীয় পিতার ও মাতার নামে শিব স্থাপনা করেন।

ছয় মাস পরে তিনি পুনরায় বহরমপুরে আগমন করেন। এ সময়ে তাঁহার ব্যবসায়ের বিরাম ছিল না, অবিশ্রান্ত কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। নবাব নাজিমের ও কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর

তিনি সমস্ত মোকদ্দমা করিতেন। মহারাণীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায় তাঁহাকে বড়ই স্নেহ ও মান্য করিতেন। সে সময়ের একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি "ত্রিশূল" শব্দের আকার গ্রীক বর্ণমালার অন্তর্গত 'সাই' (psi) বর্ণের ন্যায় এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া মান্য করিতেন। এ সময়ে তিনি পর্য্যাপ্ত অর্থ উপায় করিতেছিলেন বটে, কিন্তু জননী কলিকাতায় যাইয়া স্বগৃহে চিরস্থায়িরূপে বাসের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট কি সর্ত্ত করিয়া তিনি নারিকেলডাঙ্গার বাটী ত্যাগ করিয়া বহরমপুরে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিতাই তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহই অনুসন্ধান লইতেন, তাঁহার ওকিলবি সাহেবের ইস্কুলে যে মাসিক একশত টাকা বেতন ছিল, সেই পরিমাণ কায়েমী আয় হইয়াছে কি না। প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁহার কায়েমী আয় তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; সুতরাং গুরুদাস বাবু বহরমপুর ত্যাগের অভিপ্রায় স্থির করিলেন। তাঁহার বন্ধু রাসবিহারী ঘোষ ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বহরমপুর ত্যাগ করেন। রাসবিহারী বাবু তাঁহাকে বলিতেন যে, যাঁহারা ওকালতি ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মফস্বল আদালতে অধিক দিন পড়িয়া থাকা উচিত নহে। এবং তাঁহাকে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিতেন; অবশেষে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কলিকাতা যাইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। সমগ্র বহরমপুরবাসিগণ তাঁহার জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন ও সকলেই এক বাক্যে ভগবানের নিকট তাঁহার উন্নতি ও শুভ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে সময়ের জেলার জজ

গ্রে (E. Grey) সাহেব অযাচিত ভাবে তাঁহাকে একখানি প্রশংসা-পত্র দেন। ঐ প্রশংসা-পত্রখানি তিনি যখন কলিকাতায় যাইয়া অনর-ইন-ল পরীক্ষা দেন, তখন প্রয়োজনে লাগে।

যে দিন বহরমপুর হইতে বাসা উঠাইয়া চলিয়া যান, সেই দিবস তিনি যে দুইটি মোকদ্দমা করেন, তন্মধ্যে একটি মোকদ্দমায় তাঁহাকে একজন দরিদ্র রেশমের গুটিওয়ালা পূর্ব্বেই নিযুক্ত করিয়াছিল। গুটিওয়ালার সহিত তাঁহার পারিশ্রমিক ত্রিশ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। যে সময়ে এই সম্বন্ধে কথা স্থির হয়, তখন গুটিওয়ালা তাঁহাকে বলে, "বাবু! এ মামলাটি ত্রিশ টাকায় করুন, যদি মামলায় আমার জিত হয়, আপনাকে আরও ত্রিশ টাকা বকৃসিস দিব।" গুরুদাস বাবু উত্তর দেন, "বাপু! বকৃসিসের প্রয়োজন নাই, তোমার মোকদ্দমাটি আমি ত্রিশ টাকাতেই করিব।" গুরুদাস বাবু মনে করিয়াছিলেন যে, দুইটি মোকদ্দমাই সকাল সকাল শেষ করিয়া বৈকালে সপরিবারে রিজার্ভ গাড়ীতে কলিকাতা যাইবেন। প্রথম মোকদ্দমাটি বেলা ১টার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হয়, কিন্তু গুটিওয়ালার মোকদ্দমাটি বিচারপতি একটু বিলম্বে আরম্ভ করেন ও সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমাটি চলে। কাজেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত একযোগে কলিকাতায় যাইতে পারেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি ঐ মোকদ্দমাটি শেষ করিয়া রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করেন। হাকিম সেদিন মোকদ্দমার রায় দিতে পারেন নাই। গুটিওয়ালা পরদিন জানিতে পারিল যে, তাহার মোকদ্দমায় জয়লাভ হইয়াছে, কিন্তু তখন গুরুদাস বাবু চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। পাঠককে, এই গুটিওয়ালার

ত্রিশ টাকা বক্সিস্ দিবার অঙ্গীকার স্মরণ রাখিতে আমরা অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, তখন স্যর্ রিচার্ড কাউচ (Sir Richard Couch Kt.) প্রধান বিচারপতি এবং জষ্টিস্ জে, বি, ফিয়র (J. B. Phear) ডব্লু, মারকৃবি (W. Markby), লুইস জ্যাকসন (Louis Jackson), এফ, এ, গ্লোভার (F. A. Glover), এফ, বি, কেম্প (F. B. Kemp), দ্বারকানাথ মিত্র, প্রভৃতি নিম্ন বিচারপতি। আর জি, সি, পল (G. C. Paul) এডভোকেট জেনারেল ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকিল ছিলেন। সে সময়ে বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু ভবানীচরণ দত্ত, ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু নীলমাধব বসু প্রভৃতি অসামান্য শক্তিশালী উকিলে হাইকোর্টের বার শোভিত।

হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়া গুরুদাস বাবু প্রথম প্রথম জুনিয়ার উকিল হইয়া বহরমপুর-সংক্রান্ত দুই একটি মোকদ্দমা করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে তথায় হিন্দু-বিধবার স্বামি-স্বত্ব-ভোগ-সংক্রান্ত এক বড় মোকদ্দমার* পুনর্ব্বিচার হয়। আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শিবসাগর জেলার কেরি কোলিতানি নামে এক অসতী বিধবা ঐ মোকদ্দমায় পুনর্ব্বিচারপ্রার্থিনী এবং তাহার স্বামীর জ্ঞাতিভ্রাতা মণিরাম কোলিতা বিধবা কেরির বিপক্ষ। কেরি তাহার স্বামীর পরলোকান্তে এক পরপুরুষের সহিত অবৈধরূপে মিলিতা হওয়ায় তাহার জ্ঞাতি-দেবর মণিরাম, তাহার স্বামিত্যক্ত-সম্পত্তির অধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা করে; স্থানীয় মুনসেফ্ কেরির অনুকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন; কিন্তু শিবসাগরের ডেপুটি কমিশনর মুন্‌সেফের রায় না-মঞ্জুর করেন। ডেপুটি কমিশনরের হুকুমের বিপক্ষে বিধবা কেরি হাইকোর্টে আপিল করায়, এই আপিল জষ্টিস্ বেলি ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা কেরির অনুকূলে একটি নজির ভ্রমাত্মক বিবেচনা করিয়া, আপিল ফুলবেঞ্চে বিচারের জন্য পাঠান এবং উহা হিন্দু-আইন-সংক্রান্ত গুরুতর মোকদ্দমা বলিয়া ফুলবেঞ্চে দশজন জজের দ্বারা বিচার হয়। বিধবা কেরির পক্ষে মোহিনীমোহন রায় ও মণিরামের পক্ষে বাবু কালীমোহন দাস প্রভৃতি উকিল নিযুক্ত ছিলেন। মোহিনী বাবু, গুরুদাস বাবুকে হিন্দু-আইনে সুপণ্ডিত জানিয়া তাঁহাকে এই মোকদ্দমায় সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। মোকদ্দমায় বক্তৃতাকালে জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র লক্ষ্য করিয়া

* No 19 Weekly Reporter Calcutta High Court 367
Keri Kolitani versus Moniram Kolita
Full Court consisting of ten Judges.

দেখিতেছিলেন যে, গুরুদাসবাবু মোহিনীবাবুকে বিশেষরূপে সহায়তা করিতেছেন। মোকদ্দমার শুনানি মধ্যে এক দিবস হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত আইনের পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য থ্যাকার স্পিন্‌ক্ কোম্পানির (Messrs Thacker Spink & Co) পুস্তকের দোকানে যাইয়া দেখেন, গুরুদাস বাবুও তথায় পুস্তক ক্রয় করিতেছেন। জষ্টিস্ দ্বারকানাথের সহিত গুরুদাস বাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, কিন্তু তিনি যে মোহিনী বাবুকে মোকদ্দমায় বিশেষ সহায়তা করিতেছেন তাহা দেখিয়াছিলেন; আর তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র, হিন্দু-আইনে সুপণ্ডিত এবং তিনি যে বহরমপুরে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত ছিলেন। পুস্তকের দোকানে জষ্টিস দ্বারকানাথ. গুরুদাস বাবুকে দেখিয়াই তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি মহাশয়, হাইকোর্টে আসিয়াই অসতী বিধবার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন!" পরে অপরাপর কথার পরে পুনরায় বলেন, "আমরা কোন কর্ম্ম করিবার সময় দুই পাশে দেখি না, কেবল মাত্র উপরে দেখি।" ইহার উত্তরে গুরুদাস বাবু বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমরা যে দুই পাশে দেখি তাহার কারণ এই যে, দুই পাশে নিতান্ত পক্ষে এমন দুই একজনও আছেন, যাঁহারা উপরে দেখেন। যদি দুই পাশে এরূপ ব্যক্তি একজনও না থাকিতেন, তাহা হইলে আমরাও দুই পাশে দেখিতাম না।" এই মোকদ্দমায় সাতজন বিচারপতি বিধবার পক্ষে এবং জষ্টিস্ কেম্প, জষ্টিস্ গ্লোভার ও জষ্টিস্ দ্বারকানাথ বিধবার বিপক্ষে রায় দেন। ফলে এই মোকদ্দমাতেই হিন্দু-

বিধবা স্বামি-ধনে অধিকারিণী হইবার পরে অসতী হইলে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইবে না, এই মীমাংসা হয়। পরে প্রিভি কাউন্সিলেও এই রায় বাহাল হয়।

বহরমপুরে গুরুদাস বাবুর যে সকল আইনের পুস্তক ছিল তাহাতে মফঃস্বল-আদালতের কার্য্য বেশ চলিত, কিন্তু হাইকোর্টের কার্য্য চালাইবার জন্য ক্রমে ক্রমে আরও পুস্তক ক্রয় করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। একদিন তিনি কয়েকখানি সাপ্তাহিক রিপোর্টার (Weekly Reporter) এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া হাইকোর্টের দপ্তরিকে বাঁধাইতে দেন। সেই কয়েক খানি পুস্তকের মধ্যে একখানি হাইকোর্টের লাইব্রেরীর পুস্তক ছিল। পুস্তকের প্রথম পাতে ইংরাজীতে "লাইব্রেরী হাইকোর্ট" এই দুইটি শব্দ ছাপ দেওয়া ছিল; কিন্তু গুরুদাস বাবু পুস্তক ক্রয় করিবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে হাইকোর্টের লাইব্রেরীর একখানি সাপ্তাহিক রিপোর্টার পাওয়া যাইতেছিল না; সেইজন্য হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার সেই পুস্তকখানি পাইবার জন্য এক ঘোষণা-পত্র বাহির করেন। দপ্তরি, গুরুদাস বাবুর প্রদত্ত পুস্তক কয়েকখানি পাইয়া দেখে যে, তন্মধ্যে একখানি পুস্তকে হাইকোর্টের লাইব্রেরীর ছাপ রহিয়াছে। সে গুরুদাসবাবুকে বলে যে, যে পাতায় এই ছাপ আছে, সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেই সকল ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়; নতুবা এই পুস্তক লইয়া নানাগোলে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। দপ্তরির প্রস্তাবে গুরুদাস বাবু অসম্মত হন। সুতরাং সমস্ত অবস্থা রেজিষ্ট্রারের কর্ণগোচর হইয়া তদন্ত আরম্ভ হয়। তদন্তে প্রকাশ

পায় যে, সে সময়ের জনৈক বিচারপতি লাইব্রেরী হইতে সেই পুস্তকখানি আপনার প্রয়োজনে দেখিবার জন্য গ্রহণ করেন এবং বিস্মৃত হইয়া উহা লাইব্রেরীতে ফেরত না দিয়া ছুটি লইয়া স্বদেশ গমন করেন। তাঁহার স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা হয় নাই। তিনি স্বদেশ হইতেই কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই পুস্তকখানি তাঁহার কলিকাতার বাসগৃহে থাকিয়া যায়। তিনি কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিবার পরে তাঁহার কলিকাতার বাসার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার কলিকাতার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করেন এবং সেই সঙ্গে হাইকোর্টের সেই পুস্তকখানিও বিক্রয় হইয়া যায়; এইরূপে উহা পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতার হস্তে পড়ে। সেই পুস্তক বিক্রেতাই গুরুদাস বাবুকে উহা বিক্রয় করে। তদন্তে এই সকল কথা প্রকাশ হওয়ায় সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। গুরুদাসবাবু তখন দপ্তরিকে বলেন, দেখ্‌লে দপ্তরি, সত্য কথার মার নাই।" দপ্তরিও কর্ম্মক্ষেত্রে এই ঘটনা হইতে বিশেষ নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল। হাইকোর্টের অপর দশজনেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বহরমপুর হইতে আগত উদীয়মান উকিল গুরুদাস বাবু কি প্রকার প্রকৃতির মানুষ।

প্রথম প্রথম তিনি মুরশিদাবাদের আপিলের সমস্ত মোকদ্দমা পাইতে লাগিলেন। আমরা কলিকাতা সাপ্তাহিক রিপোর্টার পাঠে দেখিতে পাই যে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রের বেঞ্চে তিনি মুর্শিদাবাদের যে দুইটি আপিলের মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, সেই দুইটিতেই জয়লাভ করেন। ধীরে ধীরে হাইকোর্টে তাঁহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তিনি

আইন ও অপরাপর বিষয় অবলম্বনে লিখিত নানা প্রকার গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। আইনের কোনও নূতন পুস্তক বাহির হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করিতেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনর-ইন-ল পরীক্ষা পাস করেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে দত্তকপুত্র গ্রহণকালে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে কি না, ও হিন্দুর সংস্থাপিত কোনও অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মূলধন-সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, এই দুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি পর বৎসর ডি. এল উপাধি পান। সেই বৎসর বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম. এ, বি. এল, তাঁহার সহিত একত্রে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়া তিনি দশসহস্র টাকা বৃত্তি পান ও "হিন্দুবিবাহ ও স্ত্রীধন" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহা অতিমূল্যবান গ্রন্থ। পর বৎসর তিনি বি. এল পরীক্ষার পরীক্ষক, অনারেরি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য বা ফেলো নিযুক্ত হন।

গড়গোবিন্দপুরের বসাকেরা কলিকাতা সহরের পুরাতন অধিবাসী। প্রায় এই সময় হইতেই তাঁহাদের বিষয়-সংক্রান্ত হাইকোর্টের মোকদ্দমা গুরুদাসবাবু করিতে আরম্ভ করেন। এই বংশের পরলোকগত বাবু যোগেশচন্দ্র বসাক, জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ইসলামাবাদ পরগণার ভূমি-স্বত্ববিষয়ক একটি হাইকোর্টের আপিলের মোকদ্দমায় গুরুদাস বাবুকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ফি দিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থ হইয়া তিনি নির্দ্দিষ্টদিনে মোকদ্দমা করিতে যাইতে পারেন নাই। কোনও কারণে জজেরা এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের

জন্য রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দেন। কিয়দ্দিবস পরে এই মোকদ্দমার আবার রায় আসিল, উহার হাইকোর্টে বিচার হইবে এবং তথায় মোকদ্দমা শুনানির জন্য দিনও ধার্য্য হয়। যোগেশ বাবু ধার্য্যদিনের একদিন পূর্ব্বে গুরুদাস বাবুকে নিযুক্ত করিতে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ফি দিবার চেষ্টা করেন। গুরুদাস বাবু পূর্ব্বে এই মোকদ্দমাটি যখন আদালতে উঠে তখন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ইহা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য দ্বিতীয় দিনে যোগেশ বাবুকে দেখিয়া বলেন, "যোগেশ বাবু, আগামী কল্য রঙ্গপুরের আপিলের মোকদ্দমা হইবে আমি জ্ঞাত আছি, আর আমি সে মোকদ্দমা করিব তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সে জন্য আপনাকে আর ফি দিতে হইবে না। ভরসা করি, আগামী কল্য আপনার পূর্ব্ব প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করিব।" এই ঘটনা প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল কিন্তু বসাক বাবুদের বংশধরগণ গুরুদাস বাবুর উক্ত সজ্জনতার কথা অদ্যাবধি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার এক দিবসের জন্যও কার্য্যের বিরাম ছিল না। শনিবার হাইকোর্টের কার্য্য বন্ধ থাকিলেও তাঁহাকে ঐ দিন চব্বিশপরগণা, হুগলী বা বর্দ্ধমানাদি স্থানের আদালতে যাইতে হইত। দূরে যাইতে হইলে অর্থাৎ সে দিবস বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই এমন স্থানে যাইতে হইলে, তিনি সাধারণতঃ অগ্রে তাঁহার জননীর মত লইতেন। চব্বিশ-পরগণার আদালতে যাইতে হইলে, গাড়ীভাড়া ব্যতীত তিনি দুই শত টাকা ফি লইতেন; হুগলী যাইতে হইলে আড়াই শত টাকা লইতেন ও বর্দ্ধমান যাইতে হইলে তিন শত টাকা লইতেন, আর

যাইবার পূর্ব্ব দিনে টাকা লইতেন। এই সময়ের একদিনের একটি কৌতুকজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা আমরা এইস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটি এই :—

এক ধনবান ব্যক্তি তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। বর্দ্ধমানে যাইবার পূর্ব্ব দিবসে তিনি তাঁহার গাড়িভাড়া দশটাকা ও পারিশ্রমিক তিনশত টাকা চাহিলে, সেই লোকটি তাঁহাকে গাড়িভাড়া দশটাকা দিয়া বলেন যে, তিনশত টাকা অগ্রিম দেওয়া সামান্য কথা, মোকদ্দমায় জয়লাভ হইলে পারিতোষিকের স্বরূপ আরও তিনশত টাকা দেওয়া হইবে। গুরুদাস বাবু তদুত্তরে বলেন, "পারিতোষিকের প্রয়োজন নাই, মোকদ্দমায় যথাসাধ্য শ্রম করিব। কিন্তু আমার নিয়ম আছে যে, মোকদ্দমা করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার প্রাপ্য ফি আমি লইয়া থাকি।" তখন সেই ভদ্রলোকটি বলেন, "টাকা আমার আজ সঙ্গে নাই, বর্দ্ধমান ষ্টেসনে পৌঁছিলেই আপনার টাকা ঠিক পাইবেন।" পরে বর্দ্ধমান ষ্টেসনে পৌঁছিয়া তিনি টাকা চাহিলে, আদালতে পৌঁছিয়া টাকা দিবার কথা স্থির হয়। সর্ব্বশেষে ভদ্রলোকটি মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র একশত টাকা দিয়া বলেন, "বক্রী টাকা আগামী কল্য আপনার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিব।" সেই দিবসই মোকদ্দমা শেষ হয় বটে কিন্তু সে দিন বিচারপতি রায় দেন নাই। পরদিবস সেই মোকদ্দমায় ভদ্রলোকটি জয়লাভ করেন। জয়লাভ করিয়াও তিনি গুরুদাস বাবুর পারিশ্রমিকের অবশিষ্ট প্রাপ্য দুইশত টাকা দেন নাই এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই।

কিয়দ্দিবস পরে এই মোকদ্দমায় পরাজিত পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করিয়া অনেক বড় বড় উকিল নিযুক্ত করে। বড় বড় উকিলগণের মধ্যে কেবল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরীকে বিপক্ষ পক্ষ নিযুক্ত করেন নাই জানিতে পারিয়া, সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি রেস্‌পণ্ডেণ্ট হইয়া মহেশ বাবুর নিকট কাগজপত্র লইয়া যান এবং তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহেশ বাবু মোকদ্দমায় কাগজপত্র পড়িয়া দেখেন যে, জেলা-আদালতে এই মোকদ্দমায় গুরুদাস বাবু উকিল ছিলেন, সুতরাং তিনি মক্কেলকে আপিলের মোকদ্দমায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে উপদেশ দেন এবং পরে হাই-কোর্টে গুরুদাসবাবুকে এই মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। গুরুদাসবাবুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহেশবাবু পরদিবস এই মক্কেলকে বলেন যে, যতক্ষণ গুরুদাসবাবুকে মোকদ্দমায় নিযুক্ত করা না হইবে, ততক্ষণ তিনি এই মোকদ্দমা লইবেন না। বাবুটি তখন বিষম বিপদে পড়িলেন! কোনও উপায় না দেখিয়া তখন গুরুদাস বাবুর পূর্ব্বের পাওনার বাকি দুইশত টাকা লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, পীড়ানিবন্ধন আপনার পাওনার বক্রী দুইশত টাকা দিতে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, হাইকোর্টের আপিলের মোকদ্দমায় ত আপনাকে নিযুক্ত করিতেই হইবে; সেই সময়ে সমস্ত টাকা একেবারে দিব।"

যে দিন সেই বাবু গুরুদাস বাবুর প্রাপ্য দুইশত টাকা লইয়া আসেন, দৈবক্রমে, যে গুটিওয়ালার মোকদ্দমা করিয়া গুরুদাসবাবু বহরমপুর ত্যাগ করেন, সেই গুটিওয়ালা তাঁহার অঙ্গীকৃত বকসিস্

ত্রিশ টাকা লইয়া সেই দিনই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রথমে সেই ব্যক্তি গুরুদাসবাবুর বাসস্থান নারিকেলডাঙ্গা নামটি ভুলিয়া গিয়া নারিকেলবাগান অনুসন্ধান করিয়া গুরুদাস বাবুর সাক্ষাৎ পাইবার চেষ্টা করে; পরে বিলম্বে গুরুদাস বাবুর বাসস্থানের সন্ধান পায়। প্রাতে যে ঘরে বসিয়া তিনি বড় বড় ধনী মক্কেলগণের কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, গুটিওয়ালা সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে একখণ্ড ময়লাবস্ত্রে বাঁধা ত্রিশটাকা গুরুদাস বাবুর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলে, "বাবুজি! চিনিতে পারেন? আমি বহরমপুরের সেই গুটিওয়ালা। আমি মোকদ্দমা জিতিলে আপনাকে ত্রিশটাকা বকশিস দিব বলিয়াছিলাম, মনে আছে কি? এই নাও বকসিস্। টাকা খরচ হইয়া যাইবে বলিয়া আমি এতদিন আমার ঘরের খড়ের চালের ভিতরে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলাম।" গুরুদাস বাবু চমৎকৃত হইলেন! অশিক্ষিত দরিদ্র গুটিওয়ালার আচরণ আর বর্দ্ধমানের ধনাঢ্য মক্কেলের আচরণ মনে মনে একত্র চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আমাদের মনে হয়, বর্দ্ধমানের বাবুও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নিজের আচরণ চিন্তা করিয়া শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং লজ্জিতও হইয়া থাকিবেন!

গুরুদাসবাবু বহরমপুরের ঐ দরিদ্র গুটিওয়ালাকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া পরে বকসিসের ত্রিশটাকা, পূর্ব্বে বহরমপুরে প্রাপ্ত ত্রিশটাকা ও উহার বহরমপুর যাতায়াতের ট্রেণভাড়া দশটাকা মোট ৭০৲ টাকা সানন্দে গছাইয়া দিয়া তাহার সততার পুরস্কার দিয়াছিলেন। গুটিওয়ালা সহজে ঐ টাকা লইতে স্বীকৃত হয় নাই। গুরুদাস বাবুকে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

প্রায় এই সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ্‌চাঁদ বাহাদুরের পোষ্যপুত্র মহারাজা আপ্‌তাপ্‌চাঁদ বাহাদুরের অকাল মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী বেনোদেয়ী দেবী তাঁহার মৃত স্বামীর অনুমত্যনুসারে একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করেন ও পরে রাজা বনবিহারী কর্পূরের পাঁচবৎসরের পুত্র বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র মনোনীত করেন। ইহাতে স্বর্গীয় মহারাজা মহাতাপ্‌চাঁদের বৃদ্ধাপত্নী নানা হেতুবাদ দর্শাইয়া রেভিনিউ বোর্ডে আপত্তি করেন। ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয় লইয়া উভয়পক্ষে গুরুতর বিবাদ হয়। হিন্দু আইন অনুসারে ও বর্দ্ধমান রাজবংশের কুল-প্রথানুযায়ী মহারাণী বেনোদেয়ী দেবী তাঁহার মৃতস্বামী আপ্‌তাপ্‌চাঁদের সহোদরা-পুত্রকে—পিতার জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র বিজয়চাঁদকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ সঙ্গত কি না ইহা লইয়া বিষম তর্কবিতর্ক উঠে। ডক্টার গুরুদাস ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে বিখ্যাত কাউন্সিল ফিলিপস্ (A Phillips), ইভানস্ (G. H. P Evans) বেল (H. Bell) ব্যানার্জ্জির (W. C. Bonerjee) সহিত একযোগে বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পক্ষে মত দান করেন। আমরা শুনিয়াছি, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমতগুলি ডক্টার গুরুদাসের লেখনী প্রসূত।

একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরের অধিককাল ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়া ডক্টার গুরুদাসের যে অভিজ্ঞতা জন্মে তদনুসারে ও যে প্রকার নৈতিক আচারে ও ব্যবহারে চলিলে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রেয়ঃ হয় সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া, ডক্টার গুরুদাস কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালে

কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ব্যবহারাজীবের অতি কঠিন ব্যবসায়-প্রবেশোন্মুখ সর্ব্বদেশীয় যুবকগণের উহা পাঠে বিশেষ ফললাভ হইবে, ইহা আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বক্তৃতাগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন ও তদন্তর্গত উপদেশগুলি প্রতিপালন করিয়া এই ব্যবসায়ের গৌরব রক্ষা করেন। এই বক্তৃতাগুলির অন্তর্গত কয়েকটি উপদেশের সংক্ষিপ্ত অর্থানুবাদ আমরা নিম্নে দিলাম। সময়ান্তরে তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগের চতুর্থ অধ্যায়েও ব্যবহারাজীব-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি এই প্রকারের আরও কতকগুলি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বক্তৃতাগুলির অর্থানুবাদ :—

(১) ব্যবস্থাপক বিধি-নিয়মগুলি অতি সাবধানে পাঠ ও তাহাদের অর্থগ্রহণ করা সকল ব্যবহারাজীবের একান্ত কর্ত্তব্য। বিধিনিয়ম সকল কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সংস্থাপিত, সুতরাং সেই মৌলিক তত্ত্বগুলির অর্থাবধারণ করা সর্ব্বপ্রথমে উচিত। সভ্যসমাজের এক ব্যক্তির সহিত অপরব্যক্তির বিষয়বৈভব, মান-সম্ভ্রম, ও সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়া থাকে, এবং সেই বিবাদ-বিসম্বাদ বিধিনিয়মানুসারে যাহাতে মীমাংসিত হয়, তাহাই উকীল ও বিচারপতিগণের যথাজ্ঞানে চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং আইন ব্যবসায় অতি কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে যে যে লব্ধ-নামা বিচারপতিগণ উক্ত বিধি-নিয়মানুসারে বিচার-কার্য্য করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত ও কর্ম্মের প্রণালী অবহিত চিত্তে পাঠ করাও আবশ্যক।

(২) কোনও মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মোকদ্দমার কাগজপত্র নিরপেক্ষভাবে উত্তমরূপ দেখিয়া যদি ধারণা জন্মে যে, উহাতে জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা অধিক, তাহা হইলেই উহাতে ব্রতী হওয়া উচিত, নতুবা অর্থপ্রাপ্তির আশায় অন্যায় মোকদ্দমায় ব্রতী হওয়া উচিত নহে।

(৩) বর্ত্তমান সময়ে উকিলগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করা বড়ই কঠিন সত্য, কিন্তু এই মহৎ ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যদি কেহ কোনও একটি সামান্য মোকদ্দমাতেও স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি সততার পরিচয় দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে মোকদ্দমা পাইবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, ফি কমাইতেও হইবে না, বরং বিবাদী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লইবে। তবে আদালতের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার জন্য লব্ধনামা উকিলগণের নিকট উপস্থিত থাকিতে ক্ষতি নাই, অথবা কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জনের অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় আইনের পুস্তক বা বিধি মুদ্রণের চেষ্টা করিতে ক্ষতি নাই।

(৪) কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার জন্য নূতন উকিলগণ আর একটি কর্ম্ম করিতে পারেন। যে সকল আসামীর পক্ষসমর্থন করিবার জন্য কোনও উকিল নিযুক্ত নাই, সেই সকল আসামীর পক্ষ সমর্থন বিনা-দক্ষিণায় করিতে ক্ষতি নাই। তবে এই কর্ম্ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে করা উচিত। পক্ষসমর্থন বা আসামীর উপকার করিতে যাইয়া, তাঁহারা যেন উহাদের অহিত বা অপকার না করিয়া বসেন, সে দিকেও তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(৫) বিচারপতি বা প্রতিপক্ষের উকিল বুঝিতে পারিবে না এই ধারণায় উকিলগণের প্রবঞ্চক তর্কপ্রণালী অবলম্বন করা অথবা মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থার ব্যত্যয় করা অবিধেয়। এই পন্থা অবলম্বনে প্রকারান্তরে উকিলের আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে অথবা আত্মীয়-বন্ধুগণের মনোরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উহা অন্যায় কর্ম্ম।

কোন যুগেই মানবগণের বৃথাকলহ-দ্বন্দ্বের অভাব হইবে না, সুতরাং আইন-ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ও চিরকালই চলিতে থাকিবে। এই ব্যবসায়ের উৎকর্ষসাধনের জন্য সর্ব্বশেষে ডক্টার গুরুদাস নব্য উকিলগণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা এই মহৎ ব্যবসায় যথাযথরূপে চালাইতে যাইয়া যেন লোভ বর্জ্জন করেন, স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন এবং বহুশ্রমলব্ধ নৈতিক শিক্ষা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদেরও পরমলাভ হইবে এবং সমাজেরও অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপরকে উপদেশ দেওয়া সহজ কর্ম্ম, কিন্তু স্বয়ং সেই উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করা বড় কঠিন। ইহা সত্য কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুদাস বাবুর কর্ম্মের ধারায় সপ্রমাণ হইবে যে, তিনি তাঁহার প্রদত্ত উপদেশানুযায়ী স্বয়ং কর্ম্ম করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মোকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া যদি উহাতে জয়লাভের সম্ভাবনা অধিক ইহা যথাজ্ঞানে ধারণা হয়, তবেই উহাতে উকিলের ব্রতী হওয়া উচিত, নতুবা অর্থলালসায় মোকদ্দমায় ব্রতী হওয়া বা মোকদ্দমা চালাইতে উপদেশ দেওয়া অন্যায় কর্ম্ম, ইহা ডক্টার গুরুদাস উপদেশ দিয়াছেন। বহরমপুরে ওকালতি করিবার কাল হইতে তিনি

স্বয়ং এই প্রকার আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন তাহাও বলিয়াছি। পুনরুক্তি হইলেও তাঁহার হাইকোর্টে ওকালতি কালের একদিনের অপর একটি ঘটনার নিম্নে উল্লেখ করিলাম। কলিকাতা-নিবাসী বিনোদচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ নামে দুই ব্যক্তিকে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহার নিকটে লইয়া যান। সেই সময়ে মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতে তিনি ২৫৲ টাকা মাত্র ফি লইতেন। এই দুই ব্যক্তির কাগজপত্র দেখিয়া তিনি কিছুই লন নাই, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "এ মোকদ্দমায় আমি ব্রতী হইব না, কারণ পরিণামে ইহাতে জয়লাভ হইবে না।" এই কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক দুইটি বলিয়াছিলেন, "আত্মীয়ের দ্বারা অনুরোধের এই ফল হইল যে, উকিল বাবু মোকদ্দমার কাগজপত্র ভাল করিয়া না দেখিয়াই বলিলেন যে, মোকদ্দমায় হার হইবে! আমরা প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, কাগজপত্র দেখিতে ২৫৲ টাকা ফি দেওয়া যাউক; উকিল বাবু পাঁচমিনিট কালও কাগজপত্র দেখেন নাই, অথচ বলিলেন, মোকদ্দমায় জয়লাভ হইবে না! চিরপ্রসিদ্ধি আছে, শুধুহাত মুখে উঠে না, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গেল। এক্ষণে আর কি হইবে! আমাদের নীলমাধব বাবুকেই উকিল নিযুক্ত করিতে হইবে।" পরদিবস তাঁহারা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু নীলমাধব বসুকে নিযুক্ত করেন। বহুদিন ধরিয়া ঐ মোকদ্দমা চলে, কিন্তু সর্ব্বশেষে উক্ত বিনোদচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হন ও পরিণামে তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। আমরা শুনিয়াছি যে, অতিদুর্দ্দশার দিনে তাঁহারা গুরুদাস বাবুর উপদেশ স্মরণ করিয়া, সেই উপদেশ অমান্য করার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা এই কথা বলিব যে, ডক্টার গুরুদাস ন্যূনাধিক দ্বাবিংশ বর্ষকাল ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আইন ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। মোহিনী বক্তৃতার বা চাতুরীর সাহায্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার একদিনের জন্যও মনে স্থান পায় নাই আর অযথারূপে তিনি এক কপর্দ্দকও আত্মসাৎ করেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

—(০)—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিলের ২৯,৩০ ও ৪০ ধারা অনুসারে বঙ্গের ছোটলাট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য নিযুক্ত করেন।

সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আইন) সংশোধন করা সাব্যস্ত হয়, এবং ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরগণের মধ্য হইতে এই বিষয়ের বিবেচনার জন্য কয়েকজন সভ্যকে মনোনীত করিয়া লওয়া হয়। এই নির্ব্বাচিত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মেম্বর হইয়াছিলেন।

(১) স্যর, হেনরি, হ্যারিসন, (২) এইচ, রেনল্ডস্, (৩) টি, টি, এলেন, (৪) সি, মেকলে, (৫) ডব্লু, জি, আরভিং (৬) সি, এইচ, মুর, (৭) মৌলভি, আবদুল জব্বর, (৮) ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) বাবু কালীনাথ মিত্র।

এই কমিটিতে বসিয়া ডক্টার গুরুদাস নূতন মিউনিসিপ্যাল বিলখানি যে নানাপ্রকারে দোষাবহ এবং উহা আইনে পরিণত হইলে যে কলিকাতা ও সহরগুলির অধিবাসিগণের নানাপ্রকার কষ্ট হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপত্তি করেন এবং কয়েকজন সভ্যের অগ্রণী হইয়া প্রতিবাদপত্র (note of dissent) স্বাক্ষর

করেন। অধিকন্তু এই বিল পাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভায় তীব্র বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি যে কত তেজস্বী, স্বাধীন-চেতা ও সহৃদয় ছিলেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এই যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদপত্র ও বাদানুবাদ পাঠে তাহা আমরা প্রথমে জানিতে পারি। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে তিনি যে প্রতিবাদপত্র স্বাক্ষর করেন, তাহা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিলের কয়েকটি ধারা যাহাতে আইনে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সকল ধারার বিরুদ্ধে তাঁহার বাদানুবাদ উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র বিলের ২,৩২০ ও ৩২৪ ধারার বিষয় মাত্র আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এই বিলের দ্বিতীয় ধারা, কলিকাতা-সহরের সীমা-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে; বিলের ৩২০ ধারা কোন একটি বাড়ীতে অধিক লোকের একত্র বাস থাকিলে, বাসিন্দাগণকে সেই বাড়ী হইতে সরাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে; এবং বিলের ৩২০ ধারা, কোন বাড়ীতে সংক্রামক পীড়া হইলে, রোগীকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বা হাঁসপাতালে সরাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে বিধি। ডক্টার গুরুদাস কলিকাতা সহরের তৎকাল-প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট সীমা যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু বিলের প্রস্তাবিত সীমা মঞ্জুর করিতে দেন নাই। তাঁহারই প্রতিবাদে মাণিকতলা প্রভৃতি স্থানগুলি সে সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হইতে পায় নাই। বিলের ৩২০ এবং ৩২৪ ধারায় ডক্টার গুরুদাস এই আপত্তি করেন যে, সহরে এমন অনেক সামান্য অবস্থার ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অর্থাভাবে ছোট বাড়ীতে অধিক লোকের সহিত একত্র

বাস করিতে বাধ্য হন ; আর, হাঁসপাতালে সংক্রামক রোগগ্রস্তকে লইয়া যাইলে তাহাকে তথায় বাসকালে সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ ও সংস্রব-দোষ-জনিত অনাচার করিতে বাধ্য হইতে হইবে ; তজ্জন্য তিনি ৩২০ ধারা এই নূতন বিল হইতে একেবারে তুলিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং বিলের ৩২৪ ধারা এই মর্ম্মে পরিবর্ত্তন করিতে বলেন, যাহাতে রোগীর অসম্মতিতে তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া না হয়। এই প্রকার বহু বাদপ্রতিবাদের পরে ১৮৮৮ সালের মিউনিসিপ্যাল নূতন আইন (Calcutta Municipal Consolidation Act) বিধিবদ্ধ হয়।

—o—

চতুর্থ অধ্যায়

—(০)—

হাইকোর্টের বিচারপতি

হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস্ কনিংহাম (Mr. justice Cunnigham) সাহেবের স্থলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ডক্টার গুরুদাস চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথমে ছয়মাসের জন্য ও তৎপরে স্থায়িভাবে বিচারপতি নিযুক্ত হন। সে সময়ে হাইকোর্ট বন্ধ, কিন্তু ২২এ অক্টোবরের ইংলিশম্যান পত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই দিনই তাঁহার বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম. ডি মহাশয় ও ২৪এ অক্টোবর তারিখে জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়

তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেন, সেই দুইখানির মূল * ও মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিলাম।

৫১ নং শাঁকারিটোলা, কলিকাতা।
২২এ অক্টোবর ১৮৮৮

প্রিয় ডক্টার ব্যানার্জ্জি,

আপনার হাইকোর্টের জজের উচ্চপদপ্রাপ্তিতে আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনার অপেক্ষা এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অপর কেহ যোগ্য ব্যক্তি নাই। ভগবান আপনাকে ধীরবুদ্ধি ও অবিচলিত প্রকৃতি দানে স্বভাবতই একজন উৎকৃষ্ট বিচারক সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা, পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া আমাদের বর্ত্তমানে অধঃপতিত দেশের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করুন এবং দেশের গৌরবস্থলরূপে নিত্যই আপনার প্রয়োজনীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকুক।

আপনার প্রিয় বন্ধু
শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার

---

* 51 Sankaritollah, Calcutta
The 22nd October 1888

My Dear Dr. Banerjee

My sincerest congratulations on your elevation to the Bench. No man deserved it better. In giving you a well-balanced intellect & a temper that can not be ruffled, God has made you a Judge par excellence by nature. May He prolong your life so that you may continue with ever increasing usefulness to be an honour to our country, once glorious & alas! now how fallen, is the earnest wish and prayer of—

Your sincere admirer
Mahendra Lal Sircar.

হাজারিবাগ
২৪এ অক্টোবর ১৮৮৮

প্রিয় গুরুদাস,

২২এ অক্টোবরের ইংলিসম্যান সংবাদপত্রে আপনি জষ্টিস্ কনিংহাম সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। আপনার এই পদোন্নতি উপলক্ষ্যে আমার অকপট আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। বিদ্যায়, পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে, কর্ম্মদক্ষতায়, বুদ্ধিতে, এবং সর্ব্বোপরি আপনার চরিত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সদুদ্দেশ্যে আপনার এই সম্মান-প্রাপ্তি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইয়াছে। যে সম্মান ও সুনাম আপনি এপর্য্যন্ত ন্যায়তঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই সুনাম ও সম্মান আপনি যে জীবনের এই নূতন পথে সমভাবে বজায় রাখিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি আপনাকে আমার সহযোগী ও সহকারিরূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র।

Hazaribagh
24th October 1888

"My Dear Gooroo Dass,

I have perused with great delight in the "Englishman' of the 22nd instant which I have received here to-day that you succeed Mr. Justice Cunnigham. Accept my sincere & hearty congratulations upon the success you have achieved. By your learning, industry, & perseverence, capacity for work, superior intellectual capacity & above all by your thorough rectitude

বিচারপতি নিযুক্ত হইবার সংবাদ পাইয়াই ডক্টার গুরুদাস যাঁহাদের মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কিছু কিছু টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের সমস্ত টাকা এক একখানি রসিদ লইয়া ফেরত দেন। আমরা শুনিয়াছি, সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক নয় সহস্র টাকা তিনি মক্কেলগণকে ফেরত দেন। যে সকল লোককে টাকা ফেরত দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা এক ব্যক্তির একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি। কলিকাতা গড়পার-(West Canal Road) নিবাসী চূড়ামণি বসু মহাশয়ের নিকট তিনি প্রায় বারশত টাকা ফি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মোকদ্দমার সওয়াল-জবাব কার্য্য সমস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবল মাত্র রায় বাহির হয় নাই। গুরুদাস বাবু স্বয়ং বসু-মহাশয়কে ডাকাইয়া যখন তাঁহার সমস্ত টাকা ফেরত লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন বসু মহাশয় তাঁহাকে মিনতিসহকারে বলেন, "মহাশয়! মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য আপনি সমাধা করিয়াছেন, কেবলমাত্র রায়-শুনানি বাকি আছে। রায় শুনিবার জন্য আমি একজন জুনিয়ার উকিলকে উপস্থিত থাকিতে বলিব, তাহার জন্য আপনার পারিশ্রমিকের কিয়দংশ যাহা দিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া ফেরত লইয়া

---

of purpose & independence of character, you have richly deserved the honour that has been conferred upon you. I have not the least doubt that you will sustain the reputation that you have deservedly earned, in this new walk of life. I cordially welcome you as a valuable coadjutor & colleague.

With best wishes, I remain yours sincerely,
Ramesh Chandra Mitter"

আমি গৃহে প্রবেশ করিব ?" গুরুদাস বাবু তদুত্তরে বলেন, "বসু-মহাশয়! ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনার ভাল হইবে।" বসু-মহাশয়, অগত্যা টাকা ফেরত লইয়া যান।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যর কোমার পেথারাম (Sir Comer Petheram) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং জষ্টিস্ টটেন-হাম (L. R. Tottenham), জষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র, জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, জষ্টিস্ নরিস (F. Norris), জষ্টিস্ গড়্ডন (H. W. Gordon), জষ্টিস্ বিভার্লি (H. Beverley) জষ্টিস্ প্রিন্‌সেফ (H. T. Prinsep), জষ্টিস্ র‍্যাম্পিনি (R. F. Rampini), নিম্ন বিচারপতি। সে সময়ে স্যর্ চারলস্ পল, (Sir Charles Paul) এডভোকেট জেনারল, বিখ্যাত উড্রফ, (J. T. Woodroffe), ইভান্‌স্ (G. Evans), জ্যাক্‌সন্ (Jackson), গার্থ (Garth), বোনার্জ্জি (W. C. Bonnerjee) এবং অপরা-পর অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী কাউন্সিলে এবং অতিপ্রবীণ বাবু অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, বাবু মোহিনীমোহন রায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, বাবু দুর্গা-মোহন দাস, বাবু কালীমোহন দাস প্রভৃতি অসামান্য শক্তিশালী উকিলে হাইকোর্টের বার শোভিত। এই উজ্জ্বল বার ত্যাগ করিয়া ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের বেঞ্চে আসন গ্রহণ করায় বেঞ্চের শোভাবর্দ্ধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু বারের একটি উজ্জ্বল রত্ন অপসারিত হওয়ায় উহার শোভা কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল।

ডক্টার গুরুদাস বিচারপতির আসনে উপবেশন করিয়াই তাঁহার আরদালিগণকে বলেন যে, আদালতের কার্য্যকালে তাহারা যথারীতি

তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিবে কিন্তু তাঁহার বাটীতে তাহাদের কোন কর্ম্ম করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। পরে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই স্থির হয় যে, যাহারা তাঁহার বাটীতে উপস্থিত থাকিবে, তাহারা তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে মাসিক তিন টাকার হিসাবে পাইবে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূজার বন্ধের পরে হাইকোর্ট খুলিলেই তিনি প্রধান বিচারপতি স্যর কোমার পেথারামের সহিত মোকদ্দমা করিতে বসেন। তৎপরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে জষ্টিস্ টটেনহাম ও জষ্টিস বিভার্লি সাহেবের সহিত একত্র বসিয়াছিলেন। এই বৎসর ৺শরদীয়া পূজার ছুটিতে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি উদরাময়রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কিছুদিন ছুটি লন। ১৮৯০ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনেক সময় জষ্টিস্ ম্যাক্‌ফার্সন ও জষ্টিস্ প্রিন্‌সেফ সাহেবের জুনিয়ার হইয়া দেওয়ানি হিন্দু আইনের আপিল নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ্চ তারিখে একটি ফুল বেঞ্চে মোকদ্দমা হয়।* উহাতে কালাচাঁদ কয়াল নামক ব্যক্তি একপক্ষ ও শিবচন্দ্র রায় নামক ব্যক্তি অপর পক্ষ। এই মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি-প্রমুখ চারিজন এক রায় দেন ও মাননীয় গুরুদাস তাঁহাদের সহিত অনৈক্যমতে স্বতন্ত্র রায় দেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত মুরসিদাবাদের নবাব নাজিম মনসুর আলির পুত্র নবাব বাহাদুর হোসেন আলির একটি আপিলের মোকদ্দমা প্রধান বিচার-

* I. L. R 19 Cal, 392.

পতির সহিত একত্র বসিয়া নিষ্পত্তি করেন। উহা ভূমি স্বত্বভোগ সংক্রান্ত বড় মোকদ্দমা। স্যর গ্রিফিথ ইভানস্ সাহেব নবাব বাহাদুরের পক্ষে ও ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ বিপক্ষে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি এবং জষ্টিস্ ষ্টিভেন্‌স (J. stevens) পোষ্যপুত্রের মাতার স্বত্ব সংক্রান্ত আপিলের মোকদ্দমা করেন। উহা হিন্দু-আইন-সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এক্ষণে উহা নজীরের স্বরূপ গণ্য হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় স্যর্ গ্রিফিথ ইভানস্ সাহেব ও রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি, আপিলাণ্ট বাবু যতীন্দ্র নাথ চৌধুরীর পক্ষে এবং ডক্টার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি রেস্‌পণ্ডেণ্ট বাবু অমৃত লাল বাকচির পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। এই মোকদ্দমায় আপিলাণ্ট জয়লাভ করিয়াছিলেন।

পর দিবস অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে ফুল বেঞ্চে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্‌সিস্ ম্যাক্‌লিন, জষ্টিস্ ম্যাক্‌ফার্সন, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জষ্টিস্ হিল, এবং জষ্টিস্ ষ্টিভেন্‌স বিচারাসনে বসেন। এই মোকদ্দমায় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকল জজের সহিত অনৈক্যমতে স্বতন্ত্র রায় দেন।*

এই সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত আমতা মহকুমার মুনসেফ-আদালতের জনৈক উকিল যোগেন্দ্র নারায়ণ বসু হুগলীর সবজজ আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় এই আদালতের আমলাদিগের অবৈধ সহায়তায় কোন একটি মোকদ্দমার কাগজপত্র নষ্ট হয় এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন। সবজজ মহাশয় ইহাতে যোগেন্দ্র বাবুর

* I. L. R, 27 Cal, 827.

প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে জেলার জজ কক্‌স (Mr H. R. H Cox) সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন ও আইনব্যবসায়ী-বিষয়ক বিধি (Legal Practioner's Act) অনুসারে তাঁহাকে উকিল-শ্রেণী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। জজ সাহেব এই ব্যাপার হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। যোগেন্দ্র নারায়ণ বাবু প্রকৃত কথা বলায় তিনি উকিলশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইবেন, ইহা হুগলীর উকিল-সম্প্রদায়ের ও জনসাধারণের মধ্যে চিন্তার বিষয় হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের বিচারফল কি হয়, জ্ঞাত হইবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্‌সিস ম্যাক্‌লিন ও জষ্টিস্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় নিষ্পত্তি করেন। আইন ব্যবসায়ী-বিষয়ক বিধি অনুসারে, যোগেন্দ্র নারায়ণ বাবু উকিল-শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের বিচারে স্থির হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিচারে হুগলীর উকিলগণ ও জনসাধারণ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করেন ও মাননীয় গুরুদাসের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত একত্র বসিয়া উপরি উক্ত আইনব্যবসায়ী-বিষয়ক বিধিসংক্রান্ত জেলা বীরভূমির অন্তর্গত বোলপুর মহকুমার নৃত্যগোপাল সেন নামক একজন উকিলের ব্যবহার সম্বন্ধে অপর একটি বিচার করেন।* এই বিচারের বিষয় স্বতন্ত্র প্রকারের। ইহার বৃত্তান্ত এই যে, বোল-পুরের কোন একটি মোকদ্দমায় জনৈক সাক্ষী যাহাতে মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটনা স্থানীয় বিচারপতির নিকট অপ্রকাশ রাখে; তজ্জন্য তাহাকে উকিল নৃত্যগোপাল বাবু অর্থের দ্বারা বশীভূত

* Case no 6—July 1900 Cal Weekly Notes.

করিয়াছিলেন। ইহা জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গুরুতর অপরাধ বলিয়া ধারণা হয়। বিচারালয়ে সাক্ষীর দ্বারা প্রকৃত ঘটনা গোপনের চেষ্টা আইন-ব্যবসায়ী-বিধি অনুসারে ও ধর্ম্মদৃষ্টিতে উকিলের পক্ষে অতি অন্যায় কার্য্য। মাননীয় গুরুদাসের, উকিল-বাবুকে এই অপরাধে চিরকালের জন্য কর্ম্মচ্যুত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উকিল-বাবুর পূর্ব্ব আচরণ ভাল ছিল বলিয়া ভবিষ্যতে আচরণ সংশোধনের জন্য তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য ব্যবসায় বন্ধ করিবার আদেশ দেন। চরিত্র-সংশোধন-চেষ্টা সকল বিচারকেরই কর্ত্তব্য। এই বিচারাদেশেও তাঁহার যশোবিস্তার হয়।

পরবর্ষে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি প্রজাস্বত্ব-আইন-সংক্রান্ত একটি বড় মোকদ্দমায় * বসিয়াছিলেন। উহা ফুল বেঞ্চে বিচার হয়; উহাতে প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্‌সিস্ ম্যাক্‌লিন, জষ্টিস্ প্রিন্‌সেফ, জষ্টিস্ গুরুদাস, জষ্টিস্ আমির আলি ও জষ্টিস্ র্যাম্‌পিনি একত্র বসিয়াছিলেন। জষ্টিস্ গুরুদাস অপর চারিজন বিচারপতির সহিত বিভিন্ন মত হইয়া স্বতন্ত্র রায় প্রকাশ করেন। এই রায়টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

কেহ কেহ বলিতেন, মাননীয় গুরুদাস অনেক সময়ে প্রধান বিচারপতির সহিত ঐক্যমতে রায় দিতেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। কলিকাতা-আইন-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক রিপোর্টে ও অপরাপর পুস্তকে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তিনি বিবাদপ্রিয় ছিলেন না ও তাঁহার মনে বিশেষ অভিমান ছিল না। যে স্থলে সহজে কার্য্যের ন্যায্য মীমাংসা হইয়া যায়, সেখানে

* I. L. R, 28 Cal 382.

পাণ্ডিত্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন বা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিচারাসনে বসিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণের চেষ্টা যে তাঁগার যথেষ্ট ছিল, তাহা এক এসেন্‌সোল রেলওয়ে গার্ডের এক হিন্দু বালিকার প্রতি অত্যাচারের মোকদ্দমাই যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা এই পুস্তকে সেই মোকদ্দমার সবিশেষ বৃত্তান্ত দেওয়া রুচিবিরুদ্ধ মনে করি। মাননীয় গুরুদাস ইংরাজ-গার্ডের শাসন ও শাস্তিদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। মোকদ্দমায় তিনি প্রধান বিচারপতি স্যর্ ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌লিনের সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির রেলওয়ে গার্ডকে খালাস দিবার ইচ্ছা ছিল। মাননীয় গুরুদাস গার্ডকে দণ্ড দিবার আজ্ঞা দিয়া যে রায় লিখিয়াছিলেন, তাহা স্যর ফ্রান্‌সিস্‌কে দেখিতে দিয়াছিলেন। স্যর ফ্রান্‌সিস্ এই রায় নিজের কাছে প্রায় এক মাস রাখেন। পরে মাননীয় গুরুদাসের সহিত এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া শেষে তাঁহার সহিত একমত হইয়া দণ্ডাজ্ঞা দেন। যতদিন বিচারাসনে ছিলেন, ততদিনই যে তিনি নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে আপনার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বিদায় গ্রহণকালে এডভোকেট জেনারেল উড্‌রফ সাহেবের অভিভাষণ পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া কত সাবধানে কার্য্য করিলে যে বাঙ্গালী বিচারকের সুখ্যাতিলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপালন করা হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যে উত্তরপাড়া-নিবাসী রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মান-

নীয় গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে একই বর্ষে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যাঁহার সহিত ওকালতিকালে ও নানা সভা-সমিতিতে সহকর্ম্মীরূপে কার্য্য করিতে হইয়াছিল, হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া মাননীয় গুরুদাসকে তাঁহারই বিষয় কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে হইয়াছিল। রাজা প্যারীমোহনের পিতামহ ৺ জগমোহন মুখোপাধ্যায় ১২৪৭ সালের ২৮এ ভাদ্র তারিখে তাঁহার কতক সম্পত্তি বিনিয়োগ পত্রের দ্বারা দেবোত্তর করিয়া যান। তদনুসারে জগমোহনের পরলোকান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েৎ হন। জয়কৃষ্ণের দেহান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ এই কর্ম্ম করেন এবং তাঁহার দেহাবসানে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ সেবায়েৎ নিযুক্ত হন। রাজা প্যারীমোহন খুল্লতাত বিজয়কৃষ্ণের সহিত উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা করেন এবং বিষয়টি যে দেবোত্তর সম্পত্তি, তাহাও অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে বিজয়কৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়। পরে বিজয়কৃষ্ণের পুত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণের সহিত রাজা প্যারীমোহনের যে মোকদ্দমা * হয়, মাননীয় গুরুদাসকে জষ্টিস্ ব্রেট সাহেবের সহিত একত্র বসিয়া সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল। উহার নিষ্পত্তিকালে মাননীয় গুরুদাসকে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বাল্যাবধি সকল কর্ম্মই যথাজ্ঞানে ও যথাধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে জননীর নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

* Appeal case No 164 of 1899—Decided on the 28th November 1900.

সেই শিক্ষাগুণে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকালে তাঁহার উদ্বেগ তত অধিক হয় নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি এই মোকদ্দমায় অতি সঙ্গত রায়ই দিয়াছিলেন।

আমরা এই গ্রন্থে তাঁহার হাইকোর্টের অপরাপর বিচারের বৃত্তান্ত ও বিবিধ কর্ম্মের পরিচয় দিলাম না। আইন-পত্রে প্রচারিত মোকদ্দমার মধ্যে তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারী তারিখে জুনিয়ার বিচারপতি জষ্টিস্ ব্রেট (J. Brett) সাহেবের সহিত একত্র বসিয়া শেষ মোকদ্দমা করেন। এই মোকদ্দমায় শ্যামকৃষ্ণ নামে জনৈক ব্যক্তি এক পক্ষ ও রাণীসুন্দর কোঁয়ার প্রতিপক্ষ। উহা নীলাম-মুলতুবি-সংক্রান্ত মোকদ্দমা।

বিচারপতি কার্য্যকালেও তিনি সুযোগ পাইলেই দেশের লোকের উপকারের চেষ্টা করিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হন, তখন ৺সারদা চরণ মিত্র কিছুদিনের জন্য তাঁহার স্থলে বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জষ্টিস্ গুরুদাসের নিকট এই সংবাদ পাইয়া সারদা বাবু তাঁহাকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহার কিয়দংশের নকল এই স্থলে দিলাম। পাঠক ইহা পাঠে জষ্টিস্ গুরুদাসের নিকট সারদা বাবু যে কি পরিমাণে উপকৃত, তাহার আভাস পাইতে পারেন।

"—আপনার যত্নে ও গুণে কেবল আমিই যে উন্নত হইয়াছি এমন নহে; আপনি বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের স্থান এবং বাঙ্গালী-মাত্রেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও ন্যায়পরতাই স্যর ফ্রান্সিসের উকীলদিগের উপর শ্রদ্ধার ভিত্তি। আপনার যত্নে সেই শ্রদ্ধার বিকাশ হইয়াছে। ইহাতে

গভর্ণমেণ্ট ও স্যর ফ্রান্‌সিস্ আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ; কিন্তু যিনি প্রকৃত ধন্যবাদার্হ, তাঁহার কথা কেহ মনে করে না; তিনি এরূপ নিঃস্পৃহভাবে নিজের গুণ প্রদর্শন করেন এবং এরূপ অপ্রকাশিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করেন যে, বিশেষ প্রণিধান করিয়া না দেখিলে তাঁহার কিছুই জানা যায় না।"

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সিলর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় গুরুদাসের জীবনসর্ব্বস্ব ছিল। এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিতেন। লর্ড রোণাল্ডসের ভাষায় স্যর গুরুদাসের স্বদেশের উন্নতিসাধনকল্পে একটি বিষয় অপেক্ষা অপরটিতে যত্ন অধিক ছিল ইহা বাছিয়া লইয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহার স্বদেশীয় লোকের শিক্ষোন্নতির চেষ্টাই সেই অপর বিষয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেনেট সভায় প্রথম প্রবেশ কালে (ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে) তিনি স্যর গুরুদাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে যে প্রকার উৎসাহ, যত্ন ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত সে প্রকার আর কাহারও দেখেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার

আন্তরিক অসাধারণ যত্ন রাজপুরুষগণও জ্ঞাত ছিলেন। জনসাধারণে মনে করিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন জন্যই গুরুদাসের জন্ম হইয়াছিল। গুণগ্রাহী লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন মাননীয় গুরুদাসের পাণ্ডিত্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিবেদিত-প্রাণ স্বয়ং লক্ষ্য করিয়া ও বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া তাঁহাকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সিলার নিযুক্ত করেন। সমগ্র ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎপূর্ব্বে এদেশীয় কোনও ব্যক্তি এই সম্মাননীয় পদে আসীন হন নাই। মাননীয় গুরুদাসই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষীয় ভাইস্‌চ্যান্‌সিলার।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর কোমার পেথারাম (Sir Comer Petheram) ভাইস্‌চ্যান্‌সিলর পদে আসীন ছিলেন। মাননীয় গুরুদাসকে এই পদে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন তাঁহাকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং মাননীয় গুরুদাস সেই পত্রের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহার মূল পাদটীকায় * ও মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিলাম। আর লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন সেই বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারও

Government House, Calcutta
December 10. 1889

* "Dear Justice Banerjee,

The Vice-Chancellorship of the Calcutta University will shortly be vacant owing to the retirement of Sir Comer Petheram. The Chief Justice has, as I dare say you are aware, retained office until now at my request inorder to give me an

কিয়দংশ মূল ও মর্ম্মানুবাদ পাদটীকায় ও নিম্নে দিলাম। পাঠক, দেখিবেন, মাননীয় গুরুদাস এই মহাসম্মানের পদ অযাচিতরূপে পাইয়াছিলেন।

---

opportunity of making a careful selection which I could not have done while I was at a distance from this place.

I am convinced that no one could fill this honorable and important position in a manner more satisfactory to the University & to the public than yourself, & I venture to express my hope that the offer of the appointment, which I now make to you, will be agreeable to you, & that I shall have your permission to announce that it is accepted.

I am, dear Mr. Justice Banerjee,
Yours very truly,
Lansdowne"

Narikeldanga
10 th December 1889.

Reply

"Dear Lord Lansdowne,

I feel deeply thankful to your Excellency for your doing me the honour of offering me the ViceChancellorship of the Calcutta University, & still more so for the exceedingly kind terms in which you have been pleased to make the offer. I deem it my duty to accept your Excellency's kind offer most thankfully & to do all that in me lies to make myself useful for the responsible office to which you have been pleased to think of appointing me.

I remain, dear Lord Lansdowne,
With profound respect,
Yours obediently
GoorooDass Banerjee"

লর্ড ল্যানস্‌ডাউনের পত্রের মর্ম্মানুবাদ।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউস
১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৯

প্রিয় জষ্টিস্‌ ব্যানার্জ্জি!

স্যর কোমর পেথারামের অবসর-গ্রহণে শীঘ্রই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যানসিলারের পদ শূন্য হইবে। আপনি জানেন যে প্রধান বিচারপতি আমার অনুরোধে, এখনও কর্ম্মত্যাগ করেন নাই। কেননা আমি এই স্থান হইতে দূরে থাকিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহার স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করিতে পারিব না। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, আপনি ব্যতীত এমন অন্য কোন ব্যক্তি নাই, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্ব্বসাধারণের সন্তোষজনক রূপে এই সম্মান ও সমুচ্চ গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ পূর্ণ করিতে পারেন। আমি আশা করি এক্ষণে আমার প্রস্তাবিত কার্য্যে নিয়োগ আপনার প্রীতিকর হইবে। আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আপনাকে ঐ পদে নিয়োগের আদেশ প্রকাশ করিব।

আপনার প্রিয়—
ল্যানস্‌ডাউন।

মাননীয় গুরুদাসের প্রত্যুত্তরের মর্ম্মানুবাদ।

নারিকেলডাঙ্গা।
১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৯।

প্রিয় লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যানসিলারের পদে আমাকে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যে সম্মান দেখাইয়াছেন

এবং তদুপলক্ষে যে প্রকার সাতিশয় সদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইলাম। আপনার প্রদত্ত সদয় উপহার বিশেষ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ আমার কর্ত্তব্য এবং যে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে আপনি কৃপা করিয়া আমায় নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আপনার বশংবদ
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউনের প্রত্যুত্তরের মর্ম্মানুবাদ।

গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা।
১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৯

আপনি ভাইসচ্যানসিলারের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইয়াছেন অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। আমি তজ্জন্য আপনাকে ও বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিনন্দন দিতেছি।

আপনি যে প্রকার সৌজন্যের সহিত আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আপনার অপকট বন্ধু—
ল্যানস্‌ডাউন

Lord Lansdowne's reply

Government House, Calcutta
10 th December 1889

"Dear Mr. Justice Banerjee,

I am delighted to learn that you are able to accept the Vice-Chancellorship. I congratulate you and the University.

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের কন্‌ভোকেশন সভায় লর্ড ল্যান্‌সডাউনের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ।

একটি বিশেষ কারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সভায় যোগদান করিতে আমি উৎসুক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্‌চ্যানসিলার আজ এই সম্মানার্হ পদে অধিরোহণ করিবেন, সেইজন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন দিতে আসিয়াছি। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহকারিগণের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অনুমোদনে তিনি এই নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইতেছেন। আমার বিশ্বাস এই কর্ম্মে তাঁহার অপেক্ষা অপর কোন অধিক উপযুক্ত লোককে নির্ব্বাচন করিতে পারা যাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামসাময়িক সভ্যগণের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত সভ্য, ছাত্র জীবনে তিনি একজন অগ্রগণ্য ছাত্র, বক্তিগত গুণে তিনি একজন সুরুচি মার্জ্জিত পণ্ডিত, বিচারাসনে তিনি একটি সুবিখ্যাত রত্ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের মধ্যে উহাদের প্রতিনিধি। তিনি সমাজে মান্য ও সম্মাননীয় পদে অধিকারী, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃ-কার্য্য পরিচালনায় তিনিই যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার এই পদে নিয়োগ সর্ব্বসাধারণের দ্বারা যে ভাবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা

With best thanks for the courteous terms in which you have written to me, I am, Dear Justice Banerjee.

Yours Sincerely
Lansdowne.

Extract from the Convocation speech by Lord Lansdowne on the 18 1-9o.

"—There was however, a special reason for which I was particularly anxious to attend the Convocation ; I desired to offer my congratulations to the newly appointed Vice-Chancellor of the University on his accession to the honourable

অবগত হইয়া আমার যে প্রকার তৃপ্তি হইয়াছে. ভরসা করি তাঁহারও তদ্রূপ তৃপ্তি হইয়াছে। আমি এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া বেশ বুঝিয়াছি, এই প্রকার বিষয়ে সকল লোকের মনোরঞ্জন করা অতি কঠিন। কিন্তু আমার বিশ্বাস জষ্টিস্ ব্যনার্জ্জির ভাইস চ্যানসিলারের পদে নিয়োগ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মত কাহারও বিরোধী মতের দ্বারা পর্য্যুদস্ত হয় নাই। আমি সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং সর্ব্বসাধারণের মতের মুখপাত্র হইয়া আজ তাঁহাকে অভিনন্দন দিতেছি এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি তাঁহার কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন।

---

office. He enters upon it with the good will of his fellow citizens, of the University & of the Government of India. I do not believe that any more suitable selection could have been made. As a member of the University conspicuous among his contemporaries, during his career as a student as a man of cultivated tastes and scholarly attainments, as a distinguished ornament of the Judicial Bench, and as a gentleman occupying an honourable position in the Community which is most largely represented among the members of the Calcutta University, he is admirably qualified to take a leading part in its affairs. It has been gratifying to me as indeed it must have been to him, to observe the manner in which his appointment has been received. I have been long enough in this country to become aware that in such cases it is not always easy to please every one ; but as far as I have been able to discover, no discordant note has marred the general expressions of approval with which Mr Justice Banerjee's nomination to the Vice-Chancellorship has been hailed. I desire therefore in the name of the University, of the Government of India—and I believe I may, in this case claim to be the exponent of pub-

এই বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় মাননীয় গুরুদাস গ্রাডুয়েটগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পাঠে সকল সময়ে ছাত্রগণের জ্ঞানোন্নতি ও উপকার হইবে, সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতা হইতে দুই একটি উপদেশের ভাবার্থ নিম্নে ও মূল * পাদটীকায় দিলাম।

ভাবার্থঃ—

(১) তোমরা যে কর্ম্ম করিবে সকল কর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত করিতে লক্ষ্য রাখিবে, কারণ অধিকাংশ স্থলে উহাই কৃতকার্য্যতা ও সাফল্য লাভের প্রধান উপায়।

(২) সকল কর্ম্মেই মিতাচারী হইবে এবং সংঘর্ষ পরিহার করিবে। সংঘর্ষে কখনই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়। এদিকে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে, আপনার অন্তর্নিহিত উদ্বৃত্ত শক্তি সঞ্চিত রাখিতে পারা যায় এবং সেই শক্তি অজ্ঞাতসারে আপনার সংস্থিতিতে বল আনিয়া দেয়।

(৩) সামান্য বা উন্নত যে কোন অবস্থা হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই সন্তোষ বা তৃপ্তি যে একান্ত আবশ্যক তাহা নিজের যেন সম্পূর্ণ স্মরণ থাকে।

---

lic opinion at large—to congratulate the Vice-Chancellor and to wish him a successful tenure of office."

* Advice to the students by the Vice-Chancellor in 1890

(1) You must aim at thoroughness in all that you do as thoroughness is the grest secret of success in most cases.

(2) You must show moderation and avoid friction whatever you do. Friction never advances but always impedes work, while moderation by holding in reserve all surplus force, imperceptively adds strength to your position.

(3) You must know the absolute necessity of contentment with your situation be it high or low.

(৪) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকালে শিক্ষা স্বত্বেও পুরস্কার-লাভ অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে, ইহা স্মরণে রাখিয়া কদাচ ক্ষুব্ধ হইবে না এবং বিদ্যালাভ জন্য দারুণ শ্রম বৃথা জ্ঞান করিবে না। বিদ্যোপার্জ্জনের ফল যদি কিছুমাত্র না হয়, তথাপি তাহাতে যে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, রুচি মার্জ্জিত ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চয় সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জন পরম লাভ জানিবে।

এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য বা ফেলো নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাননীয় গুরুদাসের ভাইস—চ্যান্‌সিলারষিপের দ্বিতীয় বর্ষে লর্ড ল্যানস্‌ডাউনের আদেশে সর্ব্ব প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বা ঐ প্রকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণ আপনাদের মধ্য হইতে ফেলো নির্ব্বাচনের ক্ষমতা পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি কাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই ক্ষমতা পুর্ব্বে কখন পান নাই। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম. এ, বি. এল, ও বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় এম. এ, বি. এল্. বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ফেলো নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ইহা স্মরণীয় দিন। মাননীয় গুরুদাসের ইহা একটি মহৎ কীর্ত্তি। এই বর্ষের কন্‌ভোকেশন অভিভাষণেই মাননীয় গুরুদাস স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ যাহাতে স্কুলে ও কলেজে অবশ্য পাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হয় সেজন্য আগ্রহ দেখান। মাতৃ-ভাষায় জ্ঞানলাভ ছাত্রগণের যে একান্ত প্রয়োজন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষা শিক্ষাদানের যে তিনিই পুনঃপ্রবর্ত্তক,

---

(4) You must not complain that because the prizes of life are so few and notwithstanding your education so difficult

তাহা দেখাইবার জন্য আমরা তাঁহার এই বৎসরের কন্‌ভোকেশন অভিভাষণের ঐ অংশ নিম্নে পাদটীকায় দিলাম।* এই অভিভাষণের শেষে ছাত্রগণকে সাধারণ ভাবে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রগণের সর্ব্বথা স্মরণীয়, তজ্জন্য সেই অংশের ভাবার্থ নিম্নে ও মূল † পাদটীকায় দিলাম।

---

to attain, education has been a useless trouble. If it has been worth any thing, it must have strengthened your mind, refined your taste and expanded your imagination.

* Extract from the Vice-Chancellor's speech of 1891.

"——I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages."

† Last portion of the Convocation address of the Vice-Chancellor in 1891.

"—Great things may be few and far above the reach of many; but good things there are in plenty which we always have the power to do, if only we have the will. And so rich, so sure is the reward of these deeds, that life will be fully worth all its troubles, if it is steadily devoted to the work of doing good.

You have spent some of the best years of your life in gaining knowledge, and meet it is that I should conclude by asking you to realise the highest aim of knowledge. That aim is to make you happy, not however by giving you all the objects of your desire, for they are neither all good nor all attainable; nor on the other hand, by quenching all your desires, for they are neither all bad nor all quenchable. True

ভাবার্থঃ—সংসারে মহৎকর্ম্ম অল্প হইতে পারে এবং উহা সকলের সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য হয় না বটে, কিন্তু যাহাকে সাধারণতঃ ভাল কর্ম্ম বলা যায় তাহা প্রচুর আছে, এবং ইচ্ছা থাকিলে তাহা অনেকেই করিতে পারেন। এবং সেই সকল ভাল কর্ম্মের পুরস্কার এত সুনিশ্চিত এবং মূল্যবান যে, ক্লেশ সহ্য করিয়া যদি ভাল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। তোমাদের জীবনের অনেকটা ভাল সময় জ্ঞানোপার্জ্জনে কাটাইয়াছ, সুতরাং জ্ঞানাপার্জ্জনের চরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি তোমাদের অনুরোধ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিতে ইচ্ছা করি। জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য আত্মতৃপ্তি-লাভ বা সদা সন্তুষ্টভাব অবলম্বন। যে সমস্ত বস্তু তোমরা পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার প্রাপ্তিতে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না, কারণ তন্মধ্যে সকল বস্তুই ভাল নহে, অনায়াস লভ্যও নহে। আবার তোমাদের বাসনা সমূহ পূর্ণ হইলেই যে সুখপ্রাপ্তি

---

knowledge makes you happy by teaching you what the Gita has taught,

Happy the man whose soul serene
Lets in desires that ruffle it not;
Even as boundless sea receives
Unmoved the streams that thither flow.
Not happy they that cravings crave.

True knowledge makes you happy by teaching the limits of your power, by teaching you how to work and advance well and steadily within those limits, and above all by teaching you to submit with calm resignation to a Will that is inscrutable and supreme."

হইবে, তাহাও হইতে পারে না কারণ সকল বাসনা অপকৃষ্টও নহে পূর্ণ হইবারও নহে। গীতাগ্রন্থে যে জ্ঞানোপার্জ্জন সুখ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া লিখিত আছে সেই প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সংসারে আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হয় না। আবার আত্মসংস্থিতি হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। পর্ব্বতাদি হইতে নিস্যন্দিত নদী সমূহ যেমন সদা সমভাবে বহমান সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বাসনা সকল ভোগনির্ব্বিকার ভাবে যাঁহার আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি পান।

যে জ্ঞানের দ্বারা তোমার শক্তির সীমা বুঝিতে পারিবে, যাহার দ্বারা কি প্রকারে কার্য্য করিলে স্থির ও ধীর ভাবে সামর্থ্যানুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং পরিশেষে যে জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের অভ্রান্ত পরম বিধানে স্থির চিত্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

পূর্ব্বে কলেজের অধ্যাপকেরা যে বিষয় অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকালে সেই বিষয়ের প্রশ্ন স্থির করিতে পারিতেন। ইহাতে ছাত্রগণের ধারণা হইয়া পড়িয়াছিল যে, যে অধ্যাপক পরীক্ষক, তাঁহার নিকট পড়িলেই পরীক্ষার প্রশ্ন

জানিতে পারা যাইবে, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ সাধ্য হইবে। মাননীয় গুরুদাস তাঁহার ভাইস্‌চ্যান্‌সিলারের কর্ম্মকালে, এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া এই নিয়ম করেন যে, যে অধ্যাপক যে বিষয়ে কলেজে পড়াইবেন তিনি সেই বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন-নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য ইহা অতি হিতকর নিয়ম।

দুই বৎসর ভাইস্‌চ্যান্‌সিলারের কর্ম্ম করিয়া মাননীয় গুরুদাস এই কর্ম্ম ত্যাগ করিবার অভিলাষ লর্ড ল্যানস্‌ডাউন্‌কে জ্ঞাত করেন, কিন্তু মাননীয় গুরুদাসের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া লাট সাহেব তাঁহাকে নিতান্তপক্ষে আর একবৎসরের জন্য এই সম্মানের কর্ম্ম চালাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধির অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ জানুয়ারী তারিখে পাদটীকায় * উদ্ধৃত চ্যান্‌সিলারের বক্তৃতা ও উহার মর্ম্মানুবাদ পাঠে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চ্যানসিলারের অভিভাষণের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ :—মাননীয় ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া

---

* Extract from the Chancellor's sp eech of 1892.

"——I have to congratulate the Members of the University upon the fact that the Honourable Dr GoorooDass Banerjee has been good enough to accept the reappointment as Vice-Chancellor. He has during the past two years discharged the duties of his office with tact and judgment and in a manner which has secured for him the confidence of of the University. We are, I think, extremely fortunate in having prevailed upon him to accept reappointment."

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্যগণকে অভিনন্দন দিতেছি। তিনি গত দুই বৎসর নৈপুণ্য ও সুবিবেচনার সহিত যে প্রকারে কার্য্য চালাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমার মনে হয় তাঁহাকে যে পুনরায় এই কর্ম্মে ব্রতী করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাসনে তৃতীয়বার অধিবেশন করিয়া, মাননীয় গুরুদাস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের হিতসাধন উদ্দেশে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিপালনে তাঁহাদের অশেষ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে উহার সমগ্র ভাগই পাঠের জন্য আমরা অনুরোধ করি। এই পুস্তকে আমরা ঐ বক্তৃতার উপসংহারের কয়েক ছত্রের মূল পাদটীকায়* ও ভাবার্থ নিম্নে দিলাম।

বক্তৃতার ভাবার্থ :—

আপনারা যদি নিজ নিজ মূলকার্য্যনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে পারেন, এবং

---

* Extract from the Vice-Chancellor's speech of 1892.

"——— if you can reconcile your practice with your principles & if furthermore, you can reconcile yourself with your lot, you shall have earned that peace within, that true source of happiness, which even the most succesful men often fail to attain. And your success, though measured by the amount of work done, it may not be great, will surely not be small if measured by the moral strength acquired, strength which will not only sustain you in the race of life, but will stand you in good stead even in that awful stage of it that leads to eternity."

অধিকন্তু আপনাপন অদৃষ্টের ফলে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন, যদি এইরূপ ধারণা করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার মনে এমন তৃপ্তি আসিবে, যে তৃপ্তি অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটে না। এবং তাহাতে আপনার কর্ম্ম-সাফল্যের পরিমাণ অল্প হইলেও, এই স্বল্প সাফল্যে এত অধিক নৈতিক শক্তিলাভ হইবে, যে শক্তি কেবলমাত্র আপনার ইহ জীবনের সমগ্র স্রোতের গতিকে অনায়াসে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে সহায়তা করিবে এমত নহে, পরন্তু যে ভয়ানক অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরলোকে পৌঁছিতে হয়, সেই অনন্তের পথেও বিশেষ সহায় হইবে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন, তাঁহাকে আরও এক বৎসরের জন্য ভাইস্‌চ্যান্‌সিলারের কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি এইবারে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। লাট সাহেব তাঁহার এই তিন বৎসরের কার্য্যদক্ষতার বিচার করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকটি কথায় তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করেন তাহার মূল পাদটীকায় * ও ভাবার্থ নিম্নে দিলাম।

---

* Extract from the Chancellor's speech of 1893.

"I think you will, in the first place, expect me to make some acknowledgment of the services which have been rendered to this University by Mr Justice GoorooDass Banerjee, who has lately resigned the Vice-Chancellorship. Himself a member of the University, he has shown himself

ভাবার্থ।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইসচ্যানসিলারের পদ সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপকার সাধন করিয়াছেন সে জন্য আমার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত, সুতরাং আমি অদ্য সর্ব্ব প্রথমে তাহাই দেখাইতে বাধ্য। তিনি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসিলার হইয়া তথায় কি প্রকার কার্য্য করিলে তাহার অভাব মোচন ও উন্নতিসাধন হয়, তাহা বুঝিয়া তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন। যে তিন বৎসরকাল তিনি তাঁহার এই কঠিন কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন সেই সময়ের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার কর্ম্মের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদের সম্মানের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে ছাত্রগণের শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হয় ও এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও উপাধি দেওয়া হয়, তজ্জন্য মাননীয় গুরুদাসের ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশেষ চেষ্টা ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই সকল বিষয়ের শিক্ষা বর্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি

---

thoroughly able to understand its wants. During his three years' tenure, he has discharged with much tact and ability the difficult duties of his office, and has succeeded in winning for himself the respect of all those with whom he has been brought into contact."

ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে কলিকাতার সন্নিকটে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাকে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যার শিক্ষা দান, পরীক্ষা ও উপাধিদান হয়, সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রত্যেক সভাতেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছিল।



ষষ্ঠ অধ্যায়

—(০)—

সভাসমিতি ও ইন্‌ষ্টিটিউট

দেশের ছাত্রদিগের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে কোনও সভাসমিতির অধিবেশন বা স্থাপনা হউক না কেন, অথবা যে কোন শোক বা স্মৃতিসভা আহূত হউক না কেন, প্রায় সকল সভাসমিতিতেই মাননীয় গুরুদাস যোগদান করিতেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট।——ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক স্বর্গীয় রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ দেশের শিক্ষিত মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের যত্নে যুবকগণের উচ্চশিক্ষা-দানের উদ্দেশে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। উহাকে "যুবকশিক্ষা সমিতি" (Society for the higher training of young men) বলা হইত। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি সেই সমিতির উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ যত্নও পরিশ্রম করিতেন। বঙ্গদেশের ছোটলাটেরা পর্য্যন্ত সেই সমিতিতে যোগ ও উৎসাহ দান করিতেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিখ্যাত স্যর হেন্‌রি কটন সাহেব এই সমিতির সাধারণ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে মিষ্টার সি, ডাব্লু বোল্টন সাহেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই বৎসর ডক্টার রাসবিহারী ঘোষের প্রস্তাবে উক্ত সমিতির নাম ইউনিভা-

সিটি ইনষ্টিটিউট দেওয়া হয়। বহু পূর্ব্ব হইতেই মাননীয় গুরুদাস যুবকশিক্ষা-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি ডক্টার রাসবিহারীর উপরি উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। যুবকগণের শিক্ষার সহিত তাৎকালিক চলিত নামটি যত শব্দার্থ বোধক, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট নামটি তত নহে, ইহাই তাঁহার আপত্তির প্রধান কারণ। এই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সামাজিক সম্মিলনী-সভাই হউক, শোক-সভাই হউক, স্মৃতি-সভাই হউক, গীতবাদ্যের সভাই হউক, সাহিত্যচর্চ্চার সভাই হউক, আর ব্যায়াম-শিক্ষা সম্মিলনীই হউক, সকল সভাতেই সকল উদ্যোগ-আয়োজনেই মাননীয় গুরুদাস স্থবিরত্বের শেষ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ যুবক, সকল শ্রেণীর সভ্যগণের সহিত অকপটে যোগ দিতেন এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। অধ্যাপক বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, মহাশয় এই ইনষ্টিটিউটের একজন অক্লিষ্টকর্ম্মা সভ্য। তিনি বলেন যে, এই ইনষ্টিটিউটের উন্নতি সাধনে মাননীয় গুরুদাসের যে যত্ন ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বা সিণ্ডিকেট সভা ব্যতীত এত যত্ন আর কোন সভাসমিতিতে ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, মাননীয় গুরুদাস কোনও সভাতেই সভাপতি হইতে সম্মত হইতেন না, কিন্তু ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভায় সভাপতি হইতে আপত্তি করিতেন না। এই ইনষ্টিটিউটের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই অর্থ-সংগ্রহের জন্য মাননীয় গুরুদাস অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র-নাথ সেনের সহিত একযোগে বহুযত্ন করিয়াছিলেন। মানসিক পরিশ্রমের সহিত ছাত্রদিগের শারীরিক শ্রম ও তাহাদের মনের

স্ফূর্ত্তি-জনক ক্রীড়া, কুর্দ্দন ও ব্যায়াম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা মাননীয় গুরুদাসের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারী তারিখে তাঁহার কন্‌ভোকেশন অভিভাষণ পাঠে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর এই ইন্‌ষ্টিটিউটের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিয়া এদেশের ছাত্রগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপ্রশস্তহলে প্রায় পোনের শত লোক একত্র বসিতে পারেন। এক্ষণে ইহা কলিকাতা সহরের একটি দেখিবার স্থান। ইহার সহিত মাননীয় গুরুদাসের নাম চিরকাল বিজড়িত থাকিবে।

ভারতবিজ্ঞান-সম্মিলনী।—মাননীয় গুরুদাস ভারতবিজ্ঞান-সম্মিলনীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন হইতে উহার উন্নতিসাধনকল্পে যথাশক্তি সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, মহাশয়ের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল তিনি এই সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির একজন প্রধান মেম্বর ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সম্মিলনীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হন এবং জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, প্রমুখ সভ্যগণ এক মহতী শোক-সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করেন এবং পরে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সম্মিলনীর গুণগ্রাহী সহকর্ম্মিগণের দ্বারা তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি সম্মিলনীগৃহে রক্ষিত

হইয়াছে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতিকৃতি খানির আবরণ উন্মোচন করেন। স্যর আশুতোষ, স্যর গুরুদাসের নিকট তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন। নিম্নে পাদটীকায় * উদ্ধৃত স্যর আশুতোষের লিখিত পত্রখানি পাঠে ইহা প্রতীয়মান হইবে।

বঙ্গসাহিত্যপরিষদ্।—স্যর গুরুদাস বঙ্গসাহিত্য-পরিষদের একজন অক্লান্ত সেবক ছিলেন। এই পরিষদের প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ দিতেন। মাতৃভাষার চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন চেষ্টা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ ক্লাসে তিনি অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিবরের প্রণীত "মেঘনাথবধ" কাব্য পড়িয়াছিলেন। এই কাব্যখানি তাঁহার এরূপ প্রীতিকর ছিল যে, এই কাব্যের অনেকগুলি সর্গ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া মধুসূদন সন্তাপিতপ্রাণে যে কবিতাটি

---

* 12th June, 1904.

My Dear Sir,

Allow me to offer you my sincere thanks and deep gratitude for your kind congratulations and good wishes; they have to me a special value as coming from one who helped me most materially at the turning point of my career on the 25th March 1887 and who has been, since then the best of my friends. I trust you may be spared long to benefit us by your advice and guidance.

Yours sincerely,
Ashutosh Mookerjee.

রচনা করেন, উহা পাঠ করিয়া গুরুদাসের বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালাভাষা যে কত বিচিত্ররূপিণী, হৃদয়ে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এদেশীয় ছাত্রগণের স্মরণার্থ সেই কবিতাটির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি এস্থলে উহা স্মরণ করিয়া ছাত্রগণ বঙ্গভাষায় অনুরাগী হইতে ক্রটি করিবেন না।

(১)

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে ভিক্ষা বৃত্তি, কুক্ষণে আচরি।

(২)

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায় মন।
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন।

বাঙ্গালা ভাষায় বি-এ পরীক্ষায় মাননীয় গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এফ-এ ও বি-এ ক্লাসে বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ বন্ধ হয়। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন, তখন নবীনচন্দ্র সেন ও রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রমুখ ছাত্রগণকে মাতৃভাষা চর্চ্চা করিতে উপদেশ ও উৎসাহ

দিতেন। উত্তরকালে "কুরুক্ষেত্র" প্রণেতা ও "শতবর্ষ"—রচয়িতা অমর গ্রন্থকারগণ ইহা স্পষ্টাক্ষরে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যানসিলার হইয়া অবধি যাহাতে স্কুল-কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, সেজন্য তিনি চেষ্টিত থাকেন ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কন্‌ভোকেশন অভিভাষণে তাহার সূত্রপাত করেন। আবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন রমেশচন্দ্র সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, তখন স্যর গুরুদাস রমেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের সহিত একযোগে একটি কমিটি গঠিত করাইয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উহার সভাপতির দ্বারা সেনেটে যে ভাবে আবেদন পাঠাইলে কলেজসমূহে বঙ্গসাহিত্য-পাঠ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, সেই মর্ম্মে একটি মন্তব্য রচনা করিয়া দেন। স্যর গুরুদাসের রচিত মন্তব্য ও সভাপতির আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় এবং যখন এই বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় নিষ্পত্তি হয় তখন তিনি এই বিষয়ের প্রস্তাবনার সমর্থক হইয়াছিলেন। ফলে স্যর গুরুদাসের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনেট সভায় এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় রচনাজ্ঞান প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় গণিত বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য স্যর গুরুদাস বাঙ্গালা পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি এই তিনখানি গণিত পুস্তক তৈয়ারি করেন। বাঙ্গালায় ত্রিকোণমিতি লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

তাঁহার দেহত্যাগের পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী

তারিখে ১৩২৫ সালের সাহিত্যপরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভ্যগণ তাঁহার জীবনীর আলোচনা করেন ও তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন। এই সভায় রায়বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে দিলাম।

"—তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাঁহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর মা-ই তাঁহাকে গুরুদাস বাঁড়ুয্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন, সেইজন্য আমরা এরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—"ব্রাহ্মণ্য" কথার আত্মায় যাহা বিদ্যমান তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই।" এই অধিবেশনে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশ মাত্র আমরা নিম্নে দিলাম। "—গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোণা হইয়া গিয়াছেন। তিনি আত্মদান করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য, ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথীস্নানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

এই অধিবেশনের কিয়দ্দিবস পরে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পরিষদ-মন্দিরে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি রাখিয়াছেন।

কলিকাতা-গণিত-শাস্ত্র-সমিতি—তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে, স্থবিরত্বের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি, কলিকাতা-গণিত-শাস্ত্র-সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

স্যর্ গুরুদাস ইন্স্টিটিউট্।—স্যর্ গুরুদাসের জন্মভূমি নারিকেলডাঙ্গা, জেলা চব্বিশ পরগণার অধীন হইলেও উহা কলিকাতার সহরতলী। তথাকার অধিকাংশ বালকগণ কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়, এইজন্য তথায় একটি বড় স্কুল বা কলেজ স্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। ন্যূনাধিক ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তথায় একটি সামান্য স্কুল স্থাপিত আছে। এই স্কুলটিতে স্যর্ গুরুদাসের বিশেষ যত্ন ছিল। উহার উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। এই স্থানে কিছুদিন হইতে "ষষ্ঠীতলা ব্যায়ামসমিতি" স্থাপিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সমিতির সন্নিকটে একটি লাইব্রেরী ও ছোট ছোট বালকবালিকাগণের পাঠের জন্য একখানি ঘর করা হয় এবং উহার পূর্ব্বোক্ত নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "নারিকেলডাঙ্গা ইন্স্টিটিউট্" নাম দেওয়া হয়। স্যর্ গুরুদাস এই ইনস্টিটিউটের পেট্রন বা প্রতিপোষক ছিলেন। ইহাতেও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায় নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলের সমস্ত ভদ্রলোক একমত হইয়া এই ইন্স্টিটিউটের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "স্যর্ গুরুদাস ইন্স্টিটিউট্" নাম দেন। যে ভূমিখণ্ডে এই ইন্স্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মূল্য ৩৭৫০৲ এবং উহাতে গৃহ নির্ম্মাণের

ব্যয় ৮৫৫০৲ টাকা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৩০০৲ টাকার মধ্যে স্যর্ গুরুদাসের পত্নী, পুত্রগণ ও জামাতৃদ্বয় মোট ৮৯২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। "স্যর্ গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউট্" এক্ষণে ২৭ নম্বর স্যর্ গুরুদাস রোডে স্থাপিত আছে।

সপ্তম অধ্যায়

—(০)—

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

সমগ্র ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্রগণের শিক্ষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের সম্মতিক্রমে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী তারিখে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তদনুসারে একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এই সভায় ভারতগভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগের তাৎকালিক মেম্বর মাননীয় র‍্যালে সাহেব (Mr. T. Raleigh, M. A. D.C.L.) সভাপতি, ও হোম-সেক্রেটারি হিউয়েট সাহেব (Mr. J. P. Hewett, C. S. I., C. I. E.), বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ পেড্‌লার সাহেব (Mr. A. Pedler C. I. E., F. R. S.) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বোরন সাহেব (Mr. A.G. Bourne, D.Sc., F. R. S.), বোম্বাই উইলসন্ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ম্যাকিকান সাহেব (Rev. D. Mackichan M. A., D. D., L. L.D.) ও বড় লাটের কাউন্সিলের মেম্বর

নবাব সৈয়দ বিলগ্রামী (Nawab Syed Bilgrami B. A.) মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, ভারতগভর্ণমেণ্টের এক স্বতন্ত্র আদেশে মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সভার একজন মেম্বর হন। উক্ত পদের কার্য্যসম্পাদনের জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকল মেম্বরের সহিত একত্র মান্দ্রাজ, পুনা, বোম্বাই, কলিকাতা, বেনারস্, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, এবং লাহোর ভ্রমণ করিতে হয়। এই কয়েক স্থানে যাঁহার যাঁহার শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ১৫৬ জন সম্মানার্হ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সভ্যগণের সহিত তাঁহাকে রিপোর্ট লিখিতে হয়। রিপোর্টে নিম্নলিখিত ২১টী বিষয়ের মতামত আলোচিত হইয়াছিল।

(১) সিন্‌ডিকেট ও সেনেটের ব্যাবস্থাপন ও নিয়োগ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিন্‌ডিকেটের দ্বারা কলেজবিশেষকে ডিসএফিলিয়েট বা বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা।

(৩) আর্টস কলেজগুলির ছাত্রগণের বেতন নির্দ্ধারণ।

(৪) ছাত্রগণের বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন।

(৫) কলেজের উন্নতিসাধন।

(৬) প্রাইভেট বিদ্যালয় সকল তালিকাভুক্ত করা।

(৭) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রদিগের জন্য ইংরাজী-সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক উঠাইয়া দেওয়া।

(৮) আইন পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র স্থির করা।

(৯) প্রবেশিকা ও স্কুল-ফাইনেল পরীক্ষা।

(১০) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষকগণকে নিয়োগ করা উচিত কি না।

(১১) স্কুলের শিক্ষার উৎকর্ষসাধন।

মেম্বরগণের এই রিপোর্ট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ভারতবর্ষীয় ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের ভিত্তি।

এই কমিশনে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কমিটির সকল মেম্বরের সহিত ভিন্ন মতে সম্পূর্ণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থে যে যে স্বতন্ত্র যুক্তিযুক্ত স্বাধীন-মত লিপিবদ্ধ করেন, পাঠক, তাহা সেই সময়ের ইউনিভার্সিটি কমিশনের সমগ্র রিপোর্ট পাঠে বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই পুস্তকে সংক্ষেপে কমিশনের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম বিবেচ্য বিষয়ক দুই একটি কথা লিখিলাম মাত্র। ভরসা করি, ইহা পাঠ করিয়া মাননীয় গুরুদাস সমগ্র ভারতের শিক্ষা বিভাগ ও ছাত্রগণের যে কিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস পাইবেন।

কমিশনের প্রথম বিবেচ্য-বিষয় অর্থাৎ সিন্ডিকেট ও সেনেটের ব্যাবস্থাপন ও নিয়োগ সম্বন্ধে অপর মেম্বরগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, সিন্ডিকেটের অধিকাংশ মেম্বর শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। মাননীয় গুরুদাস এই বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন বিধি বা নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, যখন সিন্ডিকেটের মেম্বরগণকে কখনও কখনও শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের কার্য্যপ্রণালীর ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে হয়,

তখন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ হইতে সিন্‌ডিকেটের গঠন সঙ্গত নহে। তবে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিত্বগুণে সেনেটের ও সাধারণের ভক্তিভাজন হইবেন, তাঁহারা সিন্‌ডিকেটের সদস্য মনোনীত হইতে পারেন। এবং এইভাবে নির্ব্বাচনক্রমে যদি সিন্‌ডিকেটে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সংখ্যা ক্রমশঃ স্বতঃই অধিক হইয়া পড়ে, তাহাতে ক্ষতি নাই। তজ্জন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বা বিধি নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই। অবস্থানুসারে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইতে পারিবে।*

কমিশনের তৃতীয় সম্পাদ্য বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যিক কলেজগুলিতে ছাত্রগণের বেতন নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও অধিকাংশ সদস্যগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কলেজের ছাত্রগণের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইলেই সঙ্গত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। ছাত্রদিগের কলেজের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভ হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। এমন জ্ঞানলিপ্সু প্রতিভাশালী অনেক দরিদ্র ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্চশিক্ষা পাইবার যথার্থ উপযুক্ত। কলেজের বেতন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বা

* শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী। সিন্‌ডিকেটে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইলে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য সম্পাদন হইবে মাত্র, মাননীয় গুরুদাস বোধ হয় ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

বিধি প্রবর্ত্তিত করিলে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ চিরজন্মের মত রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহা ছাত্রগণের যেমন অসীম ক্ষতিজনক, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়েরও অপরিমিত ক্ষতিজনক; কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যতই উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বাহির হইবে বিশ্ববিদ্যালয়েরও ততই গৌরব বৰ্দ্ধিত হইবে, সুতরাং দেশের মঙ্গল হইবে।

কমিশনের সপ্তম বিবেচ্য বিষয় অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকা উচিত কি না, ইহা বিশেষরূপে বিবেচিত হয়। কেহ কেহ রূপান্তর করিয়া মত প্রকাশ করিলেও মোটের উপর অধিকাংশ সদস্যগণ নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য পাঠ্য উঠাইয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এইরূপ অভিমতির প্রধান হেতুবাদ এই যে, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের ইংরাজী সাহিত্য পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরাজী সাহিত্যের সম্যক্ অর্থগ্রহণ বা ইংরাজীতে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য তত নহে, যত ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্য পুস্তক ব্যতীত অপরাপর বিষয় অবলম্বনে লিখিত পুস্তক বুঝিবার শক্তিলাভ এবং যখন তাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিবে, তখন কলেজের অধ্যাপকগণের ইংরাজীতে বক্তৃতা বুঝিবার জন্য। এই হেতু ইংরাজীভাষা বুঝিবার শক্তিলাভ একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহারা কলেজ-বিভাগের আদৌ যোগ্য নহে; কারণ, কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক মাত্র কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় কোনও উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

মাননীয় গুরুদাসের মতে,—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের ইংরাজী সাহিত্যের সম্যক্ অর্থগ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই,—

অধিকাংশ সদস্য প্রথমেই ইহা যে অনুমান করিয়া লইয়াছেন তাহা মূলতঃ সঙ্গত নহে; কারণ, পরীক্ষার্থিগণের অর্থ-গ্রহণের জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হইলেও যে পরিমাণে পরিস্ফুট হয়, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত সাহিত্য পুস্তক পাঠের দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিস্ফুরণ জন্য চর্চ্চা করা আবশ্যক, আর ছাত্রেরা যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক কিছুমাত্র না বুঝিয়া কেবল উহা কণ্ঠস্থ করে, ইহাও অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত। ছাত্রেরা যে, পাঠ্যপুস্তক কিয়ৎ পরিমাণে কণ্ঠস্থ করে, তাহা শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালীর দোষে। শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালী সংশোধিত হইলে, ছাত্রেরা পুস্তকের মর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। আর একটু বুদ্ধির সহিত কণ্ঠস্থ করাও দোষাবহ নহে; কারণ, কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত বিজাতীয় ভাষার শব্দ, বাক্য-রচনা, বাকৃপদ্ধতি প্রভৃতি কিছুই শিক্ষা হইতে পারে না। আর অধিকসংখ্যক ইংরাজী পুস্তক পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিলেই যে, এ দেশীয় ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ করিবার অভ্যাস বন্ধ হইয়া যাইবে, ইহাও ভুল ধারণা। ইংরাজী একে বিজাতীয় তাহাতে কঠিন ভাষা। এ দেশীয় ছাত্রগণের দ্বারা, এই ভাষার শব্দার্থ, শব্দবিন্যাস, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাকৃপদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা ও হৃদয়ঙ্গম একে মূলতঃ কঠিন, তাহাতে অধিকসংখ্যক পাঠ্য পুস্তক হইলে তাহাদের সকল পুস্তক ভাসাভাসিরূপে পড়িতে ও স্থানে স্থানে কণ্ঠস্থ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে যদি অল্পসংখ্যক যথাযোগ্য সুললিত পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া হয় এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ছাত্রেরা এই সকল অল্পসংখ্যক সুললিত পুস্তক সাবধানে বুঝিয়া পাঠ করিবে

ও তাহাতে যে শব্দবিন্যাস, লালিত্য প্রভৃতির সমাবেশ আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভাষায় জ্ঞান লাভ হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষকের গুণে ও নৈপুণ্যে এবং শিক্ষাপ্রণালীর পদ্ধতিতে যে ভাষার জ্ঞানলাভ নির্ভর করে, ইহাই মাননীয় গুরুদাসের অভিমত ছিল, আর পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ পড়ান উচিত এবং কোন্ কোন্ অংশ ত্যাগ করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচনের উপরিও ভাষাজ্ঞান লাভ অনেকটা নির্ভর করে ইহাও তাঁহার যুক্তি ছিল। নাটক বা সমালোচনার পুস্তক পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন না। মাতৃভাষার উৎকর্ষ-বিধান মাননীয় গুরুদাসের সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিশেষ যত্নে কমিশনের সকল সদস্য একমত হইয়া, ছাত্রগণ যাহাতে আপনাপন মাতৃভাষায় জ্ঞান লাভ ও উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হয়, সেই অভিপ্রায়ে এই মন্তব্য নিবদ্ধ করেন যে, যে পরীক্ষার্থী মাতৃভাষায় সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

সে সময়ের ভারতগভর্ণমেণ্ট মাননীয় গুরুদাসের প্রকাশিত মতের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমগ্র মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ এদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। তবে কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার মত গৃহীত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। পরিবর্ত্তিত নূতন বিধি অনুসারে স্কুলের ও কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধি হয়, স্কুল

ও কলেজ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিবার কঠিন নিয়ম সকল নিবদ্ধ হয়, স্কুলের ও কলেজের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ হয়, এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য ডিরেক্টার জেনারল-অফ-এডুকেশন নামক পদ স্থাপিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বিচারাসন ত্যাগ

একাদিক্রমে ষোল বৎসরকাল যথাজ্ঞানে যথাধর্ম্মে হাইকোর্টের বিচারপতির কর্ম্ম করিয়া পূর্ণ ষাট বৎসর বয়সে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ এ জানুয়ারী তারিখে মাননীয় গুরুদাস অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মবিভাগে এপর্য্যন্ত নিয়ম ছিল যে, কর্ম্মচারিগণের ঊর্দ্ধসংখ্যা ষাটবৎসর বয়স হইলেই কর্ম্ম হইতে তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। তাঁহারা যতকাল ইচ্ছা কর্ম্ম করিতে পারিতেন। মাননীয় গুরুদাসের বিচারাসন-ত্যাগের তিনবৎসর পূর্ব্বে যখন এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের কথা উঠে, তখন তিনি সাধারণ নিয়ম হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পক্ষেও প্রয়োজ্য হওয়া উচিত, এই মত দেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই নিয়ম

বিধিবদ্ধ হয়। মাননীয় গুরুদাসের কর্ম্মারম্ভ এই সময়ের বহুপূর্ব্বে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। তিনি যতদিন ইচ্ছা কর্ম্ম করিতে পারিতেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই তাঁহার ষাট বৎসর পূর্ণ হয়। তাঁহার সমশ্রেণীর বিচারপতিগণের ষাট-বৎসর পূর্ণ হইলে পেন্সন লওয়া উচিত, এই মত দিয়া স্বয়ং এই মতের ব্যতিক্রম করা অন্যায় এবং জজ হইবার উপযুক্ত অপর উকিলগণের আশাপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার ষাটবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলেই কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিবেন। একটী কথা আছে, অপরকে উপদেশ দিবার সময় অনেকে অনেক পাণ্ডিত্য পূর্ণ মত প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া কুত্রচিৎ কস্যচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বত্র সুকরং নৃণাং
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কুত্রচিৎ কস্যচিদ্ ভবেৎ।"

আমাদের মনে হয়, মাননীয় গুরুদাসের সকল কার্য্যই কুত্রচিৎ কস্যচিতের অন্তর্গত।

মাননীয় গুরুদাসের অবসর গ্রহণের দিবস প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকলিনের কক্ষ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মান্য গণ্য লোকে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এডভোকেট জেনারল উডরফসাহেব (J. T. Wood roffe) এই উপলক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন ও মাননীয় গুরুদাস যে প্রত্যুত্তর দিয়া ছিলেন তাহার কিয়দংশ, লর্ড কর্জ্জনের ও স্যর লরেন্স জেন্‌কিন্‌সের পত্র দুইখানি, ও সেই সময়ের ষ্টেটস্‌ম্যান ও ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদপত্রে যাহা

লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে পাদটীকায় * আর উহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিলাম। ভরসা করি, উহা পাঠে এই

---

* Extract from the Advocate General's address :—

"—Upon the tomb of one of the noblest of her sons whom England has given to India is to be found inscribed the Epitaph—"He tried to do his duty." No man can have a higher aim and no man can honestly say more of himself than that. Happy indeed is he, if he is able to say it, for when the time of reckoning comes, we are all conscious, how utterly we have failed to discharge the duties imposed upon us. But you, my Lord have tried and nobly tried, and so far as the Bar can see, have succeeded in discharging the duties which you took upon you. The address which has been read to us describes in no exaggerated language your character and your ability as a Judge. I will only say so far as my experience goes, which extends over the whole time of your Lordship's career as a Judge, never have I heard a single suitor complain that full Justice had not been done to him by Mr justice Gooroo Dass Banerjee, that his case has not been listened to with attention, all the arguments weighed and every effort made to understand what it was, and he felt that if the case was decided against him it was rightly decided. You have also shown a character of independence, you have spoken when silence might have pointed out the line of least resistance. You have been throughout your career as a pleader and as a Judge, if I may be permitted to say so, most eminently straight forward, honest and conscientious."

Extract from Justice Gooroo Dass's reply.

"—You have been pleased to say many good and kind words concerning me with much warmth of feeling and I

পুস্তকের উপক্রমণিকায় তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা যে অতিরঞ্জিত করিয়াছি, এ ধারণা হইবে না। আর এই সুযোগে দেশীয় শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী যুবকবৃন্দের নিকট আমাদের করযোড়ে একান্ত অনুরোধ, যেন তাঁহারা নিতান্তপক্ষে মাননীয় গুরুদাসের

---

trust you will excuse me, if imbibing the warmth of feeling about me, I say anything which cool reason may not strictly approve. We merit praise the most when we want it the least, and we are utterly undeserving of it, if we actually seek for t. Now, whilst there are many who may not stoop so low as to seek for praise as an incentive for doing their duty, it is only a few who can aspire so high as to be able honestly to say that the inward satisfaction of having done their duty perfectly well places them above all praise. And to the former, therefore, good words coming from those whose opinions they value, after their work is done, always give gratification. Much as I have striven, much as I may wish to be one of the fortunate few, I feel that I am only one of the ordinary many with the common imperfections and infirmities of man, and I must, therefore, gratefully acknowledge that the very kind words which you have been pleased to say about me at a time when my work in this court is over, must be a source of great satisfaction to me. But I should ill deserve your kindness it I were to appropriate to myself the many good things you have said as being wholly my due. I am fully sensible of the fact that a good portion of it is attributable to that indulgence with which generous minds view the merits and demerits of others at parting moments. I must also freely own that what may apparently stand to my credit for any good work done, a very large share belongs to you for the help you have always

প্রত্যুত্তরটি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন এবং উহার প্রত্যেক বর্ণ স্মরণে রাখিয়া সেই আদর্শ পুরুষের মত ন্যায়-আচরণ ও যতদূর সম্ভব নিষ্কামী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, ঘোরকর্ম্মী হইয়া রাজপুরুষ ও স্বদেশীয়গণের হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও তাঁহাদের যেন অহমিকার বা অভিমানের লেশমাত্র হৃদয়ে স্থান না পায়, অতীত ভারতের গৌরব রক্ষা হয় এবং গুরুদাসের স্বর্গারোহণ-জনিত অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও মোচন হয়।

---

rendered to me in doing that work. I must not here forget what the Geeta in a somewhat different connection reminds us of, when it says "—Deluded by selfconceit, we often consider ourselves the authors of work which is really done by the agencies of Nature." I say this not from any affectation of humility, but from a conviction of its truth, for though intolerance of inopportune contradiction or impatience of unnecessary delay may sometimes make us look with disfavour upon forensic arguments, it is beyond question that the help which the Bar renders to the Bench is simply invaluable—"

Lord Curzon's letter :—

Government House Calcutta.
January 30th 1904.

"Dear Mr. Banerjee,

I have been reading in the news papers the very honourable and befitting tributes which were paid to you in the High Court yesterday, on the eve of your retirement from the Bench. As the Head of the Government at the time when this event so universally regretted takes place, I should like to add my word of congratulation and thanks to you for

এডভোকেট জেনারেলের অভিভাষণের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ ঃ— ইংলণ্ড যে সকল উন্নতমনা সন্তানকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন তন্মধ্যে একজনের সমাধিস্তম্ভে "তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন" এই চৈত্যলিপি খোদিত আছে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার চেষ্টা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য কাহারও হৃদয়ে থাকিতে পারে না এবং কোনও ব্যক্তিই সঙ্গতরূপে তদপেক্ষা মহৎবাক্য বলিতে পারেন না। একথা যিনি বলিতে পারেন, তিনি যথার্থ ভাগ্যবান; কারণ, যে সকল কর্ম্ম আমাদের হস্তে ন্যস্ত হয়, অন্তিম কার্য্য বিচারালয়ে সেই সকল কর্ম্ম ন্যায্যরূপে সম্পাদন

---

your long and distinguished career of public service, and of good wishes in whatever sphere of activity and usefulness (for you could not remain idle) your leisure may tempt you to embark.

When I first arrived in Calcutta, I was informed that there was on the Bench of the High Court an Indian Judge, who to personal high character and the intellectnal aptitudes of his race, added a profound acquaintance with the princples of Western Jurisprudence aud in whose mind and speech might be observed a quite remarkable blend of the best that Asia can give or Europe teach. When I made his acquaintance, I learnt that this description was correct and now that, he is about to retire from public life, I can not dissociate myself from the valedictory tributes that arc being paid to one who has been such an ornament to his profession and his country.

I am, Dear Mr. Banerjee,
yours very truly,
Curzon".

করিতে আমরা কত অক্ষম, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মাননীয় গুরুদাস! আমরা উকিল ও ব্যারিষ্টার সম্প্রদায় যতদূর আপনার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছি, আপনি যথাধর্ম্ম কর্ত্তব্যপালনের জন্য যেমন মহৎপ্রাণে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইপ্রকার ফললাভও করিয়াছেন। যে অভিভাষণ আপনার জন্য এক্ষণে পঠিত হইল,

---

Letter from, Sir Lawrence Jenkins :—

High Court, Bombay
31st January 1904

"My dear Banerjee,

Tomorrow, I believe, witnesses the severance of your long, valued and honourable connection with the Calcutta High Court, and as a former colleague and a sincere admirer, I cannot let the occasion pass without a word. It will not be without a wrench that you leave the Court, or that your colleagues part with you ; but the time, I suppose must come to all busy men—at least to such as reflect on things—when they yearn not for ease, but for a fuller chance of thinking out for themselves and seeking after the greater truths of life. If it be within their power to satisfy their yearning, then they may be accounted happy ; and in this veiw I felicitate you though not without regret that time has passed so quickly.

Into your retirement you will carry the good wishes of many colleagues past and present, but none more genuine than those of your sincere friend,

Lawrence Jenkins."

Extraet from the Statesman of the 31. 1. 04

"—In his private, in his professional career, throughout

উহাতে আপনি যে ভাবে ও যে প্রকার যোগ্যতার সহিত বিচারকের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণিত হয় নাই। আপনার সম্বন্ধে আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, যাহা আপনার সমগ্র বিচারপতিত্বের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া লাভ করিয়াছি, তদনুসারে আমি সগৌরবে বলিতে পারি যে, কোন বিচারপ্রার্থী কোন সময়ে একথা বলিতে পারেন নাই যে, মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার মোকদ্দমা শুনেন নাই, বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, স্বপক্ষ-বিপক্ষের তর্কবিতর্ক বিচার করেন নাই বা মোকদ্দমার অন্যায় মীমাংসা করিয়াছেন। যিনি মোকদ্দমা করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়াছেন, তিনিও বিচারালয় ত্যাগ করিবার

---

his term of service on the Bench he has been alike successful and admirable. He has set the seal upon a long career of valuable public service by retiring. Aad in this, his last public act, he has given an example to those who so far forget what is due to themselves and the public they serve, as to outstay the maturity of their powers and persist in the performance of duties to which age or infirmity has rendered inadequate. The heartiest good wishes of all who know him, the admiration and regard of hosts of friends attend Mr Justice Gooroo Dass in his retirement to the rest which he has so honourably earned—"

Extract from the Indian Mirror dated the 4. 2. 1904,

"—The Vedic Hindu to whom we refer as forming a denizen of this Kaliyuga which is practically interminable is Mr Guru Dass Banerjee late Judge of His Majesty's High Court of Calcutta. Whenever we think of the gentleman, we lose our usual restraint of feeling and language; and we do not regret it for judged by any standard, weighed in any

সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, জষ্টিস্ গুরুদাস ন্যায়সঙ্গত বিচারই করিয়াছেন। আপনি নির্ভয়ে স্বাধীনচেতা হইয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, আর যে স্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে চলিতে পারিত, সে স্থলেও আপনি স্পষ্ট বাক্যের দ্বারা নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আপনার সমগ্র ওকালতিকালে ও জজিয়তি সময়ে আপনি নিরপেক্ষ, স্পষ্টবাদী ও ধার্ম্মিকের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন।

জষ্টিস্ গুরুদাসের প্রত্যুত্তরের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ।—

আপনারা কৃপা করিয়া উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত

---

scale, Guru Dass Bannerjee is one Hindu in these days of the Kali yuga, who has consistently lived the Vedic life of the Satya yuga. Of this life, which every one hopes will be prolonged in happiness, we shall speak a few sentence later. Our immediate purpose is to show, that from the merest worldly point of view, not Hindus only, but non Hindus also, of whatever class, creed and degree—have regarded Guru Dass Banerjee as a man who is their exemplar and ideal. Guru Dass retired from his Judicial duties only a few days since; but no Judge retired amid such universal and heartfelt regret. The retirement scene will ever remain indelibly impressed upon the memory of those who were privileged to witness it. It must have been an eye-opener to his brother Judges. There was the usual formal address presented in a casket. The address was couched in language which sounded like hyperbole but which fell short of the truth. It is not ill health or age or compulsion that has led to Mr. Banerjee's retirment from the High court. It is the consciousness of the feeling that he must devote his last years to his country's good untrammelled by the shackle of office that has made this grand Hindu gentleman a man of freedom—"

আমার সুখ্যাতি করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আপনাদের উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া যদি আমি এমন কোন কথা বলিয়া ফেলি, যাহা অবিচলিত ভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত মনে হইবে, আমি প্রার্থনা করি, তজ্জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এ জগতে সেই ব্যক্তিই সুখ্যাতির পাত্র, যিনি সুখ্যাতির আদৌ প্রার্থী নহেন; এবং যিনি সুখ্যাতি অন্বেষণ করেন, তিনি সুখ্যাতি লাভের একেবারে অযোগ্য। যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবে বলিয়া সুখ্যাতি পাইবার চেষ্টা করেন এ প্রকার লোকের সংখ্যা অধিক আর সুখ্যাতি প্রাপ্তির একেবারে প্রত্যাশা না করিয়া কেবল মাত্র প্রকৃত আত্মতৃপ্তিকল্পে সুচারুরূপে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে যাঁহাদের উদ্যম ও যত্ন হয়, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আপন কর্ম্মসমাপ্তির পরে, যাঁহাদের প্রশংসা তাঁহারা মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সুখ্যাতি পাইলেই যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলেন মনে করেন। শেষোক্ত পরম ভাগ্যবান বিরলশ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য বাসনা ও একান্ত চেষ্টা করিয়াও আমি সাধারণ মানবধর্ম্মের দৌর্ব্বল্য ও অসম্পূর্ণতা লইয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। সেই জন্য আমার বিচারপতির কার্য্যসমাপ্তির পরিশেষে আপনারা আমাকে যে সকল সদয়বাক্যে অভিভাষণ দিলেন, তাহাতে আমার বিশেষ তৃপ্তি হইল এবং তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম। কিন্তু যে সকল গুণের জন্য আপনারা আমার সুখ্যাতি করিলেন, সে সকল সুখ্যাতি লাভের আমি একেবারে অনুপযুক্ত হইব, যদি সেই সকল সুখ্যাতি আমার নিজকর্ম্মগুণে পাইবার আমি উপযুক্ত, ইহা আমি মনে করিয়া লই। আমি

জানি, উদারপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ কোনও ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণকালে সাধারণতঃ তাঁহার কেবলমাত্র গুণেরই বর্ণনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে আপনারা আমার গুণের কথাই বলিলেন। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান আমার নিজগুণে করিয়াছি বলিয়া আপনারা বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তদন্তর্গত অধিকাংশ কর্ম্মই আপনাদের সহায়তা পাইয়া আমি করিয়াছি। স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে কথিত একটি গীতাবাক্য আছে যে, যে কর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণে বা প্রকৃতির ধর্ম্মে ক্রিয়মাণ হইতেছে, আত্মাভিমানে প্রতারিত হইয়া সেই কর্ম্মের কর্ত্তা আমরা আপনাকে মনে করি। সেই গীতাবাক্যটি * আমি এ সময়ে মনে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি বিনয়ের বা নম্রতার ভাণ করিয়া একথা বলিতেছি তাহা আপনারা মনে করিবেন না। আমার এই গীতাবাক্যে একান্ত বিশ্বাস। যদিও আমি অসংলগ্ন প্রতিবাদে অসহিষ্ণুতায় বা শীঘ্র কার্য্যসম্পাদনের আগ্রহে আইন সম্বন্ধে অযথা তর্কপ্রণালীর প্রতি কখন কখন বিরক্তিভাব দেখাইয়াছি, কিন্তু ব্যবহারাজীবগণ বিচারপতিগণকে যে সহায়তা করেন তাহা যে অমূল্য, ইহা নিশ্চয় ও সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

লর্ড কর্জ্জনের পত্রের মর্ম্মানুবাদ :— ৩০এ জানুয়ারী

প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! ১৯০৪—কলিকাতা

বিচারাসন ত্যাগ উপলক্ষে গতকল্য আপনাকে হাইকোর্টে

---

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা—

যে প্রকার ন্যায্য সম্মান দেখাইয়াছে, উহা সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম। যে সময়ে জনসাধারণের পক্ষে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটিল, সে সময়ের গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া আমি আপন পক্ষ হইতে আপনার দীর্ঘকালব্যাপী অতি উৎকৃষ্ট কার্য্যকলাপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন, সুতরাং আপনার অবসরকালে আপনি যে কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকুন না কেন, আমি প্রার্থনা করি, সেই কর্ম্মে যেন মঙ্গল হয়।

আমি যখন কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন আমি শুনিয়াছিলাম যে, হাইকোর্টের বিচারাসনে একজন দেশীয় বিচারপতি আছেন, যাঁহাতে ব্যক্তিগত উচ্চচরিত্র, জাতীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও পাশ্চাত্য ব্যবহার-শাস্ত্রতত্ত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা, এই তিনটি গুণ একত্র সম্মিলিত লক্ষিত হয়, এবং যাঁহার মনোবৃত্তিতে এবং বাক্যে এসিয়া ও ইউরোপের গুণভাগের অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন সেই ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা প্রকৃত, এবং এক্ষণে যখন আমি অবগত হইলাম যে, তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গুণ-কীর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে একমতে আমি বলিতেছি যে, তিনি যথার্থই স্বদেশের ও বিচার-বিভাগের একটি উজ্জ্বল রত্ন।

আপনার অকপট বন্ধু

কর্জ্জন।

বোম্বাই হাইকোর্টের চিফ্-জষ্টিস্ স্যর্ লরেন্স জেন্‌কিন্‌সের পত্রের মর্ম্মানুবাদ :—

প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়!

আগামী কল্য বোধ হয় আপনার সহিত হাইকোর্টের বহুদিনের মূল্যবান ও সম্মানের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইবে। সুতরাং এই সময়ে আপনার একজন পুরাতন সহকর্ম্মী ও গুণগ্রাহী হইয়া আমি একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাইকোর্ট ত্যাগকালে আপনার ও আপনার সহকর্ম্মিগণের সমভাবে যে মনোবেদনা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মনে করি, সকল কর্ম্মী বিশেষতঃ চিন্তাশীল কর্ম্মিগণের এমন এক সময় আসিয়া পড়ে, যে সময়ে তাঁহারা আয়াসস্পৃহা না করিয়া, স্বক্ষেত্রে জীবনের সারতত্ত্ব অন্বেষণ করিবার সুযোগ পান। এই সারতত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সুখী। এই সারতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার এত শীঘ্র আপনার সুযোগ হইল দেখিয়া আমি হর্ষ প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ দুঃখও হইল।

আপনার অবকাশের সহিত আপনি অনেক অতীত ও বর্ত্তমান সহকর্ম্মীর মঙ্গলেচ্ছা লইয়া যাইবেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, যে পরিমাণে আপনার এই অকৃত্রিম বন্ধুর মঙ্গলেচ্ছা লইয়া যাইবেন, ততোঽধিক মঙ্গলেচ্ছা অপর কাহারও লইয়া যাইতে পারিবেন না।

লরেন্স জেন্‌কিন্‌স্

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারী তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ :—

——কি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনে, কি তাঁহার ওকালতি অব-

স্থায়, কিঁ তাঁহার বিচারকের কার্য্যকালে, সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে সফল ও শ্লাঘ্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকালব্যাপী বহুমূল্য ও লোকহিতকর বিচারকার্য্যের পরিসমাপ্তি করিলেন। এই শেষোক্ত লোকহিতকর বিচারকার্য্যে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্তি ভাগ ও বৃদ্ধবয়সে শক্তির হ্রাসাবস্থা বিস্মৃত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার ন্যায়োপার্জ্জিত অসংখ্য বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণের মঙ্গলেচ্ছা, সম্মান ও শ্রদ্ধালাভের সহিত দীর্ঘকাল বিশ্রাম সুখ-সম্ভোগ করুন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারীর মিরার পত্রের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ ঃ—

—যাঁহাকে কলিযুগে অবতীর্ণ বৈদিক হিন্দু বলিয়া আমরা উপরে লিখিয়াছি, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যখনই তাঁহার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি, তখনই আমাদের ভাষার ও ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলি। আর অতিক্রম করিয়া ফেলি বলিয়া দুঃখিত হই না, কারণ যে প্রকারেরই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দেখি না কেন, যে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন, ইহা স্থির যে এই কলিযুগে কেবলমাত্র তিনিই সত্যযুগের হিন্দুর ন্যায় আচরণ অনুসরণ করিয়া থাকেন। সকলেই আশা করে এমন জীবন দীর্ঘকাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়। ইঁহার জীবন সম্বন্ধে পরে আমরা বিস্তৃতভাবে বলিব কিন্তু আপাততঃ এইমাত্র বলি যে, পার্থিব

দৃষ্টিতে সকল শ্রেণীর সকল জাতীয় লোকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আদর্শ মানব বলিয়া মনে করেন। সে দিবস তাঁহার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বিদায়গ্রহণ কালে, জনসাধারণে যে প্রকার সার্ব্বজনীন দুঃখের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে প্রকার সমারোহে বিদায়দান অপর কোন বিচারপতির ভাগ্যে ঘটে নাই। যাঁহাদের অদৃষ্টে এই দিবসের দৃশ্য-দর্শন ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের স্মৃতিপটে উহা চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে অঙ্কিত থাকিবে। এই দৃশ্য তাঁহার সহকর্ম্মী ভ্রাতৃগণের নয়নেন্দ্রিয়কে নিশ্চয়ই ফুটাইয়া দিয়াছিল। বিদায়দান কালে সচরাচর যেমন কৌটায় অভি-নন্দন-পত্র দেওয়া হয় তাহাই তাঁহাকেও দেওয়া হইয়াছিল। অভিনন্দন-পত্রখানির রচনা সাধারণতঃ শুনিলে অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখিত বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ বিচার করিয়া দেখিলে উহার ভাষায় তাঁহার সমগ্র গুণ কীর্ত্তিত হয় নাই। বয়ো-ধিক্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ বা অপর কোন কারণে বাধ্য হইয়া তিনি হাইকোর্ট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি গ্রহণান্তর স্বদেশ-সেবা কর্ত্তব্যবোধে সর্ব্বজনবরেণ্য এই আদর্শ হিন্দু স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলেন।

অবসর গ্রহণকালে মাননীয় গুরুদাস হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি ছিলেন। কেবলমাত্র স্যর হেন্‌রি প্রিন্‌সেফ্ ও মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ তখন তাঁহার সিনিয়র ছিলেন। সেই বৎসর স্যর হেনেরি প্রিন্‌সেফ, জষ্টিস্ আমীরআলি, জষ্টিস্ হিল ও জষ্টিস্ ষ্টিভেন্‌স্‌ও অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসর এডভোকেট জেনারেল জে, টি, উডরফ্ সাহেবও কর্ম্মত্যাগ করেন।

লর্ড কর্জ্জন মাননীয় গুরুদাসের অশেষ গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে বিদায় গ্রহণকালে কেবলমাত্র সুখ্যাতি করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া নিরস্ত হন নাই, ভারত সম্রাটকে তাঁহার যথাযথ গুণের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নাইটহুড উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী প্রজা-বৎসল সম্রাট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুন তারিখে তাঁহাকে নাইট উপাধি দেন।

তাঁহার উক্ত উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জন, জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কৌন্সিলি ডব্লু, সি, বোনার্জ্জি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মান্দ্রাজের শিবস্বামী আয়ার, স্যর ফ্রান্সিস্ ম্যাক্লিন, ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি সে সময়ে যে কয়েকজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও জনসাধারণে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শত সহস্র পত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় লেখককে বলিয়াছিলেন, "এই স্যর বা ছার উপাধির জন্য আমি আর কি হর্ষ করিব? তবে দেশের লোকের যে ইহাতে আনন্দ হইয়াছে, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমার মনে হয় এই উপাধি ছার বস্তু।" প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন অংশেই তিনি উপাধি-অনুরক্ত ছিলেন না। এমন কি, তিনি আপাতমনোহর শ্রুতি-সুখকর বাক্যেরও অনুরক্ত ছিলেন না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিত্তালয়ের জুবিলি (Jubilee) উপলক্ষে তিনি অনারেবল্ ডক্টর অফ-ফিলজফি উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে "ফ্যাকল্‌টি অফ লর" "ডিন" নিযুক্ত হন।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

—o—

গ্রন্থ রচনা

বর্ত্তমান যুগের সাধারণ মানবগণের জীবনকাল বিভাগ করিতে যাইয়া আমরা বলিয়াছি যে, লোকে সাধারণতঃ জীবনের এক তৃতীয়াংশ বিশ্রাম ও মতিগতি অনুসারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন।

স্যর গুরুদাস যদিও ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারী তারিখে হাইকোর্টের বিচারপতির গুরুতর কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জীবনকালের বিভাগানুসারে পরদিবস হইতে তাঁহার বিশ্রামের ও ধর্ম্মচর্চ্চার কাল আসিয়াছিল, কিন্তু এই বিশ্রাম-কালের মধ্যেও তিনি এত শ্রম করিতেন যে, বর্ত্তমান সময়ের ঘোর কর্ম্মী, জীবনের মধ্যাহ্নকালেও তদ্রূপ শ্রম করিতে পারেন না। স্যর গুরুদাসের মতে বিশ্রাম শব্দটির অর্থ আলস্য নহে। এক প্রকার কার্য্য অনেকক্ষণ না করাকে তিনি বিশ্রাম বলিতেন। বিচারাসনের কর্ম্মে তাঁহাকে এক বিষয়াবলম্বনে অধিকক্ষণ শ্রম করিতে হইত। তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া তিনি বিশ্রাম মনে করিতেন। পেন্সন লওয়ার পরেই দেশের ছাত্রছাত্রীগণের যাহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, সেই

সম্বন্ধেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে যে দেশদেশান্তর হইতে কত লোক তাঁহার নিকট সমাগত হইতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের সকলের সহিত এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া যে পথ অবলম্বন করিলে দেশের উন্নতি হয়, তিনি তাহার পরামর্শ দিতেন। কেহ কোন গ্রন্থ রচনা কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেও তাঁহার উপদেশ লইতে আসিতেন। তিনি তাঁহাদেরও সাধ্যানুসারে পরামর্শ দিতেন। ৺ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী লিখিবার সময়ে তাঁহার নিকট অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

চিরজীবন বেলা দশটার মধ্যে অন্নাহার করিয়া কলেজে ও বিচারালয়ে যাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। পেন্সন লইবার পরেই, দূরাগত মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তায় তাঁহার অন্নাহার করিতে প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর হইত। এই অনিয়মে তাঁহার পাছে পীড়া হয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার পুত্রেরা ভীত হইতেন এবং তাঁহাকে অন্নাহারের কাল স্মরণ করাইয়া দিতেন। কিন্তু তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্য সমাধা না করিয়া দিয়া কিছুতেই উঠিতেন না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ছাত্রগণের জন্য একখানি ইংরাজী এরিথ্‌মেটিক্‌ মুদ্রাঙ্কন করেন। পরে ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পর্য্যায়ক্রমে (১) শিক্ষা-সংক্রান্ত কয়েকটি চিন্তা (ইংরাজী), (২) জ্ঞান ও কর্ম্ম, (৩) পাটীগণিত, (৪)

বীজগণিত, (৫) জ্যামিতি, (৬) ভারতের শিক্ষা-সম্পাস্থ বিষয়, (ইংরাজী) এই ছয় খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ এই পুস্তক তিনখানি—বিশেষতঃ "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকখানি—মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ না করিলে গ্রন্থ-কর্ত্তার অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্যর গুরুদাস দেশের ছাত্রগণের জ্ঞানের, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসে এবং গভীর ধর্ম্মচিন্তায় যে, জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থ তিনখানি তাহার প্রমাণ। এই পুস্তক তিনখানির বিস্তৃত সমালোচনা না করিয়া আমরা ইংরাজী দুইখানি পুস্তক হইতে কিছু কিছু নির্ব্বাচন করিয়া উহার মর্ম্মানুবাদ ও "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তক হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দিলাম। আমাদের অনুরোধ, বঙ্গদেশের আপামর সাধারণে যেন এই তিনখানি গ্রন্থ কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন। আমাদের মনে হয়, "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকখানির তুলনা নাই। বর্ত্তমান যুগে লিখিত এই প্রকার বিশ্বতোমুখ বাঙ্গালা পুস্তক অতি বিরল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উহা পাঠে সকল প্রকার প্রকৃতির লোকেরই জ্ঞানলাভ হইবে এবং এতন্নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণে সদগতি হইবে। তিনি দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অপর একখানি অসম্পূর্ণ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের একান্ত আশা আছে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরা উহা সম্পূর্ণ করিবেন।

'শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা' নামক ইংরাজী পুস্তকের নির্ব্বাচিত অংশের মর্ম্মানুবাদ :—

ধর্ম্মশিক্ষা।—

সর্ব্বশক্তিমান, অসীম গুণধাম জগৎপালন-কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং দেহত্যাগের পর এক স্বতন্ত্র অবস্থা আছে, এই একান্ত বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলে। মনোবিজ্ঞান বা দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের এই প্রভেদ যে, নৈতিক বিধিনিয়মের সহিত উহাদের অনেক পরিমাণে অনুমান-সিদ্ধ সম্বন্ধ। কিন্তু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও দেহান্তে এক ভাবি অবস্থার অস্তিত্ব, এই দুইটি কেবলমাত্র ধর্ম্ম শব্দেরই অন্তর্গত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও মরণান্তে স্বতন্ত্র অবস্থার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য অথবা কেবলমাত্র ভ্রমাত্মকবুদ্ধি সম্ভূত?

মানবজাতির মানসিক শক্তির প্রথম বিকাশকাল হইতে সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বযুগের পরমজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই কঠিন সমস্যা লইয়া চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আমাদের এ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহার সত্যতা তর্কবিতর্কের দ্বারা বিস্তৃতরূপে কাহাকেও বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিব না। আমরা এস্থলে এইমাত্র সঙ্কেত করিব যে, যে সকল যুবক ছাত্রের মনে এই দুরূহ প্রশ্ন উঠিবে ও তাহার উত্তর-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, তাঁহারা যেন প্রবণতাশূন্য হইয়া এই বিষয়ের নিম্নলিখিত উত্তর গ্রাহ্য করিয়া লন।

আমার এই কথা স্মরণে রাখিয়া পরমেশ্বর ও মৃত্যুর পরে এক স্বতন্ত্র অবস্থা আছে কি না, এই দুই প্রশ্নের সংক্ষেপে নিম্নলিখিত উত্তর দিতে পারা যায়।

(১) মন ও বস্তুজগৎ একটি কারণ ব্যতীত উদ্ভূত হয় নাই। আর সেই কারণ হইতে কেবলমাত্র বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এমত নহে, মনের এবং নীতিরও সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই জ্ঞান ও নীতি সংযুক্ত কারণ, অনন্তকাল হইতে অসীমভাবে বিদ্যমান আছে। সুতরাং মন ও বস্তুপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড যেমন নিত্য-সত্য, পরমেশ্বরও নিতান্ত-পক্ষে তদ্রূপ নিত্য-সত্য, বরং তিনি আরও অধিক সত্য। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ব্যক্ততেজ মাত্র, সুতরাং তিনি তদপেক্ষা মহৎ। কেহ কেহ বলেন, যে অসীম ভাবসমন্বিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য, সুতরাং পরমেশ্বরের অসীম ভাব সম্বন্ধে এই যে যুক্তি, উহা সার যুক্তি নহে। এই তর্কের উত্থাপন হইলে আমাদের উত্তর এই হইবে যে, যেমন আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অসীমভাবকে কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য, তেমনই অসীমভাবকে আমাদের মন হইতে বিতাড়িত করাও দুঃসাধ্য। এবং যখন আমরা দিগন্তব্যাপী বিস্তৃতিকে, কালকে ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা করি, তখন আমাদের সেই চিন্তাকে সীমার অন্তর্গত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

(২) চৈতন্যশক্তির বলে প্রকাশিত অহংজ্ঞান স্বতঃই আমাদের এক ভাবি অবস্থায় বিশ্বাস আনিয়া দেয়। যে আত্মাভিমান বা অহংজ্ঞান হইতে আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহা কেবল জীবদেহ নহে, উহা তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ। সেই জন্য দেহের ধ্বংসে যে সেই অহংজ্ঞান লুপ্ত হইবে, তাহা সম্ভব নহে, বরং উহার অনাদিনিধনত্বই সম্ভবপর।

"ভারতের শিক্ষা-সম্পাত্ত বিষয়" নামক ইংরাজী পুস্তকের নির্ব্বাচিত অংশের মর্ম্মানুবাদ।—

(১) শিক্ষা দিবার উপায়।

বাধাপ্রাপ্তি পীড়াজনক। উহা কেবল কষ্টপ্রদ নহে—উহাতে কর্ম্মোন্নতির গতিও মন্দ করিয়া দেয়। স্বাধীনতা পাইবার জন্য আমরা স্বভাবতঃ উৎসুক। কিন্তু আপন ইচ্ছামত সকলেই যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তাহা হইলে কেহই স্বাধীন হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি অপর স্বেচ্ছাবৃত ব্যক্তির সংস্রবে আসিলেই সে আপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে বাধা পাইবে। অতএব বাধা পীড়াজনক হইলেও উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পীড়া হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায় আত্মসংযম। আত্মসংযমী মানব অপর কাহাকেও তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ দেন না। তিনি যথার্থই অপরের হাত হইতে মুক্ত, সুতরাং প্রকৃত সুখী। কিন্তু অপরাপর মূল্যবান বস্তুর ন্যায় এই সুখপ্রাপ্তিও কষ্টসাধ্য। আত্মসংযম বহুকালব্যাপক অভ্যাসলব্ধ বস্তু। সংযমশিক্ষা, শিক্ষাদানের একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে শিক্ষাপ্রণালী সংযম-শিক্ষা জ্ঞান ও এই জ্ঞান-প্রাপ্তিকে বাধা দেয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা-লাভের বিরোধী বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমরা স্বভাবতঃই আমোদ ও আরাম ভালবাসি বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আমোদ ও আরামপ্রিয় হইলে নিয়মশিক্ষা ও আত্মসংযম লাভের ব্যতিক্রম ঘটে। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়গণের ছাত্রকে আরাম ও আমোদ করিতে কিয়ৎপরিমাণে সুযোগ দিয়া এই আরাম ও আমোদ-প্রিয়তা যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাদান অতি হিতকর।

(২) স্ত্রীশিক্ষা।

ছাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, ছাত্রীগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের সেই সকল কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে ছাত্রীগণের শিক্ষার জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। সেই গুলির জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বিধি-নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন।

অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত ছাত্রীগণের শিক্ষার জন্য একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, তাহাদের জন্য এমন সকল বিষয় অবলম্বনে লিখিত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, যাহাতে পরে তাহাদের উত্তরকালে গার্হস্থ্য-জীবন সুশৃঙ্খলায় চালাইবার জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহাদের বিবাহের পরে তাহারা পতিব্রতা ধর্ম্মপালন করিয়া অনুরাগিণী গৃহিণী ও তৎপরে মাতা হইলে কোমল ও কঠিন মাতৃকর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়।

স্যর্ গুরুদাস স্ত্রীশিক্ষার পক্ষসমর্থক ছিলেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই শাস্ত্রীয় মত অনুসরণ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ দেখাইতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, যে সমাজের স্ত্রীজাতি শিক্ষিত নহে, সে সমাজকে শিক্ষিত সমাজ বলা যাইতে পারে না। পুরুষ উত্তরকালে যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শৈশবে মাতৃক্রোড়েই তাহার প্রথম জ্ঞানোপার্জ্জনের সূত্রপাত হয়। আবার স্নেহময়ী মাতার, স্নেহময়ী ভগিনীর, স্নেহময়ী পত্নীর, স্নেহময়ী কন্যার নিকট যে দয়া, মমতা ও ভালবাসা শিক্ষালাভ হয়, কোনও নীতিশাস্ত্রজ্ঞের নিকট তদ্রূপ নীতি শিক্ষা হয় না। সেইজন্য, স্ত্রীজাতি যাহাতে স্নেহময়ী মাতা,

স্নেহময়ী পত্নী, স্নেহময়ী-ভগিনী, স্নেহময়ী-কন্যা হইতে পারে, সেই শিক্ষা—দান সভ্যসমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। এদেশের শাস্ত্রকারগণেরও স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাজনক জ্ঞানদানই উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম পতিসেবা, সন্তান-পালন ও সংসারে ধর্ম্ম-সংস্থাপন। যে যে পাঠ্য পুস্তক তাহাদের উপরি উক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহারা বাচাল, কোপন স্বভাবা, ক্রূরমতি ও প্রগল্‌ভা না হয়, সেই সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত ও পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত করা স্যর গুরুদাসের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান কথা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্যর্ গুরুদাসের এই ইঙ্গিত স্ত্রীশিক্ষাদান প্রয়াসী ব্যক্তিগণও নাটক-নভেল পাঠভক্ত মহিলাগণের অবশ্য স্মরণীয়।

আমাদের মনে হয়, কবিগুরু বাল্মীকি ও বঙ্গকবি কৃত্তিবাস নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও জনক-দুহিতা সীতাদেবীকে অবলম্বন করিয়া এই পুণ্যভূমিতে বাৎসল্য, স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, দাস্যভাব প্রভৃতি মানব-জাতির প্রধান মনোবৃত্তিসমূহের শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করাইয়া এদেশের মহিলাগণের যে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, সে জ্ঞানলাভ তাহাদের অপর কোনও গ্রন্থ পাঠে হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ এক রামায়ণ গ্রন্থ যথেষ্ট মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মহাভারত রত্নাকরের অন্তর্গত পৌরাণিক শাণ্ডিল্য, সুমনা, অরুন্ধতী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির আচার, জীবন-কথার ও শিক্ষা-দীক্ষার বৃত্তান্ত পড়াইয়া তাহারা যাহাতে উদ্ধতভাব ও প্রগল্‌ভতা বর্জ্জন করিয়া স্ত্রী-জাতির আভরণস্বরূপ মৃদুতা, কোমলত্ব ও করুণ ভাব অর্জ্জন করিতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে পতিব্রতা ও মাতৃ-

ধর্ম্মে শিক্ষালাভ করিয়া সংযত চিত্তে সংসারে বিবিধ মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করাই ভাল।

'জ্ঞান ও কর্ম্ম।'—

উপরি লিখিত পুস্তকখানির অন্তর্গত পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান স্যর গুরুদাস প্রথমে তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট অর্জ্জন করেন। বহরমপুর বাসকালে মাতৃভাষার প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবকগণের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক রচনা তাঁহার অন্তরের অভিলাষ ছিল। নানা কারণে অভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই। উত্তরকালে সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে ও সংসারের কঠোর ক্ষেত্রে জীবনযাপনকালে তাঁহার যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহারই ফল উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহা তাঁহার জীবনের মর্ম্ম-কথা বলিলেও চলে। উহা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে জ্ঞান সম্বন্ধে চর্চ্চা, আর দ্বিতীয় ভাগে কর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চা। প্রথম ভাগ (১) জ্ঞাতা, (২) জ্ঞেয়, (৩) অন্তর্জ্জগৎ, (৪) বহির্জ্জগৎ, (৫) জ্ঞানের সীমা, (৬) জ্ঞানলাভের উপায়, (৭) জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই সাতটি অধ্যায়ে সমাপ্ত; আর দ্বিতীয় ভাগে (১) কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, (২) কর্ত্তব্যতার লক্ষণ, (৩) পারিবারিক নীতিসিদ্ধকর্ম্ম (৪) সামাজিক নীতিসিদ্ধকর্ম্ম (৫) রাজনীতিসিদ্ধকর্ম্ম (৬) ধর্ম্মনীতিসিদ্ধকর্ম্ম (৭) কর্ম্মের উদ্দেশ্য এই সাতটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। বিবাহকাল নির্ণয়, বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, পিতামাতা ও পুত্রকন্যার প্রতি কর্ত্তব্যতা, পুত্রকন্যার শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থের "পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম" নামক অধ্যায়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন; আর উপাসনা, দেবদেবীর

পূজা, বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ, জাতিভেদ নিরাকরণ ইত্যাদি বিষয়ালম্বনে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছেন। পাঠকের মনে এই পুস্তক সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে পুস্তকের সারাংশ উদ্ধৃত করা আমাদের বৃথা মনে হয়, কারণ এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সার কথায় পূর্ণ। ইহার কোন অংশই ত্যাগ করিবার উপযুক্ত নহে। তবে উদাহরণ স্বরূপ, স্যর গুরুদাস সকাম ও নিষ্কামকর্ম্ম এবং কর্ম্মের গতি সম্বন্ধে এই পুস্তকে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই স্থলে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। বিলাত-যাত্রায় তাঁহার মতামত সম্বন্ধে দুই এক ব্যক্তিকে সমালোচনা করিতে আমরা শুনিয়াছি, সেই জন্য উক্ত বিষয়াবলম্বনেও আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

নিষ্কামকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। "—সকামকর্ম্মীর কর্ম্মে পৃথিবীর হিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মূলে স্বার্থ-প্রণোদিত এবং কর্ম্মীর স্বার্থের নিমিত্ত যতদূর তাহা অন্যের হিতকর হওয়া আবশ্যক, কেবল ততদূর মাত্র পৃথিবীর হিতকর হইবে। সকামকর্ম্মী যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন বিশেষ হিতসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু প্রকাশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প-হিতকর কার্য্যে প্রচুর যশ, তাহা হইলে তিনি প্রথমোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত হইবেন। অনুষ্ঠিত কার্য্যসাধনপক্ষে নিষ্কাম অপেক্ষা সকামকর্ম্মী অধিকতর দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্য-সাধনের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে নিষ্কামকর্ম্মী যতদূর হিতাহিত

বিবেচনা করিবেন, সকাম কর্ম্মীর তাহা করা সম্ভবপর নহে। তিনি কার্য্যসাধন-দ্বারা যে ফল হইবে, তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই ব্যগ্র থাকেন যে, কার্য্যসাধনের উপায়ের দোষ-গুণের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। নিষ্কামকর্ম্মী কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং অসদুপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না। অসদুপায়ে সৎকর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি সকামকর্ম্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবনা, নিষ্কাম-কর্ম্মীর পক্ষে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সকামকর্ম্মীর কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অকর্ম্মও ঘটিতে পারে। নিষ্কামকর্ম্মী সময়ে সময়ে নিষ্কর্ম্মা হইতে পারেন, কিন্তু কখনই অকর্ম্ম করিতে পারেন না। সুতরাং সকামকর্ম্মীর কর্ম্ম দৃশ্যতঃ দৃঢ়তা ও অত্যুদ্যম পূর্ণ হইলেও, তাহা যে পরিণামে নিষ্কামকর্ম্মীর ঔদ্ধত্য ও আড়ম্বরশূন্য কর্ম্মাপেক্ষা পৃথিবীর অধিক হিতকর এ কথা স্বীকার করা যায় না। সকামকর্ম্মীর আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাবাত ও মেঘগর্জ্জন সমন্বিত বৃষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং নিষ্কামকর্ম্মীর সমারোহ-শূন্য কর্ম্ম মৃদুমন্দ—সমীরণ ও ধীরে ধারাবর্ষণের সহিত তুলনীয়। একের দ্বারা পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের দ্বারা হিত ভিন্ন অহিতের সম্ভাবনা নাই।

তাহার পর নিষ্কামকর্ম্মীর দৃষ্টান্ত, সংসারে কেবল শুভকর নহে, অতি আবশ্যক বটে। মনুষ্য স্বভাবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে মধ্যে নিষ্কামকর্ম্মীর নিঃস্বার্থপর কর্ম্মানুষ্ঠানের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সকামকর্ম্মীদিগের স্বার্থ—সংঘর্ষণে সংসার বিষম সঙ্কটস্থল হইয়া পড়িত।"

কর্ম্মের গতি। "——কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ সাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই সংযত ও সাধুভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। জগতের অনন্তশক্তি-নিচয়ের সহিত নিজের ক্ষুদ্রশক্তির বিরোধ বাধাইয়া তাহাদের উপর আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের সহিত সখ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সাহায্যে কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা কর্ম্মীর একমাত্র সদুপায়। কিন্তু সেই সদুপায় অতি অল্প লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তবে কি সৃষ্টি বিড়ম্বনামূলক এবং মানবের কর্ম্মানুষ্ঠান পরমার্থ লাভের বিরোধী? এ কথাও বলিতে পারা যায় না, কেন না তাহা বলিতে গেলে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের প্রতি অনাস্থা দেখান হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সংসারে কর্ম্মের ও কর্ম্মীর ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে সুপথের দিকে, কিন্তু ধীরে হইলেও তাহা ধ্রুব সুপথমুখী।"

বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ। "——অনেকেই বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে লইতে প্রস্তুত আছেন; এবং আবশ্যক হইলে লইতেছেন। কেহ বা সমাজের মর্য্যাদা রক্ষার্থে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে লইতেছেন। তবে অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা করিতে সম্মত হয়েন না। বাস্তবিক অভক্ষ্যভক্ষণে হিন্দুধর্ম্মানুসারে লোকে পতিত হয়, সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি-দিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদের বিদেশে-অবস্থিতি-কালে সেই সকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক। যদি তাহা সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দুবিলাতযাত্রী হিন্দু

থাকিতে ও হিন্দু-সমাজে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সেই নিয়মে চলাই কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়।”

আমরা শুনিয়াছি যে, বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে উপরি উদ্ধৃত কয়েক ছত্রের মর্ম্ম কেহ কেহ এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, স্তর গুরুদাসের বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে অনুকূল মত ছিল। এ দিকে সম্রাট্ এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে লর্ড কর্জ্জনের অনুরোধেও হিন্দু-সমাজের সম্মান রক্ষা করিয়া তিনি স্বয়ং বিলাত যাত্রা করেন নাই। তাঁহারা বলেন, এই মতবৈপরীত্যের সমন্বয় সাধন করা কঠিন। পাঠক, অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিবেন, উপরি লিখিত কয়েক ছত্রে স্তর গুরুদাস সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ‘হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে অভক্ষ্যভক্ষণ’ না করিয়া বিলাত বাস করিবেন, তাঁহাকে হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ না করিয়া বিলাতবাস সম্ভব কি না। উৎকট সংযমশিক্ষা ব্যতীত অনেক সময়ে অনেক লোকে স্বদেশেই হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে খাদ্য বিচার করিয়া চলিতে পারেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি বিলাত বাসকালে ‘হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে অভক্ষ্যভক্ষণ’ না করিয়া জীবনযাপন করিতে সমর্থ, সেই ঘোর সংযমী পুরুষ, যে দেশে থাকুন না কেন, হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারে না।

যুগানুসারে হিন্দুর ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্র-যাত্রা যুগান্তরে শাস্ত্রসম্মত ছিল। তৎকালে হিন্দু-সমাজে সংযমী পুরুষের অভাব ছিল না। বর্ত্তমানকালে যে এই শ্রেণীর লোক একেবারে

নাই, আমরা এ কথা বলিতেছি না, তবে নিতান্ত বিরল। তাঁহাদের জন্যই বোধ হয়, স্যর গুরুদাস বিলাত যাত্রা ও বিলাত বাস মত দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গীয় ন্যাশন্যাল কলেজ ও স্কুল

চিরজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্যর গুরুদাস বিব্রত হইয়া বেড়াইতেন। এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটহলে উপস্থিত না হইয়া একাধিক দণ্ড পরিশ্রম না করিতেন। সমগ্র ভারতের ছাত্রবর্গের কিসে শিক্ষার উন্নতি হইবে, কি করিলে তাহারা লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত সমকক্ষ হইয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরব কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিবে, এই ভাবনায় তিনি কাতর হইতেন। এই বাল্মীকি—ব্যাসের, মহাবীর—অশোকের, নালন্দা—কনৌজের, যোগ, তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের ভারত যে কালের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইল, এই যন্ত্রণা নিয়ত তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ইউনিভার্সিটি কমিশনে গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক ভাবগতিক দেখিয়া তিনি

ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের সমস্ত বিচক্ষণ লোকও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের এদেশে শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে চরম উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালার সমগ্র মান্যগণ্য, ধনী-দরিদ্র ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া একটি জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া একটি কাউন্সিল গঠন করেন। উহার বেঙ্গল কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন নাম দেওয়া হয়। এই বর্ষের জুন মাসের প্রথমে এই কাউন্সিলের কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থার ও তত্ত্বাবধারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম গঠিত করিয়া উহা ব্যবস্থাপক বিধি অনুসারে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। দেশের রীতিনীতি অনুসারে ও স্বদেশীয় ব্যক্তির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ভেষজ ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদান উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উহার সহিত রাজপুরুষগণের কোনও সংস্রব ছিল না। গৌরিপুরের বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, কলিকাতার বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি অনেক ধনবান ব্যক্তি উহাতে বিশেষ অর্থসাহায্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউনহলে এক বৃহতী সভা আহুত হয়। এই সভায় ডক্টার রাসবিহারী ঘোষ ডি-এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও দেশের সমগ্র গণ্যমান্য লোক সমবেত হন। আকাশের দৈবদুর্য্যোগের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দেশের সমগ্র বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ টাউনহলের সর্ব্বাংশ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সে সময়ের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ

লিখিয়াছিলেন যে, এই প্রকার মহতীসভা বহুকাল টাউনহলে হয় নাই। এই মহাসভার নায়ক স্যর রাসবিহারী, জাতীয় কাউন্সিল স্থাপনার উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইবার জন্য স্যর গুরুদাসকে আহ্বান করিবার সময়ে যে কয়েকটি কথা বলেন, তাহার মূল পাদটীকায় * ও ভাবার্থ নিম্নে দিলাম। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্যর গুরুদাসের শক্তি-পরীক্ষার একটি বিশিষ্ট দিন। আমাদের মনে হয়, স্যর গুরুদাস কৈশোরে যৌবনে কলেজে পরীক্ষা দিবার ন্যায় বৃদ্ধাবস্থাতেও সেই দিন সমভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

স্যর রাসবিহারীর আহ্বানের ভাবার্থঃ—এই কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাহা কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখনই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। সভায় সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যর গুরুদাসই এই কাউন্সিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক্ প্রকারে ব্যাখ্যা করিবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। আমার বিবেচনায় (যদি স্যর গুরুদাস তাঁহার সমক্ষে বলিতে অনুমতি দেন) স্যর গুরুদাসেই কেবলমাত্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-

* Extract from Sir Rash Behari's address "——The aims and objects of the Council; which had been sometimes misconstrued would be presently explained to you by Sir Gooroo Dass Banerjee and undoubtedly I say this without disparagement of any body, the most competent man amongst us to discuss the subject in all its various aspects ; for in him if he (Sir Gooroo Dass Banerjee) would allow me to say so in his presence, the East and the West had met—Western Science and Eastern Learning being wedded to rich Indian culture of the very best and highest type.——"

ভাবের অদ্ভুত সমাবেশ আছে ও তাঁহাতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ও সর্ব্বপ্রকার পাশ্চাত্য বিস্তার, ভারতের উর্ব্বরাক্ষেত্রে ফলিত উচ্চ জ্ঞানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আছে।

স্যর গুরুদাস এই সভায় যে বিস্তৃত বক্তৃতা দেন, তাহা সকলেরই পঠনীয়। এ সংসারে সকল কর্ম্মই যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন, তাহাতে স্যর গুরুদাসের একান্ত বিশ্বাস ছিল। আমরা কেবলমাত্র তাহাই দেখাইবার জন্য তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় স্বস্তিবাচনকালে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্রের মর্ম্মানুবাদ ও মূল * নিম্নে দিলাম। এবং এই বক্তৃতার সমাপ্তিকালে ছাত্র ও শিক্ষকগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারও কিয়দংশের ভাবার্থ নিম্নে দিলাম।

বক্তৃতার প্রথমাংশের ভাবার্থঃ—যাঁহাদের বিশ্বাস যে এক বিশ্বনিয়ন্তার দ্বারা আমাদের পরিণাম গঠিত হয়, তাঁহারা স্বভাবতঃই কোন মহৎ কর্ম্মের প্রারম্ভে তাঁহাদের অন্তরের অন্ধকারে আলোক

---

* Sir Gooroo Dass Banerjee's address "——. Those who believe that there is a Divinity that shapes our ends, naturally wish to invoke Him at the commencement of every important undertaking to illumine what is dark in us to raise and support what is low. I would therefore at this moment invoke that Supreme Intelligence, the origin of all things worshipped and adored by all—that One, immutable, revealed aad yet unrevealed eternal Truth and pray that His hallowed name may help us to relinquish all that is sordid and selfish, unworthy and unholy and put forth our earnest efforts to attain the great object we have in view."

দানের জন্য ও যাহা কিছু নীচভাব আছে তাহা বিনষ্ট করিয়া উন্নতভাব আনয়নের জন্য সেই বিশ্বনিয়ন্তার শরণ গ্রহণ করেন। আমি সেই কারণে এই মুহূর্ত্তে সেই পরম জ্ঞানীর, সেই আদি স্রষ্টার, সেই জীব-ব্রহ্মাণ্ডের পূজ্য, সেই নিত্য সত্য, সেই জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয় পুরুষের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার পবিত্রনামে ও তাঁহার শরণে শক্তি পাইয়া যেন সকল নীচতা, সকল স্বার্থযুক্ত অপবিত্র ভাব, দূর করিতে পারি ও যে মহৎ কর্ম্মের আয়োজনে হস্তক্ষেপ করিয়া আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি, সেই কর্ম্ম যেন সুসম্পন্ন হয়।

বক্তৃতার শেষাংশের ভাবার্থ:—এই বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি শিক্ষক ও ছাত্রগণকে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। শিক্ষকগণের প্রতি আমার অতি অল্পই বক্তব্য আছে। তাঁহারা এই কাউন্সিলে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আত্ম-নিবেদন করিয়া ত্যাগের এমন পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহাদের জন্য আমার কোন উৎসাহ বাক্য বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহাদের কেবলমাত্র এই কথা স্মরণ করাইয়া দিব যে, আমাদের কার্য্যপ্রণালী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে ও কঠোরতার সহিত পরীক্ষিত হইবে। তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে আমাদের উৎকট পরিশ্রমের শুভফল আমরা লোক সমক্ষে দেখাইতে সমর্থ হই।

এক্ষণে আমাদের ছাত্রবন্ধুবর্গকে দুইটি কথা স্মরণে রাখিতে অনুরোধ করি। প্রথম কথা এই যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই স্মরণে রাখেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশবাসীদিগের কর্তৃত্বে চালিত

বিদ্যালয়ের ছাত্র। ভারতের ছাত্র হইয়া অতীত ভারতের ছাত্রগণের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন সম্বন্ধে যে পুরুষপরম্পরাক্রমের বহুকালের জনশ্রুতি আছে, সেই পন্থাবলম্বন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া, কঠোর বিধি-নিয়ম প্রতিপালনের দ্বারা চরিত্র গঠন করিয়া তাঁহারা যেন গুরুজনকে ভক্তি করিতে, শাসনকর্তৃগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে এবং কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে সর্ব্বক্ষণে যত্নবান্ হন। যৌবনসুলভ অনুরাগে তাঁহাদের হৃদয় স্বদেশবাৎসল্যে পরিপূর্ণ। এই জাতীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত কাউন্সিলের উদ্দেশ্য যদি তাঁহাদের যত্নে পূর্ণমাত্রায় সফল হয়, তবে বুঝিব, তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি বা স্বদেশের প্রতি ভালবাসা প্রকৃত। এই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে, পরীক্ষার কাল নিকট এই যে এক দুশ্চিন্তা, তাহা মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিয়া, তাঁহারা বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাই মনে করিয়া যেন মনে শান্তিলাভ করেন এবং সর্ব্বদা যেন মনে রাখেন যে, ছাত্রজীবন যে কেবলমাত্র পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ক্ষণস্থায়ী ক্লেশ সহ্য করিবার অভ্যাসের কাল এমত নহে, শিক্ষা-সমাপ্তির পরে সংসার-ক্ষেত্রের দারুণ ক্লেশ বহন করিবার শক্তিলাভের সূত্রপাত মাত্র।

ন্যাশন্যাল কাউন্সিল কর্ত্তৃক কলিকাতায় একটি কলেজ ও স্কুল সংস্থাপনে একটু ভূমির জন্য তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে অনুরোধ করিতে স্বয়ং বহরমপুরে গিয়াছিলেন। মহারাজ, নানা কারণে স্যর গুরুদাসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। স্যর গুরুদাস জীবনে কখনও কাহারও জন্য অনুরোধ করেন নাই, কিন্তু ন্যাশন্যাল কলেজ তাঁহার এতই প্রিয় ছিল

যে, যাহাতে ন্যাশন্যাল কলেজের একটি নিজের স্থায়ী বাটী নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য স্থবিরাবস্থায় মহারাজকে অনুরোধ করিতে বহরমপুরে গিয়াছিলেন। এই কলেজের ও স্কুলের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্যর গুরুদাস ন্যাশন্যাল কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের একজন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার অতি সামান্য আয় হইতে তিনি এই দেশীয় শিক্ষা-মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে দান করিতেন।



তৃতীয় অধ্যায়

—o—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ প্রদেশের ঢাকা সহরে যাহাতে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের গৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পায়, এইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাৎকালিক বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলকে এই সম্বন্ধে মন্ত্রণা স্থির করিবার ভারার্পণ করেন। তদনুসারে লর্ড কারমাইকেল একটি কমিটি গঠিত করিয়া, শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্ম্মে অভিজ্ঞ পনর জন যোগ্য ব্যক্তিকে সভ্য ও নেথ্যান (Mr Nathan I C S) সাহেবকে এই কমিটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার সংকল্প করেন এবং স্যর গুরুদাসকে এই কমিটির মেম্বরের পদগ্রহণের জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে একখানি অনুরোধ পত্র লেখেন। কিন্তু স্যর গুরুদাস তিনটি কারণে লর্ড কারমাইকেলের সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম কারণ এই যে, এই কমিটির কার্য্য করিতে হইলে কিছুকাল ঢাকাতে বাস করিতে হইবে। সে সময়ে তাঁহার সাংসারিক ও জনসাধারণের কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য যে সকল ব্যবস্থা স্থিরীকৃত ছিল, ঢাকায় যাইতে হইলে সে সকল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁহার তাৎকালিক অবস্থায় ঢাকায় বাস অসুবিধাজনক ও কষ্টকর হইবে। তৃতীয়

কারণ এই যে, যদিও কমিটির অধ্যক্ষ নেথ্যান সাহেব তাঁহার একজন পরিচিত রাজকর্ম্মচারী ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে যখন তিনি মেম্বর, তৎকালে যোগ্যতার সহিত সেক্রেটারির কার্য্য চালাইয়াছিলেন, কিন্তু হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পদমর্য্যাদা অপেক্ষা তাঁহার পদমর্য্যাদা অনেক ন্যূন। সুতরাং নেথ্যান সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কমিটিতে তিনি মেম্বর হইয়া বসিলে হাইকোর্টের বিচারাসনের সম্মান রক্ষা হয় না। এই সম্বন্ধে তাঁহর লিখিত পত্রের কিয়দংশ আমরা পাদটীকায় * উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, স্যর গুরুদাস কতদূর "আত্মগৌরবরক্ষক" ছিলেন। লর্ড কারমাইকেল, স্যর গুরুদাসের এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঢাকা কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে, যাহাতে স্যর গুরুদাস সেই রিপোর্টের দোষগুণ বিচার করিয়া, তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন, সেজন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার মূল্যবান্ মতামত অনেক উপকারে লাগিবে। স্যর গুরুদাস লর্ড কারমাইকেলের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটীর রিপোর্ট সম্যক্ আলোচনা করিয়া লর্ডকারমাইকেলের হস্তে স্বীয় মন্তব্য অর্পণ করেন। এই রিপোর্টখানিতে স্যর গুরুদাস কমিটির মেম্বরগণের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবি ছাত্রগণের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও নানাপ্রকার আলোচনার

---

* "———The real reason for my hesitancy to join the Committee is my apprehension that by doing so, I may compromise the dignity of the Judicial office I had the honor of holding ———."

সুখ্যাতি করিয়া, পরিশেষে একুশ দফায় নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন। সেই সকল অভিমতের উল্লেখ এই পুস্তকের বিশেষ উপযোগী নহে। আমরা সেই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার একটি মাত্র কথার ভাবার্থ নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

ভাবার্থ :—যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের কেবল মাত্র পরীক্ষা হয়, তদপেক্ষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করা হয়, তাহা যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণের বাসগৃহ অথচ শিক্ষাদানের স্থান তাহাই যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় তাহা নহে। এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কোনও প্রকার উদ্যোগ আয়োজন ও অভাব-মোচনের চেষ্টা করিতে হয় না, কারণ উপযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা উহার তত্ত্বাবধান হয়। এবং উপযুক্ত শিক্ষকগণের সহায়তায় এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত নানাপ্রকার উপকরণের ও যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনেরও সুবিধা হয়। কিন্তু উহাতে বাসকালে তাহাদের নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা বা সুযোগ অতি অল্পই হয়। অপরদিকে, পিতামাতা বা অপর অভিভাবকগণের সহিত বা ক্ষুদ্র বাসগৃহে সহভোজিগণের সহিত একত্র বাসকালে ছাত্রগণের আহার্য্য বস্তুর অভাবজনিত কষ্ট সহ্য, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনাকালে উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা ও অপরাপর নানাপ্রকার ক্লেশ প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করিবার এবং অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যে মস্তক অবনত করিয়া ভগবানের বিধানে নির্ভর করিবার শিক্ষালাভের যথেষ্ট সুযোগ হয়।

স্যর গুরুদাস মনে করিতেন ছাত্রগণের কষ্ট পাওয়া ও উহা অনায়াসে সহ্য করিবার শক্তিলাভও একান্ত প্রয়োজন। কষ্ট না পাইলে কষ্টমোচনের চেষ্টা হয় না। আবার কষ্টমোচনের চেষ্টায় জ্ঞানলাভ হয় ও ভগবানে ভক্তি বৰ্দ্ধিত করে। বলা বাহুল্য ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষা ও বাসের স্থান হইবে, ইহা গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্যর গুরুদাসের মতের উপর গভর্ণমেণ্টের নির্ভর ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

—০—

বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

বেনারস বা কাশী হিন্দুর তীর্থভূমি। এই প্রাচীন নগরীর সর্ব্বত্রই শিবমূর্ত্তি। চিরপ্রবাদ আছে, এই পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থানে দেহত্যাগ করিলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। আবার এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস স্থলে বিদ্যার্থিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে সমাগত হয়।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ এই পুণ্যভূমিতে একটি হিন্দুবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নালন্দা-তক্ষশিলার বিশ্ববিশ্রুত গৌরব যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কিছুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার বিস্তীর্ণ টাউনহলে উক্ত বিষয় বিবেচিত হইবার জন্য এক মহতী সভা আহূত হয়। তথায় বাগ্মী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম-এ, স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লক্ষ্ণৌ এডভোকেট সংবাদপত্রের সম্পাদক গঙ্গাপ্রসাদ ব্রহ্ম প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ এই মহাসভার সভাপতি হন। তাঁহার বক্তৃতা অতি দীর্ঘ হইলেও সকলের পঠনীয়। তিনি এই সভায় বলিয়া-

ছিলেন যে, প্রাচীর আদর্শ-জীবনের দৃষ্টান্তে ও চিন্তার মহিমায় প্রতীচীর নব নব আবিষ্কৃত তত্ত্বের সম্মিলন করিয়া উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাদান বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই সভায় বাগ্মী স্তর সুরেন্দ্রনাথ বারাণসীক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া যাহাতে তথায় ধর্ম্ম, প্রাচীনভাষা, শিল্পবিদ্যা-বিজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষা ও চর্চ্চা হয়, ইহাই প্রথম মন্তব্য স্থির করেন। স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্তব্য সমর্থন করিবার কালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে বলেন যে, দেশবাসিগণের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শ্রেয়ঃ ও যাঁহারা এই প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্যক্ প্রণিধানপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাদের হস্তে শিক্ষাভার ন্যস্ত হওয়াই সঙ্গত। ফলে অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির হয় যে, বারাণসীতে কেবল হিন্দু-সম্প্রদায়ের জন্য এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত, যেখানে ছাত্রগণের বাসও শিক্ষা উভয়ই সমভাবে সুশৃঙ্খলায় চলে।

দ্বারবঙ্গের মহারাজা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্তর সুন্দরলাল প্রভৃতি কর্ম্মিগণ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান করদ রাজগণের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মানসে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের স্তর রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি প্রভূত দান করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষালব্ধ অর্থে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধিকাংশ ব্যয়ের সহায়তা হয়। স্তর

হার্কোর্ট বাটলার (Sir Harcourt Butler Kt) ভারতবাসিগণের এই মহৎ কার্য্যে যথাসাধ্য আন্তরিক সহায়তা করেন। পরিশেষে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা করেন। ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপনাকালে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, করদ রাজগণ ও জ্ঞান গৌরবান্বিত চিন্তাশীল মনীষিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এইরূপ সম্ভ্রান্ত-সভা বেনারসে বর্ত্তমানকালে অতি অল্পই হইয়াছে। এই মহাসভার সভাপতি হইয়া বক্তৃতা দানকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ আপনাকে অতি সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন।

স্যর গুরুদাসের এই সময়ে প্রায় ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম ও তাঁহার দেহ অতি দুর্ব্বল হইয়াছিল। তথাপি কলিকাতা হইতে বারাণসীতে যাইয়া এই সভায় যোগদান না করিলে তাঁহার চিরকালের জন্য মনে কষ্ট থাকিয়া যায়, এই জন্য তিনি জনৈক সহকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন এবং যুবাপুরুষের ন্যায় সভার কার্য্যে পরমোৎসাহে যোগদান করেন। ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্যর হার্কোর্ট বাটলার সাহেবের সহিত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথা, অনেক পরামর্শ, অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। স্যর হার্কোর্ট ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিখে তাঁহাকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহার মূলের সংক্ষিপ্ত অংশ পাদটীকায় *

My Dear Sir Gooroo Dass Banerjee. Simla.
3rd April 1915.

"——I think you have really got all that you require for the Hindu University. I am used to kindness from you and

দিলাম। স্যর হার্কোর্ট, স্যর গুরুদাসকে যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, তেমন ভক্তিও শ্রদ্ধা এ দেশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে যে করিতেন না, তাহা তিনি নিজেই এই পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্যর গুরুদাস এই বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত কার্য্যে অনেক শ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ কোন্ বিশেষ কার্য্যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়োগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি না। সুতরাং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ দে এম-এ, মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাদের যে একখানি পত্র দিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।

"মান্যবরেষু! ৩।৪।২৪

——কাশী হিন্দু-বিদ্যালয়ের জন্য পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাস কি করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ একমাত্র মালব্যজী ভিন্ন অপর কেহ দিতে পারেন না। আমরা এই মাত্র জানি যে, হিন্দু বিশ্ব-

---

although we do not see eye to eye on every point of education, I can assure you that in leaving India, I leave no one behind for whom I have a higher regard and respect than yourself. To us of the western world, the old Hindu ideal is not a very attainable thing and yet when one thinks of this terrible war and all that modern civilisation is ending in, one cannot but fall back at times on the great ideals of Hinduism of which I regard you, as the public generally regard you, as one of the great exponents in your life and thought.——'

Yours Sincerely,
Harcourt Butler.

বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও উন্নতির জন্য গুরুদাস বাবুর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তজ্জন্য তিনি, মালব্যজী ও স্যর সুন্দর লালকে অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে সময়ে কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হয়, সে সময়ে তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতিতে কোনও বক্তৃতা করেন নাই। যে সভায় Benares Hindu University Act and Statutes লইয়া শেষ আলোচনা হয়, সে সভায় সভাপতি গুরুদাস বাবুই ছিলেন। সেই সভার কার্য্য তিনি যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তার ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখনই সভায় কোন একটি বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল, তখনই তিনি স্বয়ং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই সকলে একবাক্যে সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা তৎকালীন সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তির মনে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। যখন সভাভঙ্গ হয়, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে Hindu University Societyর স্থায়ী সভাপতি করা হউক এই প্রস্তাব করেন এবং এই আসন গ্রহণ করিবার জন্য মালব্যজী, স্যর সুন্দরলাল-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বলিয়া সে আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। যখন তাঁহার যুক্তিগুলি শুনিয়াও তাঁহাকে উক্তপদ গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, তখন "যে সভায় আমি সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে পারিব না, সে সভার সভাপতিত্ব আমি কোনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না" এই কয়টি মাত্র কথা এরূপ স্থির, ধীর ও দৃঢ়তার সহিত

বলিলেন যে, পুনরায় তাঁহাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। ইহা তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই সময়ের আর একটি ঘটনা মনে পড়ে; উহা তাঁহার স্বল্প কথায় যে কোন বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক। যাঁহারা সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজের কোনও সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই বোর্ডিং হাউসের তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত ছেদালালজীর নামের সহিত সুপরিচিত। তিনি এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। কি চরিত্রে, কি স্নেহে, কি দয়া, কি প্রাণভরা ভালবাসায়, কি অকাতর পরসেবায়। ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহাকে পাইয়া পিতা-মাতাকে ভুলিয়া যাইত। পণ্ডিত ছেদালাল সম্বন্ধে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে কিছুই শুনেন নাই, তথাচ যখন স্যর সুন্দরলাল তাঁহাকে বোর্ডিং-হাউসে লইয়া গিয়া পণ্ডিত ছেদালালকে দেখাইয়া বলেন যে, ইনিই বোর্ডিং-হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তখন গুরুদাস বাবু একবার পণ্ডিত ছেদালালজীর মুখের দিকে চাহিলেন, বোধ হইল তিনি পণ্ডিতজীর ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতেছেন! পরক্ষণেই বলিলেন, "His presence is enough." তাঁহার সংক্ষেপে বিষয় বর্ণনা শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। একবার কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বরচিত "আমরা ইরাণদেশের কাজি, ইরাণদেশের কাজি" ইত্যাদি পদ্যটি তাঁহার কাছে আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি শেষ হইলেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "This is truth pure and simple."

* * * *

বিনীত—

শ্রীশ্যামাচরণ দে।

পঞ্চম অধ্যায়

—o—

গার্হস্থ্য-জীবন ও প্রকৃতি।

স্যর গুরুদাস মৃত্যুকালে তাঁহার বিচিত্র-জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী পত্নী, চারিপুত্র, দুই সধবা কন্যা ও অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল প্রথমে কলিকাতা রিপণ কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম ও হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিতেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর কর্ম্ম করেন। হারাণবাবু সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় এবং গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি একটি বিনীত, নিরীহ ও সংযমী ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল রায়বাহাদুর প্রথমে কলিকাতা ফ্রি-চার্চ্চ কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন ও পরে জেলা চব্বিশ পরগণার জজ আদালতে ও কলিকাতা হাইকোর্টে দশ বৎসর কাল ওকালতি করেন। তৎপরে সাত বৎসর কাল ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের সহকারীর স্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করেন। বহুপূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎপরে আর কেহই উক্ত পদে নিযুক্ত হন নাই। কর্ম্মানুরোধে তাঁহাকে সিমলা ও দিল্লীতে বাস

করিতে হইত। এক্ষণে তিনি কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট-আদালতের প্রধান বিচারপতির কর্ম্ম করিতেছেন। স্বর্গীয় পিতার লিখিত "হিন্দু-বিবাহ ও স্ত্রীধন" নামক গ্রন্থের তিনি সম্প্রতি একটি সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তিনিও অতি বিনীত ও সকলের অভিগম্য। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল গভর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করেন। এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এক্ষণে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদ্ বিদ্যার অধ্যাপকের কর্ম্ম করিতেছেন। ইনিও অতি বিনয়ী ও ভদ্র। সুরেন্দ্র চন্দ্রের অগ্রজ যতীন্দ্রচন্দ্র নামে একটি ভ্রাতা ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রেল তারিখে একাদশ বর্ষ বয়সে এই বালক বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করে। যতীন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা হেয়ার স্কুলের একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল। মাতৃহীন হইবার পরে গুরুদাস বাবুর এই পুত্রশোক অতি গুরুতর হইয়াছিল। মাননীয় গুরুদাস হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে একদিনের জন্যও অনুপস্থিত থাকিতেন না। পাছে অনুপস্থিত হইলে বিচারপ্রার্থিগণের কোনও প্রকার ক্ষতি হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি সন্তানকে আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থায় দেখিয়াও কর্ত্তব্যানুরোধে সে দিবসও বিচারালয়ে যাইয়া স্থিরচিত্তে বিচার কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রধান-বিচারপতি ঘুণাক্ষরে এই অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আদালতের কার্য্য বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। গৃহে প্রত্যাগত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই যতীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যতীন্দ্রচন্দ্রের নাম স্মরণে রাখিবার জন্য তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

যতীন্দ্রচন্দ্রের নামে একটি মেডেল ও একটি প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, সেই ছাত্র এই মেডেল পায়। আর এই পরীক্ষায় কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে যে ছাত্র সর্ব্বপ্রধান হয়, সেই ছাত্র বর্ষে বর্ষে এই প্রাইজ পাইয়া থাকে। ইহাতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক দেওয়া হয়।

তাঁহার দুই জামাতা। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অসামান্য শক্তিশালী উকিল ছিলেন। বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পেন্সন গ্রহণের পরে তিনি সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্ব-প্রকারে গুণবান্। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ও হাইকোর্টের একজন নব্য উকিল। তিনিও অতি বিনয়ী, শান্ত ও চরিত্রবান্।

স্যর গুরুদাস পুত্র-পৌত্রগণকে অবসরক্রমে পড়াইতেন। আমরা তাঁহাকে নাতি-নাতিনীর সহিত নীতিবিরুদ্ধ তামাসা করিতে দেখি নাই, তবে তাহাদের সহিত হাস্যমুখে আলাপ করিতেন। স্যর গুরুদাস বলিতেন, হাসি যে কেবল মনের আনন্দ জাগাইয়া দেয়, তাহা নহে, ইহাতে মানুষের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত করে। আমরা তাঁহাকে গান গায়িতে শুনি নাই, কিন্তু তিনি অতি সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। মানব হৃদয়জ্ঞ ইংরাজ কবি সেক্স্পিয়রের সহিত আমরা কিয়ৎ পরিমাণে এক মতে মনে করি যে, যে মানবের হৃদয় সুমিষ্ট গীতবাদ্যে মাতিয়া

না উঠে, তাহার হৃদয় অপবিত্র। ৺জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রে স্তর গুরুদাস বৎসর বৎসর বাটীতে যাত্রা দিতেন এবং সকলের সহিত একত্র বসিয়া সঙ্গীতশ্রবণ এবং আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি নিজে সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারতবর্ষে শুভাগমন কালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে, ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টি-টিউটের একটি বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে, তিনি যে গান তিনটি রচনা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার কবি-শক্তির ও রাজভক্তির পরিচয় দিলাম।

(১)

সিন্ধুরা-তেওরা।

কৃতার্থ ভারতবাসী—তব শুভ আগমনে।
জানিনা রাজরাজেশ্বর, পূজিব তোমায় কেমনে॥
অতুল রাজ-সম্মান, দিয়াছেন ভগবান্,
আমরা কি দিব আর, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি বিনে॥
সতত প্রজাবৎসল, যশোজ্যোতিঃ সুবিমল,
রেখেছ বিপুল রাজ্য, কি আশ্চর্য্য সুশাসনে॥
তোমারি গুণের তরে, দৃঢ়ভক্তি প্রেমডোরে,
রয়েছে মোদের প্রাণ, বাঁধা তব সিংহাসনে।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সাল।

(২)

স্বাগত হে সুধীবৃন্দ, এস এ শুভমিলনে।
আশাপূর্ণ মুখে বঙ্গ চেয়ে তোমাদের পানে।
কিসে বাঙ্গালীর শিক্ষা, সুপথে হইবে রক্ষা,
হয়েছ তোমরা ব্রতী, সে সমস্যা সমাধানে।
প্রথমে জড়ের তত্ত্ব, জানুক যে পারে যত,
শেষ লক্ষ্য পরমার্থ, এ কথাটি রেখো মনে।
প্রেয়ঃ যাহা দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিবে,
শ্রেয়ঃ নহে হেন প্রেয়ঃ, হেয় মোহ যেন জানে।
ভারতের মতিগতি, ভারতের পুণ্যস্মৃতি,
ভজে যেন—এ মিনতি, তোমাদের সন্নিধানে।

(৩)

পূরবী।

সফল জনম মম হবে কিসে, জানিবারে,
ডেকেছি হে সুধীগণ বড় ব্যাকুল অন্তরে।
আজি মম জন্মদিনে, কত আশা আসে মনে,
পূরে সে সব কেমনে, শিখায়ে দেহ আমারে।
চাহি না কোন উৎসব, নিত্যকর্ম্মে যে গৌরব,
তাই যেন হয় লাভ, সাধি কার্য্য ধীরে ধীরে।
ঝঞ্ঝাবাতে বন্যাস্রোতে, কবির কল্পনা মাতে,
ভাবে মন ভরে, কিন্তু অভাব কারো না পূরে।

মৃদুমন্দ সমীরণে, ধীর ধারা বরষণে,
বাঁচে জীব লভে অন্ন, সবে ব্যগ্র তারি তরে।
হে মম বান্ধবগণ, শুদ্ধ কর দেহ মন,
ত্যজ প্রেয়ঃ—ভজ শ্রেয়ঃ, নিত্য সুখ লভিবারে॥

স্যর গুরুদাস অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমে বাড়ীর পরিবারবর্গকে কেমন আছে সেই সংবাদ লইতেন, পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শুচি হইয়া গৃহদেবতার গৃহে যাইয়া নিষ্পাপ-চিত্তে সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া বসিতেন। নিত্য-স্নান তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। শৈশবকালে পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত থাকায় কেবল রবিবারে স্নান করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। বাগবাজারে বাটীনির্ম্মাণের পরে প্রতি রবিবারে এই বাটী হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন। গঙ্গাস্নানে পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। যখন বয়োধর্ম্মে চারি ক্রোশ পথ চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন যাইবার বা আসিবার সময় ঘোড়গাড়ীতে উঠিতেন।

তিনি চিরজীবনই মিতাহারী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, অতিভোজন স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুণ্য কার্য্যের বাধাজনক। আত্মীয়-গণকে প্রায়ই বলিতেন, "অতিভোজনং রোগমূলং তস্মাৎ অতি-ভোজনং পরিহরেৎ"। একখানি কাল প্রস্তর পাত্রে দুই বেলা দুইটি ভাত, একটু পল্‌তার শুক্ত ও একপোয়া মাত্র দুগ্ধ খাইতেন। মৎস্য খাইতেন বটে কিন্তু তাহা নামমাত্র। রবিবারে তিনি সপরিবারে নিরামিষ আহার করিতেন। পান খাইতেন না। বৈকালে কাছারি হইতে ফিরিয়া কিছু ফল, দুইটি সন্দেশ ও কখন কখন দুই একখানি লুচি খাইতেন। তিনি নিজে আম খাইতে ভাল-

বাসিতেন এবং আত্মীয়গণকে উহা খাওয়াইতেও ভালবাসিতেন। শৈশবে এই আম খাইবার লোভ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া কাঁদিয়াছিলেন বলিয়া জননীর নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বহরমপুরে বাসকালে নবাব নাজিম একদা তাঁহাকে নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম হস্তীপৃষ্ঠে সাজাইয়া উপহার দিয়াছিলেন। আত্মীয়গণের নিকট কথাপ্রসঙ্গে তিনি সেই গল্প করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বহরমপুরে যেমন উৎকৃষ্ট আম পাওয়া যায়, বাঙ্গালার কোনও স্থানে তেমন আম পাওয়া যায় না। আমের সময়ে হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময় তিনি প্রত্যহই কিছু না কিছু আম লইয়া গৃহে আসিতেন। সাহেবদিগের সহিতও আমের গল্প করিতেন। তাঁহার সহকর্ম্মী জষ্টিস্ নরিস্ সাহেবও আম খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি কথায় কথায় একদিন গুরুদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আম দেবতাগণের খাদ্য। আমি পীড়িত হইলেও নিতান্ত পক্ষে ছয়টা আম খাইয়া থাকি।" দেহত্যাগের সাত আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে স্তর গুরুদাসের আহার এত কম হইয়াছিল যে, আমরা মনে করিতাম যে ব্রাহ্মণ কিরূপে বাঁচিয়া আছেন! মধ্যাহ্নে সম্পূর্ণ গলা ভাত আন্দাজ এক ছটাক, দুই আউন্স দুগ্ধ, এক টুক্‌রা মিছরি ও এক আউন্স বেদানার রস ইহাই তাঁহার নিত্য আহার ছিল। রাত্রিতে ভাতের পরিবর্ত্তে এক ইঞ্চি ব্যাসের দুইখানি সিদ্ধ সুজির রুটি ও এই মাপের দুইখানি লুচি ও এক টুক্‌রা সন্দেশ আহার করিতেন। কোনও কোনও দিন এক চামচ দধি খাইতেন। প্রত্যহ প্রাতে এক টুক্‌রা আদা খাওয়া তাঁহার নিত্য অভ্যাস ছিল।

সামাজিক নিয়ম-পালনে তিনি প্রায় সকল স্থানেই নিমন্ত্রণ

রক্ষা করিতে যাইতেন এবং নিতান্ত আত্মীয়স্থলে যৎকিঞ্চিৎ আহারও করিতেন। আত্মীয়গণ অতি সমাদরে তাঁহাকে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী সাজাইয়া দিতেন। তাঁহার আহারে বসিবার পুর্ব্বে ও পরে সজ্জিত পাত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইত না যে তিনি কোনও দ্রব্য খাইয়াছেন; অথচ কোন্ কোন্ দ্রব্যের কেমন আস্বাদন হইয়াছে, তাহা যথাযথ বলিয়া দিতেন। কথাটী শুনিলে সাজান গল্প মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। আমরা বহুবার ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। যাহারা তাঁহার সম্পর্কে নাতি হইত, তাহারা তামাসার ছলে তাঁহাকে বলিত, "দাদাবাবু! নাকে শুঁকে তরকারীর স্বাদ বলিতে পারেন না কি? তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন, "কতকটা তাই বটে।"

গৃহে কাহারও পীড়া হইলে অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের হস্তে রোগীর ভারার্পণ করিতেন এবং রোগীর আত্মীয়ের হস্তে সেবার ভার দিতেন। দাস-দাসীকে রোগীর সেবার ভার দেওয়া তিনি অসঙ্গত মনে করিতেন। স্যর গুরুদাস ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অপেক্ষা, চিকিৎসকের ব্যবসায় অধিক দায়িত্বযুক্ত মনে করিতেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়িগণের ভ্রম হইলে সংশোধনের উপায় থাকে, কিন্তু চিকিৎসকের ভ্রম হইলে আর সংশোধন হয় না। তিনি রোগীকে রোগের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা অতি অন্যায় মনে করিতেন; কারণ, তাহাতে রোগী ভয় পাইয়া অধিক কাতর হইতে পারে; তবে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে রোগের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য মনে করিতেন।

অর্থাগম পর্য্যাপ্ত হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোনও বৈপরীত্য জন্মে নাই। বরং তাঁহার পূর্ণ অভ্যুদয়কালে বাল্যজীবনের অভাব ও কষ্টের কথা তিনি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতেন ও তদ্বৃত্তান্ত লোকসমক্ষে গল্প করিতেন। তাঁহার বেশবিন্যাস বা পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না। যাহা না হইলে নয়, তিনি তাহাই পরিধান করিতেন। যখন উকিল ছিলেন, তখন পেণ্টুলেন, চাপকান, চাদর ও শামলা, আর জজ হইয়া পেণ্টুলেন, চাপকান, চোগা ও পাগ্ড়ী তাঁহার পোষাক ছিল। আর গৃহে সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য নয়-হাতি পরিচ্ছন্ন বস্ত্র কয়েকখানি এবং কোন স্থলে যাইতে হইলে একখানি অল্প মূল্যের নির্ম্মল প্রমাণ কাপড়, সামান্য জামা ও সূতার চাদর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রগণকেও সামান্য অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছিলেন। দেহ অসুস্থ হইলে তাঁহার পুত্রেরা গরম জামা ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু তিনি গরম জামা গাত্রে না দিয়া পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ গাত্রে বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতেন যে এই প্রকার গাত্র-আবরণ অধিক হিতকর। তাঁহার এই সামান্য পোষাক-পরিধানের ফল মধ্যে মধ্যে অতি কৌতুকজনক হইত। একদিন একখানি চাদর গাত্রে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন এমন সময়ে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিয়া ও গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন দেখিয়া তাঁহার বাটীর নারায়ণটি পূজা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন, "বাবা! অনেক বেলা হইল, আজ পুরোহিত ঠাকুরের এখনও দেখা নাই, বাটীর নারায়ণটির পূজা না হইলে জল খাইতে পারিতেছি না, আপনি কি আমার নারায়ণটি

পূজা করিয়া দিবেন?" গুরুদাস বাবু বিধবা ব্রাহ্মণীর কাতর ভাব দেখিয়া সম্মত হন ও পূজা সমাপন করিয়া বলেন, "মা! নৈবেদ্যখানি আমি লইব না, উহা আপনার পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে পাঠাইয়া দিবেন।" তাহাই হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটি তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি। পরে জানিতে পারিয়া তাঁহার বাটীর পুরুষেরা পরদিবস প্রাতে গুরুদাস বাবুর বাটীতে আসিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছি, আপনাদের ক্ষমাভিক্ষার কারণ কি? বরং নিত্যই যে এই কর্ম্ম করিতে পারি না, তাহাই আমার ক্রুটি।" পেন্সন লইবার পরে লেখকের সহিত পোষাক-পরিচ্ছদের কথা হইতেছে, এমন সময়ে তিনি লেখককে বলেন "ভাল, বলুন দেখি, আমার নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের এ বৎসর মোট কত ব্যয় হইয়াছে?" লেখক ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দেন, "বোধ হয়, ৩০৲ বা ৩৫৲ টাকা হইবে।" তখন তিনি তাঁহার ব্যয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত খাতা খুলিয়া দেখাইয়া দেন যে, সে বৎসর কেবলমাত্র মিলের এক জোড়া নয়-হাতি বস্ত্র এক টাকা দশ আনায় কেনা হইয়াছে মাত্র। তিনি সদাসর্ব্বদা যে বস্ত্রখানি পরিধান করিতেন, তাহারই কিয়দংশ গাত্রে বেষ্টন করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পরিচ্ছদের শোভার প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিলে বৃথাভিমান বাড়াইয়া দেয়। চটি বিনামার পরিবর্ত্তে তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিতেন। সেই যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের দিন কাষ্ঠ-পাদুকা পরিধান করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই।

তিনি একবার আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলেন ও উহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উপবাসী অবস্থায় বক্সর সহরে সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে গয়াধামে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ড-দান করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মাতাঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে ৺তারকেশ্বর দর্শনে পাঠাইতেন।

তাঁহার আয় অনুসারে তাঁহার দান যথেষ্ট ছিল। অনেকগুলি দরিদ্র ছাত্রকে তিনি গুপ্তভাবে প্রত্যেক মাসে পাঠের ব্যয় দিতেন। অনেক ছাত্রকে পুস্তক বা পুস্তক ক্রয় করিবার মূল্য দিতেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে স্কুল ও কলেজ-পাঠ্য বিবিধ পুস্তক আট দশখানি সঞ্চিত থাকিত। কোনও ছাত্র পুস্তকপ্রার্থী হইয়া আসিলে, তাহাকে তাহার প্রয়োজনীয় পুস্তক দিতেন। অপরিচিত ভদ্রলোক ভিক্ষুক দেখিলে তিনি তাহাকে এক বেলার আহার হয়, এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতেন। আর কলিকাতার সমস্ত দরিদ্র সাহায্য সমিতিতে তিনি কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। তাঁহার দান দাতব্যের জন্য, প্রশংসার প্রার্থী হইয়া নহে। শাস্ত্রকারদিগের ভাষায় বলিলে "অনুপকারিণের" জন্য ছিল।

ধনবান বা উচ্চপদস্থ অভ্যাগত ব্যক্তিগণের প্রতি একপ্রকার ব্যবহার ও মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং সামান্য অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি গর্ব্বিত বা বিভিন্ন ব্যবহার তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি স্বজনবর্গকে সমাদর ও যত্ন করিতেন। তবে সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে যথাযোগ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্যর্ গুরুদাস আত্মগৌরব-রক্ষক ছিলেন, অথচ তাঁহার

হৃদয়ে লেশমাত্র গর্ব্ব ছিল না। সেইজন্যই তিনি সর্ব্বজন-বরেণ্য। সুতরাং এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবন-কথায় আমরা কেবল তাঁহাকে লিখিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের পত্রগুলি মাত্র উদ্ধৃত করিলে, বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃতির একাংশ অসম্পূর্ণভাবে দেখান হয়, এই আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার আত্মীয়গণকে তিনি নিজে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থকারকে লিখিত দুইখানি পত্রের মাত্র প্রতিলিপি * ও মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিলাম। ইহা গ্রন্থকারের প্রগল্ভতা-মূলক জ্ঞান হইলে, ভরসা করি, পাঠক, তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

প্রথম পত্রের প্রতিলিপি :— ৯ই কার্ত্তিক ১৩২৪

"কল্যাণবরেষু !

আপনার গত কল্যকার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের প্রণাম গ্রহণ গৌরবের বিষয়। আপনি পবিত্র বংশের বংশধর, সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র।

আপনি সপরিবারে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সপরিবারে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে থাকুন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দ্বিতীয় পত্রের মর্ম্মানুবাদ :— ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬

প্রিয় জ্ঞানবাবু !

আপনার কৃপা পত্র পাইয়াছি, এবং "শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তা"

নামক গ্রন্থ-সম্বন্ধে আপনি যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। অধিকন্তু লিখিতে বাধ্য হইলাম, গ্রন্থকারকে আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে দেখেন বলিয়াই তাহার লিখিত পুস্তক সমগ্র পাঠ করিয়া ঐ প্রকার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত আপনার অভিমত আমি মূল্যবান্ মনে করি, কারণ আপনি একজন চিন্তাশীল পাঠক এবং অন্তরে যাহা অনুভব করেন, তাহাই যথাযথ প্রকাশ করেন।

আপনার শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার গৃহে আগত উচ্চপদস্থ বা ধনবান্ ব্যক্তিগণের এবং সামান্য অবস্থার ব্যক্তিগণের সহিত আচরণ সম্বন্ধে আমাদের এক-দিনের কথা মনে পড়ে। তিনি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন, তখন তিনি তাঁহার একটি একতলা ঘরে তক্তাপোষে বসিয়া মক্কেলের কাগজপত্র দেখিতেন। তক্তাপোষের নিকট দুই তিন

25th February 1906.

* My Dear Jnan Babu—

I have received your kind note and I thank you for the very favourable opinion you have expressed about my "Thoughts on Education." I feel bound to add that your kindly feeling towards the author must have greatly influenced your opinion about the book. But still I value your opinion as that of a thoughtful reader who has taken the trouble of going through the book and who says what he means.

Your affectionately
Gooroo Dass Banerjee

খানি চেয়ার এবং একটি টেবিল থাকিত। এই ঘরে নানা প্রকার অবস্থার মক্কেলের ভিড় হইত। তিনি মক্কেলগণের কাগজপত্র পরীক্ষা-সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে মক্কেল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিতে সমর্থ হইবে, তাঁহার কাগজপত্র অগ্রে দেখিবেন। একদিন জেলা চব্বিশ পরগণার সদর আদালতের একজন প্রথিত-নামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহাকে কাগজপত্র দেখাইবার চেষ্টায় থাকেন; কিন্তু জনতা জন্য প্রথম দিনে সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া উপর্য্যুপরি তুই দিন যাতায়াত করেন। এইরূপে তিন দিন ফিরিয়া আসিয়া অবশেষে লেখককে তাঁহার আত্মীয় জানিয়া তাঁহাকে একটু সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। লেখক গুরুদাস বাবুকে অনুরোধ করিলে পরে তিনি বলেন, "দেখুন! আমি যদি ডেপুটি বাবুকে দূর হইতে ডাকিয়া তাঁহার কাগজপত্র অগ্রে দেখি, তাহা হইলে অপরাপর মক্কেলেরা মনে করিবেন যে, পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার প্রতি আমি স্বতন্ত্র ব্যবহার করিলাম। ইহা সঙ্গত নহে। তবে আপনার অনুরোধ আমি মনে রাখিব। ডেপুটি বাবুকে কিঞ্চিৎ প্রাতে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিতে পরামর্শ দিবেন।" সেই বন্দোবস্ত অনুসারে ডেপুটি বাবুর কার্য্য সমাধা হয়। লিখিলে ক্ষতি নাই যে, উক্ত ডেপুটি বাবু লেখকের পরিচিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন।

তিনি যখন বহরমপুরে কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার সহকর্ম্মি-গণের মধ্যে কেহ কেহ অধিক সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন ও কেহ কেহ কালেক্টারির বাকী খাজানার

নীলামে সুবিধা দরে সম্পত্তি ক্রয় করিতেন। কিন্তু কি বহরমপুরে কি কলিকাতায় তিনি একদিনের জন্যও এই কার্য্য করেন নাই। বহরমপুরে বাসকালে তাঁহার নিকট নবাব নাজিমের একজন প্রধান কর্ম্মচারী নবাব নাজিমের জন্য কুড়িহাজার টাকা অধিক সুদে কর্জ্জ লইবার জন্য প্রার্থী হন, কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। আর সুবিধামত অল্প মূল্যে ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহার নারিকেলডাঙ্গার বাটীর সংলগ্ন ভূমি বা বাগবাজারের গঙ্গার ধারের বাটীর ভূমি বাজার হইতে মূল্য অধিক দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ন্যায্য মূল্যদানে ভূমি ক্রয় করিলে সেই ভূমি বংশপরম্পরাক্রমে বহুদিবস ভোগ হয়। সাধুতার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে তাংহার যে নানাপ্রকারে শুভফল অনিবার্য্য, তাহা তিনি শৈশবাবস্থা হইতে জননীর নিকট শিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তখন এক ধনবান ব্যক্তি দিনাজপুরের আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য হাইকোর্টে তাঁহার কর্ম্মচারীকে কাউন্সিল ইভ্যানস্ সাহেবকে ও তাঁহার সহযোগিরূপে ডক্টার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রকে নিযুক্ত করিতে আদেশ দেন এবং ইহাও বলিয়া দেন যে, যদি ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কাহাকেও প্রয়োজন হইবে না, তিনি একা আসিলেই চলিবে। সুতরাং কর্ম্মচারী প্রথমে ডক্টার গুরুদাসের সহিত হাইকোর্টে সাক্ষাৎ করিয়া পরদিবস দিনাজপুরের আদালতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কর্ম্মচারীটি বেলা ৪টার সময় হাইকোর্টে পৌছেন। তখন জজেরা প্রায় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এক দিনের

জন্য দেড় হাজার টাকা দেওয়া হইবে স্থির হয়। ডক্টার গুরুদাসের যে কার্য্য পরদিনে করিবার কথা ছিল, তিনি তাহার একটি ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার একজন মক্কেল তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে হাইকোর্টে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনার একতরফা মোকদ্দমাটি করিতে আমি বাবু গোলাপচন্দ্র সরকার মহাশয়কে বলিয়া দিতেছি।" মক্কেল বাবু উত্তরে তাঁহাকে বলেন "তাইত মহাশয়, আপনার মত লোকেরও কথার ঠিক নাই, আমি আপনার ভরসায় আছি!" গুরুদাস বাবু কাজেই দিনাজপুরের লোকটিকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি অন্য চেষ্টা করুন। আমি যাইতে পারিব না। তবে যদি মোকদ্দমার স্বতন্ত্র দিন ধার্য্য করাইতে পারেন, আমায় পূর্ব্বে সংবাদ দিবেন।" যে সময়ে এই ঘটনা হয়, তখন ভূমি বিক্রয়ের একজন দালাল তাঁহার নিকট ছিলেন। তাঁহার বাগবাজারের বাটীর ভূমির জন্য তিনি দালালি করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গুরুদাস বাবু কতদূর কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নির্লোভী। উক্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী যে মূল্য চাহিয়াছিলেন তদপেক্ষা দালাল পাঁচশত টাকা অধিক মূল্য চান। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ভূমির স্বত্বাধিকারীকে তাঁহার প্রার্থিত মূল্য দিয়া অবশিষ্ট পাঁচশত টাকা নিজে লইবেন কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, গুরুদাস বাবু কতদূর ধর্ম্মপরায়ণ তখন তিনি সেই রাত্রিতেই গুরুদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকারীর প্রার্থিত মূল্যে ভূমি বিক্রয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন এবং বলেন যে, এমন লোকের টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া লইতে গাত্র কম্পিত হয়। পরদিন হাইকোর্টে দিনাজপুরের লোক এক-

খানি টেলিগ্রাম হস্তে করিয়া আসিয়া বলেন "মহাশয়! জজসাহেব মোকদ্দমার স্বতন্ত্র দিন ধার্য্য করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনার সুবিধা-মত সময়ে তিনি মোকদ্দমা করিবেন! ফলে তিনি দিনাজপুরের দেড়সহস্র টাকাও পান, হাইকোর্টের মোকদ্দমাটি করেন এবং ভূমির জন্য তাঁহাকে যে পাঁচশত টাকা অনর্থক বেশী দিতে হইত তাহাও দিতে হয় নাই। লেখা বাহুল্য, তিনি দালালকে তাঁহার পরিশ্রমের মূল্য যথেষ্ট দিয়াছিলেন ও হাইকোর্টের পূর্ব্বোক্ত মক্কেলও স্বীয় আচরণে লজ্জিত হইয়াছিলেন। এই একটি ঘটনাই যে তাঁহার সততার পুরস্কারের পরিচায়ক তাহা নহে। এপ্রকার ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেক ঘটিয়াছিল।

তাঁহার হাইকোর্টের বিচারপতিত্বকালে তাঁহার বেঞ্চে তাঁহার অতিযোগ্য পুত্রদ্বয়ের বা জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলের মোকদ্দমা থাকিলে তিনি সে মোকদ্দমা অপর বিচারপতির বেঞ্চে পাঠাইয়া দিতেন। পুত্রগণের বা জামাতার প্রতি স্নেহ বা আকর্ষণ সাধারণ ধর্ম্ম। পাছে তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ মমতার বশীভূত হইয়া অন্যায় আজ্ঞা দেন বা বিচার করেন, অথবা পাছে তাঁহার পুত্রগণের ও জামাতা অপেক্ষা অধিক যোগ্য উকিলের প্রতি অন্যায় আচরণ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি তটস্থ হইতেন।

একজন বিচারপতি চিরকাল বিচারাসন অধিকার করিয়া থাকিলে অপর যোগ্য উকিলের সেই পদে আসীন হইবার আশা-পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর দিকে যোগ্য উকিলকে আত্মীয় বলিয়া নিজের বেঞ্চে মোকদ্দমা চালাইতে দিবার অনিচ্ছা প্রদর্শনে

আত্মীয়ের সমূহ ক্ষতি ; এই দুই ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা তাঁহার ষাট বৎসর বয়সে বিচারপতির কর্ম্মত্যাগের একটি আনুসঙ্গিক কারণ ছিল।

তাঁহার চির-জীবনের ধারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তাঁহার দৈবে একান্ত বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনি দৈবের উপর কখনও নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, পুরুষকারের সাধনা করিতেন। সাংসারিক ও বৈষয়িক ছোট বড় সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে শুভফল হইবার সম্ভাবনা, স্বাধীন-চিত্তে ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বয়ং স্থির করিতেন এবং সুশৃঙ্খলে কার্য্য সমাধানের জন্য স্বয়ং প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। নিজে সততই স্বাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার বহুধনলালসা বা অল্প ধনে কাতরতা ছিল না। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল গুণ তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর ছিল এবং তাঁহার পত্নীর ও পুত্রগণেরও আছে। অতি অল্প পরিবারের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সমাবেশ দৃষ্টি-গোচর হয়। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণকে, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া একটি আদর্শ পরিবার গঠন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্মের দোষগুণ দিনান্তে হিসাব করিতে এবং স্বাবলম্বন করিতে শিক্ষা দিতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও অপরের গ্লানি করিতে বা শুনিতে দেখিলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন। তাঁহার চরিত্রে ইন্দ্রিয়বিকারের গুপ্তভাবও কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই।

স্যর গুরুদাস নারিকেলডাঙ্গায় চারিপুত্রের বাসের জন্য চারিটি

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মধুপুরেও একটি সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাছে পুত্রগণের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার ঘড়ি চারিটি, গাত্র বস্ত্রগুলি, এমন কি পুস্তকগুলিও বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে আইনের পুস্তক অধিক ছিল বটে, কিন্তু সাবধানে নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অপরাপর নানাপ্রকারের পুস্তকও ছিল। তিনি বলিতেন যে, অবস্থানুসারে সকলেরই পুস্তক সংগ্রহ করা উচিত, কারণ, উহা শিক্ষার একটি উপকরণ।

স্যর গুরুদাস নিজ সংসারপালনে বড় মানুষের চালচলন অনুসরণ করিয়া অযথা ব্যয় না করিয়া পুত্রগণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্থানও করিয়াছিলেন। যোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণের বিবাহোপলক্ষে কন্যার পিতার নিকট কখনও কিছু চাহিতেন না। কন্যার পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রশস্তমনে যাহা দান করিতেন তাহাই তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন।

পুত্রগণের জন্য নির্ম্মিত প্রাসাদে তিনি স্বয়ং একরাত্রিও শয়ন করেন নাই। লেখক তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! এমন সুন্দর সুন্দর বাড়ী করিলেন, সাজান গুছান হইল, স্বয়ং একদিন কোনও বাড়ীতে বাস করিলেন না!" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে ঘরটিতে শুই, সেইটি না হইলে যে আমার সুনিদ্রা হয় না, কি করিব!"

স্যর গুরুদাস সচরাচর গৃহে পড়িবার সময় কাষ্ঠ-পাদুকা পায়ে দিয়া স্বীয় শরীরকে সোজা রাখিয়া উচু হইয়া বসিতেন। কোনও ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বাহিরের ঘরে আসিতেন।

গ্রীবা, মূর্দ্ধা, পৃষ্ঠ এবং উদর সমভাবে রাখিয়া সুদৃঢ়রূপে বসিয়া একটু দোলা তাঁহার বসিবার এক বিশেষ স্বাভাবিক ভঙ্গী ছিল। বিছানায় বসিয়া তাঁহার উপাধানের প্রয়োজন হইত না। পরিচিত হউক আর অপরিচিত হউক, বিদ্বান্ হউক আর মূর্খ হউক, সকল শ্রেণীর লোকের সহিত এমন সাবধানে কথা কহিতে আমরা কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। আমাদের মনে হইত, তিনি প্রত্যেক কথাই ওজন করিয়া কহিতেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনের পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সাবধানে উচ্চারিত বাক্য বা উপদেশ যতই চিন্তা করা যাইত, ততই তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইত এবং নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইতে হইত। তিনি আগামী কল্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অদ্য করিতেন, অপরাহ্ন-কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে করিতেন। এই নিয়মে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাঁহার অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি ছিল। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উহা প্রবল থাকিলেও সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যক্তির নামের ভুল হইত। পরদিবস কোন সভাসমিতিতে যাহা বলিতে হইবে, পূর্ব্বরাত্রিতে তাহা ভাবিয়া রাখিতেন। একবার একটি সভায় তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। তিনি তাঁহার অভ্যাসানুসারে পরদিন কি বলিবেন, তাহা ভাবিতেছিলেন। সভাস্থলে যে স্ত্রীলোকটির নামোল্লেখ নিতান্ত আবশ্যক, সেই নামটি তাঁহার কিছুতেই মনে আসিতেছিল না। তখন শীতকাল। সেই নামটি স্মরণের চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি শীতকালে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার নামটি স্মরণে আসিল

ও পরে তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সাধারণ নিয়মে তাঁহার স্মরণশক্তির হ্রাস হইতেছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুর দিবসেও তাঁহার কঠোপনিষদ ও গীতার শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ স্মরণে ছিল।

তাঁহার পত্নী, তাঁহার পুত্রকন্যা ও পুত্রবধূগণের গুণে তাঁহাকে সংসারে নিত্য খিটিমিটি ভোগ করিতে হয় নাই। অতি ভাগ্যবান বলিয়াই তিনি নিতান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ও কর্ম্মিষ্ঠা পত্নী ও পুত্রবধূগণকে পাইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, যে লোককে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহকালে নিত্য অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহার স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত ভাল থাকিতে পারে না, এবং তাহার আয়ুও শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সাংসারিক বা লৌকিক কার্য্যে তাঁহার রাগ একেবারে হইত না, আমরা এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু রাগ তাঁহার অতি অল্প হইত। রাগ অল্প হইত বলিয়াই তাঁহার দীর্ঘায়ু হইয়াছিল। না বুঝিয়া সহসা রাগ করিয়া অনেকের চিরজন্মের মত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা গিয়াছে।

স্যর, গুরুদাস নিজে মনে করিতেন, তিনি তাঁহার মায়ের জন্যই ভাগ্যবান। আমরা মনে করি, তিনি সর্ব্বগুণান্বিতা মায়ের সঙ্গে পুণ্যাপুণ্য-ফলেসমা সর্ব্বগুণসম্পন্না পত্নী পাইয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ ভাগ্যবান। এ প্রকার পত্নীকে তিনি সর্ব্বদাই আদর ও সম্মান করিতেন।

কি কঠোর গার্হস্থ্য জীবনযাপন কালে, কি স্বদেশীয় বিদেশীয় জনসাধারণের সহিত ব্যবহারে, স্যর গুরুদাস সকল ক্ষেত্রে ধার্ম্মিকের ন্যায় আচরণ করিতেন। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন

দত্ত তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর "পরলোক" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন, "দু-দিন বাঁচিতে চাহে, চিরদিন মরি ?" আমাদেরও মনে হয়, অধর্ম্মের দ্বারা দুইচারিদিন কিঞ্চিৎ আপাতপ্রীতিকর সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্মাচরণে তাহাকে চিরদিন—এমন কি—জন্মান্তরেও দগ্ধ হইতে হয়। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ক্ষণিক সুবিধার জন্য যে চিরদিন কষ্ট পাইবার মূল পত্তন করে, সে অতি অবোধ। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি স্যর গুরুদাস ভ্রমেও একদিনেরও জন্য অধর্ম্মাচরণ করেন নাই। এমন শিশুর ন্যায় স্নেহবৎসল আড়ম্বরশূন্য অবিলাসী বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের, এমন সাদাসিদা চালচলনের সদানন্দ পুরুষ বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। "মুখে বলি হরি মনে অন্য করি" তিনি এ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার মুখে যাহা বাহির হইত অন্তরে তাঁহার অনেকটা সে ভাব থাকিত। লেখা বাহুল্য, মুখে ও মনে হরি বলা অতি কঠিন। তবে ইহা সত্য কথা যে, সংসার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে "আপনার অনুরোধ স্মরণে রাখিব" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে কথা ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার রীতি ছিল না। কাহাকেও সহায়তা করিবার আশা দিলে, তিনি অপ্রকাশিত ভাবে তাঁহার আশাদানের পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উপকার করিতেন। তাঁহার স্তাবক-পোষক ভাব আদৌ ছিল না। কেহ তাঁহার সম্মুখে স্তব করিলে তিনি সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক রত্ন প্রসব করিয়াছে, অনেক ভারতবাসী আপন আপন প্রদেশের উচ্চ বিচারাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্ম বিধানের জন্য যথাজ্ঞানে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্রগণের শিক্ষা-

দানের জন্য প্রাণান্ত শ্রম করিয়াছেন, স্বধর্ম্মে থাকিয়া দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছেন, জনক জননীকে সেবা করিয়াছেন, দরিদ্র পালন করিয়াছেন, স্বদেশের সেবা, স্বজাতিকে ভালবাসা, স্বদেশের ভাবে ভক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু সকল মহৎ কর্ম্মের, সকল সাধু অনুষ্ঠানের একত্র সমাবেশ অতি বিরল। সকল গুণের একত্র অপূর্ব্ব সমাবেশই স্যর গুরুদাসের জীবনের বিশেষত্ব। সেই জন্যই তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন ও সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—o—

অন্তিমকাল ও দেহত্যাগ

যে আমাশয় রোগে স্যর গুরুদাস মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেন, মাতৃ বিয়োগের পরে সেই আমাশয় রোগ গুরুতর-রূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসের প্রথমে আবার সেই আমাশয় রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা যায়। এই সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ৩রা কার্ত্তিক (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর) রবিবার তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ-পত্র প্রস্তুত করাইয়া পুত্রগণের সম্মতি লইয়া উহাতে স্বয়ং নাম স্বাক্ষর করেন। বৈষয়িক চিন্তা হইতে বিরত হইয়া এই সময়ে তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ আনন্দের চিহ্ন দেখা দেয়। সদা সন্তুষ্টা পত্নী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীকে তাঁহার কিছুই দানের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার এক মুষ্টি অন্ন ব্যতীত কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরে যেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শয়ন করিতে পান, এই মাত্র আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রাণধন বসু এম. বি মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে থাকেন। মধ্যে তিন সপ্তাহকাল কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেনের চিকিৎসা

হইয়াছিল। চিকিৎসার গুণে কিঞ্চিৎ উপকারও হইয়াছিল। রোগী মনে করিয়াছিলেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

১৩২৫ সালের ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ২৬এ কার্ত্তিক তারিখে সম্পন্ন হয়। এই দেবী-পূজা পূজনীয় গুরুদাসের পৈত্রিক পূজা। শৈশবে পিতৃবিয়োগের পরে তাঁহার জননীর দারুণ দুঃখের দিনে তাঁহার বাড়ীতে কয়েক বৎসর মাত্র এই পূজার আয়োজন হয় নাই। আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হওয়ার পরেই পুনরায় ১২৮০ সালে বহরমপুরে ওকালতি ত্যাগ করিয়া আসিবার পর বৎসরেই এই পূজা আরম্ভ হয়। সমস্ত দিবস সপরিবারে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া সমাহিতমনা হইয়া স্যর গুরুদাস বৎসরান্তে অচলা ভক্তি সহকারে ৺ জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা করিতেন। ১৩২৫ সালের পূজার সময় তিনি শয্যাগত। তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য ছিল না। তথাপি তিনি দেবীর পূজার যথাযথ আয়োজন করাইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে-দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় তাঁহার দেবীদর্শনের ইচ্ছা অতিশয় প্রবল হয়, কিন্তু শয্যা হইতে তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। তাঁহার মনে বিষম কষ্ট হইতেছে ও চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া দেবী দর্শন করান। তাহাতে সেদিন তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

পূজাতে নিমন্ত্রিত সকল অবস্থার লোককে তিনি স্বয়ং অতি যত্নের সহিত দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করাইতেন। কিন্তু সে বৎসর শয্যাগত অবস্থায় পাছে নিমন্ত্রিতগণের সমাদরের কোন প্রকার ত্রুটি হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও বন্ধুগণকে তাঁহাদের

বাড়ীতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দেন, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একখানি নিবেদন পত্র পাঠাইয়া দেন তাহার অনুলিপি নিম্নে দিলাম। পত্রখানিতে পীড়িত নিবেদকের তাৎকালিক চিত্তের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পত্রের অনুলিপি :—

শ্রীশ্রীদুর্গা ৺জগদ্ধাত্রী
সহায়।

"সবিনয় নিবেদন—

অদ্য শ্রীশ্রী৺পূজা। আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত; তবে এ যাত্রায় বোধ হয় জগন্মাতা রক্ষা করিলেন। তাই এ দীন ভবনে তাঁহার পূজা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আমি আপনাদের অভ্যর্থনায় অসমর্থ বিধায়ে আপনাদের শুভাগমন লাভের আশা করিতে পারি না; স্নেহ লাভে যেন বঞ্চিত না হই। ইতি ২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৫ সাল।

নিবেদক—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

৺জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন। পূজার পর হইতে পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কবিরাজের চিকিৎসা বন্ধ করা হইয়াছিল। ডাক্তার প্রাণধন বসু এম. বি প্রত্যহ তিনবার করিয়া আসিতেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার কলভার্ট (Col. Calvert M. B, M. R. C. P.) কয়েকবার আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এম. ডি. সি. আই. ই. তাঁহার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনিও কয়েক দিবস আন্তরিক যত্নসহকারে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে লেখক তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! আপনার ন্যায় প্রকৃত ধার্ম্মিক দেবচরিত্র ও সর্ব্বাংশে ভাগ্যবান লোক সচরাচর নয়নগোচর হয় না, কারণ আপনার চারিপুত্র চারিরত্ন। বিদ্যায়, সংযমে, চরিত্রে ও ব্যবহারে তাঁহাদের তুলনা নাই। আপনার পত্নী কন্যাদ্বয় ও বধূগণ প্রত্যেকেই দেবীবিশেষ। জামাতৃদ্বয়, বিদ্বান, আস্তিক, ধনবান, চরিত্রবান ও ভাগ্যবান। অতি বড় নিন্দকও আপনার সংসারে অন্বেষণ করিয়া ছিদ্র বাহির করিতে পারিবে না; একি কম ভাগ্যের কথা?" তদুত্তরে স্যর গুরুদাস তাঁহাকে বলেন, "আমি যথার্থ ভাগ্যবান কিসে তাহা আপনি বলিতে পারিলেন না; আমি যথার্থ ভাগ্যবান কিসে জানেন? আমি ভাগ্যবান আমার মায়ে। আমার ছেলেরা ভাল বটে, অপরাপর পরিবারবর্গও ভাল বটে, কিন্তু এই প্রকার সুসন্তান ও পরিবারবর্গ অনেকের আছে; কিন্তু আমার ধারণা, আমার মায়ের মত কাহারও মা ছিল না।" এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে স্যর গুরুদাস কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। লেখকও আশ্চর্য্য ও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত গ্রীক-জীবন-চরিত-প্রণেতা প্লুটার্ক (Plutarch) স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মানবের অতর্কিতভাবে উচ্চারিত কথায়, এমন কি বিদ্রূপছলে বাক্যপ্রয়োগে তাহার প্রকৃত চরিত্র, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি যেরূপ প্রতিভাত বা প্রকাশিত হইয়া পড়ে,

যুদ্ধক্ষেত্রে, কোনও মহৎকর্ম্মের আয়োজন-কালের বুদ্ধিকৌশলে ও নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের গুণ বা অন্তরের প্রকৃত ভাব সে পরিমাণে প্রতিভাত বা বোধগম্য হয় না। আমাদের মনে হয়, স্যর গুরুদাসের উপরি উক্ত কয়েকটি কথায় তাঁহার অন্তরের ভাব বা অন্তরের গুণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাপ্রসূত সারগর্ভ বক্তৃতায় বা হাইকোর্টের বিচারাসনের যুক্তি-পূর্ণ আজ্ঞায় তেমন প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার রোগশয্যায়, যখন দেহ ক্ষীণাদপি ক্ষীণ, রোগযন্ত্রণায় অধীর, তখন সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মাতৃবিচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণা প্রবল হইয়াছিল এবং সেই স্বর্গীয়া জননীর যত্ন ও ভালবাসা তাঁহার মনে প্রবলরূপে জাগ্রত হওয়ায় তিনি এই কয়েকটি কথা অতর্কিতভাবে বলিয়া ঐকান্তিক মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছিলেন। হরির দয়া অন্তরে অন্তরে সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে না পারিলে হরিনামে চক্ষু দিয়া জল আসে না। সেইরূপ গুরুদাস স্বর্গীয়া জননীর ভালবাসা অন্তরে অন্তরে সততই অনুভব করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জননীর প্রতি একান্ত অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অন্তর্ভূত আকর্ষণ স্যর গুরু দাসের সকল কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাইত এবং সময়ে সময়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত। তাঁহার এই বিশেষ গুণ সকল দেশের সকল জাতীয় মানবের অনুকরণীয়। ভরসা করি, এই বঙ্গভূমির বালক-বালিকাগণ স্বদেশের এই মহাপুরুষের যথাশক্তি পথানুবর্ত্তন করিয়া আপনাপন জননীকে প্রত্যক্ষ দেবীজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া ও তাঁহাকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া ইহ ও পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিবে।

তাঁহার রোগ ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগযন্ত্রণা সময়ে সময়ে এত তীব্র হইয়া পড়িত যে, তাঁহার দৃঢ় মনকেও এক একবার বিচলিত করিয়া ফেলিত। কিন্তু আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, দারুণ যন্ত্রণাকালে ঈশ্বরের বিচারে বা বিধানে অশ্রদ্ধার সঞ্চার না হইয়া বরং তাঁহার মনে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দিত এবং এই সময়ে তিনি ঘন ঘন নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতেন। আমাদের ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু হয়ত এই জন্যই পুরাকালে ঋষিগণ ও ইদানীং ভক্ত কবি তুলসীদাস সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যন্ত্রণা ভোগও দেহীর প্রয়োজন, ভক্তের প্রার্থিত সামগ্রী।

যে বাটীতে তাঁহার মাতৃদেবী চারিরাত্রি বাস করিয়া দেহত্যাগ করেন, ৫ই অগ্রহায়ণ হইতে গঙ্গাতীরের সেই বাগবাজারের বাটীতে যাইবার জন্য স্যর গুরুদাস ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব তাঁহার স্বজনবর্গের মনোমত হইতেছিল না। অনেক ইতস্ততঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া ৭ই অগ্রহায়ণ বেলা নয়টার সময় তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে এই বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। যাইবার সময় তিনি আত্মীয়গণের মনস্তুষ্টির জন্য বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার নারিকেলডাঙ্গার বাটীও যেমন, বাগবাজারের বাটীও সেইরূপ। যাইবার সময় এক পুত্রের মোটর গাড়ীতে শয়ন করিয়া যাইতেছি, যদি আরোগ্য হই, অপর এক পুত্রের ঘোড়গাড়ীতে বসিয়া ফিরিব; আর যদি দেহত্যাগ হয়, গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে পবিত্র তীর্থে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া মরিব। সেজন্য এত তর্ক-বিতর্ক বা ভাবনা কেন! এই প্রকার বুঝাইয়া দিয়া অথচ বাটী

ত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রিতে, তাঁহার শ্রাদ্ধের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া, এমন কি শ্রাদ্ধে বাটীর যে বিল্ববৃক্ষটি কাটিয়া ব্যবহার করা হইবে তাহা পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া জাহ্নবীকূলে তাঁহার মাতার তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করেন। যে ভাবে যে ঘরে শয়ন করিলে অনায়াসে সর্ব্বক্ষণ গঙ্গাদর্শন হয়, সেই স্থান স্বয়ং মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া একখানি খাটে শয়ন করেন। পত্নী, চারিপুত্র, পুত্রবধূগণ ও অপরাপর পরিজনবর্গ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এইখানে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ মনে করিলেন যে যদি এই চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ উপকার হয় চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? সেইজন্য তাঁহার সম্মতি লইয়া ১১ই অগ্রহায়ণ বেলা নয়টার সময় ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তকে আনান হয় ও তাঁহার ঔষধ সেবন করান হয়। ডাক্তার প্রাণধন বসুও আসিয়াছিলেন আর ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহার শয়নগৃহের দ্বারে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীও সেই বাটীতে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিলে রোগীর গৃহে অপর লোক প্রবেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার পত্নীও সর্ব্বদা এই গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। তাঁহার গুরুপুত্র, পুরোহিত, আত্মীয়গণ, বঙ্গদেশের মান্যগণ্য সকলেই দূরদূরান্তর হইতে এই বাটীতে যাইয়া সাধুগুরুদাসের তত্ত্ব লইতেন। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শুভা-

কাঙ্ক্ষিগণের সংখ্যার সীমা করা কঠিন। শত শত ভদ্রলোক প্রত্যহ সমবেত হইতেন ও কাতরকণ্ঠে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এ সময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্যর আশুতোষকে তিনি বহুদিন হইতে বড় ভালবাসিতেন। স্যর গুরুদাস তাঁহার পুত্রগণকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে এই অন্তিম শয্যায় শ্রদ্ধা করিয়া দেখিতে আসিবেন, শ্রাদ্ধের সময় যেন তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ইহা তিনি বৈধকর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন ও সেই জন্য মরণকালেও বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "আমরণাদপি বৈধং কর্ত্তব্যং যোগিনা সদা" ইহা যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের মত। স্যর গুরুদাসের এই মত শিরোধার্য্য ছিল।

এই সময়ে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং আরও কয়েকটি বন্ধুর সম্মুখে তিনি বলেন, "একটি কথা আপনাদের নিকট গোপন করা আমার উচিত নহে। আমার যশোলাভের স্পৃহা ছিল; কিন্তু যশোলাভ না হইলে, কোনও দুঃখ হইত না। যশোলাভের স্পৃহা থাকা উচিত নহে; কেবল কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই উচিত।" তদুত্তরে স্যর দেবপ্রসাদ বলেন, "আপনি কেন আমাদের নিকট অকারণ আত্মগ্লানি করিতেছেন? আমরা আপনাকে যতদূর জানি আপনার যশোলাভের স্পৃহা কিছু মাত্র ছিল বলিয়া বোধ হয় না; যশই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে আশ্রয় করিত।"

ডাক্তার অক্ষয় কুমার দত্ত তিনদিবস উপর্য্যুপরি রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হয় নাই।

পূজনীয় গুরুদাস সুস্থাবস্থায় বহরমপুরের পরিচিত উকিল

৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি পৌত্রীর সহিত তাঁহার মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাহের জন্য, কন্যার পিতার আগ্রহাতিশয়ে শুভবিবাহে মত দিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার অসুস্থতায় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। এই বাগবাজারের বাটীতে ৺গোপাল বাবুর পুত্র তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গুরুদাসবাবুর মরণান্তে প্রস্তাবিত বিবাহ সম্পন্ন হইবে না, কারণ অশৌচান্ত হইতে পূর্ণ একবৎসর যাইবে ও তৎপরে অপরাপর নূতন আপত্তি উঠিতে পারে। গুরুদাস বাবু পূর্ব্বেই ইহা অনুমান করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে এই কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, "আমি যখন কন্যাটিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার পিতাকে আশ্বাস বাক্য দিয়াছি, তখন কোন আপত্তি না করিয়া প্রস্তাবিত বিবাহ আমার মরণান্তে সম্পন্ন করিবে। আর তোমাদের অশৌচান্ত কাল পর্য্যন্ত কন্যার পিতা যদি অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তোমরা শাস্ত্রের বিধান মতে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিয়াও এ বিবাহ দিও। আমার জন্য কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হয় এরূপ আমার ইচ্ছা নহে। লোকে যদি বলে যে পুত্রের বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ কেন? তাঁহাদের বলিও, আমরা পিতৃ আদেশ প্রতিপালন করিতেছি। পিতৃ আদেশ প্রতিপালন প্রধান ধর্ম্ম।" তিনি তাঁহার গুরুপুত্র ও পুরোহিতের নিকট পুত্রগণকে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের অনুমতি দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন:যে, শাস্ত্রে উহাতে বাধা নাই। লেখা বাহুল্য স্যর গুরুদাসের মরণান্তে ঐ আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

পাঠক! এই সামান্য কার্য্যেও স্যর গুরুদাস কতদূর কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাক্যনিষ্ঠা যে তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল, তাহা তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত কর্ম্মের ধারায় লক্ষিত হইবে। স্যর গুরুদাস "ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ" ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

গঙ্গার তীরে আসিয়া পুত্রগণকে ও প্রিয় আত্মীয়গণকে তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৈষয়িক ও শাস্ত্রীয় উপদেশ দিতেন এবং স্বয়ং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও কঠোপনিষদ্ পাঠ শ্রবণ করিতেন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণই যেন এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার গুরুপুত্র জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি এখন কি চিন্তা করিতেছেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"জীবন কি তাহাই চিন্তা করিতেছি; জীবনই তিনি।" এই বলিয়া গুরুপুত্রকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে বলিলেন এবং নিজেও সেইটি আবৃত্তি করিলেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

৮ মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় খণ্ড।

তিনি পা দুইটি গুটাইয়া চিৎ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার চক্ষুর ভাব দেখিলে তিনি নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। যেন ভ্রূর দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত। এ সময়ে কেহ ডাকিলে বা গাত্রে হাত দিলে বিরক্ত হইতেন।

এ সময়ে তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ও অষ্টম অধ্যায় শুনিতে চাহিতেন। আর মধ্যে মধ্যে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রু´বং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

এবং অষ্টম অধ্যায়ের—

"প্রয়াণকালে মনসা চলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥"

এবং

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

শ্লোকগুলি স্বয়ং আবৃত্তি করিতেন।

কঠোপনিষদের প্রশ্নকর্ত্তা পরমজ্ঞানী বাজশ্রবা মুনির পুত্র নচিকেতা ও উত্তরদাতা স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম। অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় মহান্ পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নচিকেতার যে সন্দেহ ছিল, প্রত্যুত্তরে কৃপাপরবশ হইয়া ধর্ম্মরাজ তাহা অপনোদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থেই যম, জীবকে অন্তকালে মর্ত্ত্যলোকের কামনা পৃথক্ করিয়া, হৃদয়কে চিন্ময়ভাব অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মে নিয়োগ করিবার উপদেশ

দিয়া গিয়াছেন। স্যর গুরুদাস মৃত্যুকালে সেই উপদেশ ও নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্যাসদেবের গীতোক্ত উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেই উপদেশানুযায়ী পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই হয়ত তিনি জীবনের শেষ দুইদিন অর্দ্ধ নিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন। আবার তাই হয়ত তাঁহার অসীম মানসিক শক্তিকে অক্ষুণ্ণভাবে রাখিয়া কঠোপনিষদুক্ত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত উপদেশ স্মরণে রাখিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মী গুরুদাসের জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল, ১১ই অগ্রহায়ণ ২৮এ নভেম্বর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ (Syndics) এক সভা আহ্বান করেন। ভাইস্‌চ্যানসিলারের অনুপস্থিতেতে মিষ্টার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Mr. W. C. Wordsworth) সেই সভার অধ্যক্ষ হন। তিনি স্যর গুরুদাসের অন্তিম শয্যায় বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ও পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা ও পরে আরোগ্য হইলে যাহাতে তিনি তাঁহাদের সভার কার্য্যে যোগদান করেন, ইহাও প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সেই পত্রখানি বহন করিয়া স্যর গুরুদাসের হস্তে অর্পণ করেন। তখন আর স্যর গুরুদাসের স্বহস্তে পত্রের উত্তর লিখিবার দৈহিক শক্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার মানসিক শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি ইংরাজী ভাষায় এই পত্রের উত্তর বলিয়া যান ও ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ উহা লিপিবদ্ধ করেন।

আর উহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ নাম স্বাক্ষর করেন। যে কয়েকটি কথা স্যর গুরুদাস স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া ঐ পত্রের উত্তর দেন, তাহার মূল পাদটীকায় * ও মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দিলাম। পাঠক! যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তাঁহার শেষ পত্রখানির ভাষা, ভাব ও শব্দপ্রয়োগ যে কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তাহা বিবেচনা করিবেন। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা এ জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া বড়, তাঁহারা মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বড়—আবার মরণের পরে আরও বড়। স্যর গুরুদাসের পত্রের মর্ম্মানুবাদ।—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ নভেম্বরের কৃপা পত্র পাইয়া শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আপনার ও আপনার মাননীয় সহযোগিগণের নিকট এই হৃদয়স্পর্শী ও আশাপ্রদ পত্রের জন্য গভীর

---

* "To the Hon'ble Chairman of the syndicate of the University of Calcutta."

Dear Sir,

Many thanks for your kind letter of November 28th 1918. I am indeed deeply grateful to you and your esteemed colleagues for that touching message of hope.

May the abundant grace of my Maker and the overwhelming sympathy of my fellowmen which have so far sustained me during trial and tribulations, continue to be vouchsafed to me in going through whatever has still to be faced.

With the kindest regards and remembrances,

I am yours sincerly

P. S. Forgive me the employment of an amanuensis.

কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম। যে পরমেশ্বরের অপরিমেয় কৃপাবলে ও বন্ধুগণের নিরতিশয় সহানুভূতিতে আমি এখন পর্য্যন্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছি, জীবনের অবশিষ্টাংশের ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিবার শক্তি, পরমেশ্বরের সেই কৃপা ও বন্ধু-গণের সেই সহানুভূতি হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই।

পুনশ্চ—পত্রের উত্তর দিতে শ্রুতি-লেখক নিযুক্ত করিতে হইল, তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

তাঁহার আসন্ন অবস্থায় দেশের লোকের মনের অবস্থা কি প্রকার হইয়াছিল, পাঠক, এই ২৮এ নভেম্বর ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার "নায়ক" সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠে বুঝিতে পারিবেন। তজ্জন্য নায়কে লিখিত এই অংশ নিম্নে দিলাম।

"শ্রীমতী——তোমাকে পর করিতে, তোমার সহিত বিবাদ বিসংবাদ বাধাইতে ইচ্ছা হয় না। কেন জান? এখন আমাদের রোদনের—স্ত্রী-রোদনের সময় আসিয়াছে। মনে পড়ে কি?"

"মরিব মরিব সখা নিশ্চয় মরিব;
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?"

মরিব ত' বটেই। ঐ ভাগীরথী জলকল্লোলমুখর পুলিন-পুরীতে বাঙ্গালার ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু পণ করিয়া শেষশয্যায় শায়িত। বাঙ্গালার আদর্শ মানবতা, দয়া, মায়া, ক্ষমা, তিতিক্ষার অবতার, হিন্দুয়ানীর সজীব বিগ্রহ স্যর গুরুদাস তীরস্থ। তোমার আমার গণা দিনও প্রায় শেষ হইয়া আসিল—মরিব—নিশ্চয় মরিতে আসিয়াছি, মরণ সার করিয়াছি; কিন্তু "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? সে চিন্তা করিতেছ কি? সবাই যে ফিরিঙ্গি সাজিয়া

বসিল! এমন ভীষ্ম-পরাজয়ের পেষণকালে, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণগাথা, কৃষ্ণচরিত্র বাঙ্গালায় আমাদের অবলম্বন ছিল, শ্যাম-শ্যামার ভাবে বিভোর হইয়া, বাঙ্গালী, মোগল পাঠানের যুগ পাসরিয়াছিল। অন্ধের যষ্টি, কাঙ্গালের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটলী, সে ভক্তি ও প্রেম ভাগীরথীপ্রবাহের ন্যায় ক্রমে শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যাইতেছে! ধারা যে আর বজায় থাকে না। তাই জিজ্ঞাসিতেছি—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?" ভারতবর্ষের কোটিকল্প প্রবাহমালা অতীতের অনন্ত স্মৃতিতরঙ্গ ভঙ্গ ব্যাকুলা মন্দাকিনীর তীরস্থ ব্রাহ্মণ গুরুদাসকে একবার এই বেলা জিজ্ঞাসা করিতে পার, "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।" সে যে আমারই। এমন কালোরূপ কৃষ্ণত্বের মহিমা আমার মতন আরত কেহ প্রাণ ঢালিয়া ভাল-বাসিবে না! হৃৎপিঞ্জরের স্তরে স্তরে এত সোহাগে লুকাইয়া রাখিবে না। বংশধর সৃষ্টিধর যাহারা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গি সাজাইয়াছি। আমার ভক্তির ব্রহ্মকমণ্ডলুকে রক্ষা করিবে কে?"

স্যর গুরুদাসের ক্রমে ক্রমে দৌর্ব্বল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৫ই অগ্রহায়ণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা গলাধঃকরণ হইতেছিল, তাহাও ক্রমে কমিয়া আসিল। এই অবস্থাতেও কিন্তু তাঁহার গীতা বা উপনিষদ্ শ্রবণ বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে একবার বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুর সময় কেহ গোল করিও না, কাঁদিও না, তাহা হইলে আমার মন বিচলিত হইতে পারে; আর আমার মনে হইতেছে, যখন আসিয়াছিলাম যেমন চুপি চুপি আসিয়াছিলাম, যাইবার সময়েও সেইরূপ চুপি চুপি যাইব।" ইহাতে আত্মীয়গণ মনে করিয়াছিলেন, হয়ত তাহাই হইবে, হয়ত রাত্রিতে নীরবে দেহত্যাগ করিবেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ২রা ডিসেম্বর। সেই দিবস তাঁহার পুত্রেরা পেন্সন চেকখানি তাঁহার নিকটস্থ চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া নাম স্বাক্ষর জন্য তাঁহার সম্মুখে ধরেন। তিনি তাহাতে কম্পিত হস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া বলেন, "এই শেষ পেন্সন।" তৎপরে গঙ্গার দিকের জানালা হইতে গঙ্গাদর্শন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন। এই প্রকারে অপরাহ্ন কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র, গীতাগ্রন্থ যথা-নিয়মে পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি তন্ময়চিত্তে শুনিতে থাকেন। এ সময়ে তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তিনি ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি আবৃত করিয়া দিবার জন্য জানান। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানেরা সাবধানে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই সময়ে তিনি যেন অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় আপন ললাট মধ্যে দৃষ্টিনিয়োগ করিয়া শান্তভাবে আছেন। রাত্রি দশটার সময় গৃহের জানালা খুলিয়া দেওয়া হয়, ও তাঁহার চক্ষুর আবরণও খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি চক্ষু তাকাইয়া গঙ্গা দর্শন করিতে থাকেন। অল্পক্ষণ পরে গঙ্গাদর্শন করিতে করিতে রাত্রি দশটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় পূর্ণ অমাবস্যায় তিন বিন্দু গঙ্গাজল মুখে দিয়া "এই শেষ—এই শেষ—এই শেষ" ও অপর একটি অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

সন ১৩২৫ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ বাঙ্গালার একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে বাঙ্গালী দরিদ্র সন্তান গুরুদাস চুয়াত্তর বৎসর দশমাস দুই দিবস দেশে অশেষ কল্যাণকর কর্ম্ম, নরনারায়ণের সেবা ও

তজ্জনিত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতের "পূজনীয় গুরুদাস" হইয়া চুপি চুপি রজনীযোগে কর্ম্মভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চারিপুত্র সেই গৃহে ছিলেন। তাঁহারা আত্মবিস্মৃত ও নির্ব্বাক হইয়া দেখেন, পিতার যথার্থই "শেষ" হইয়াছে! তাঁহার পত্নী গৃহের বাহিরে ছিলেন। তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি স্বামীর মুখদর্শন করিয়া তাঁহার যে প্রাণবায়ু দেহকে ত্যাগ করিয়াছে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। দেহ অসাড়, নিস্পন্দ বটে, কিন্তু নয়ন জ্যোতিঃ যেন নিস্তেজ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, নির্ম্মম যম তাঁহার স্বামীর জীবনকে অপহরণ করিয়াছেন—তাঁহার চিরন্তন অজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। বুঝিয়াও সাধ্বী-পত্নী স্বামীর আদেশানুসারে উচ্চরবে ক্রন্দন করেন নাই। চারিপুত্রও পিতৃআদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রের বিধানানুসারে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া পূজনীয় গুরুদাসের ভৌতিক দেহ তাঁহার চারিপুত্র, জ্যেষ্ঠ জামাতা (জষ্টিস) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ও অপরাপর আত্মীয়গণ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া যান ও নীরবে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সাধুগুরুদাসের দেবদেহ সর্ব্বভুক্ হুতাশনের কবলে অর্পণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দাহাদি কার্য্য সমাপন করেন। প্রভাত হইবামাত্র পুত্রেরা পিতৃহীন হইয়া ও দেবী ভবতারিণী বিধবা হইয়া নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু পূজনীয় গুরুদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুযত্নে অর্জ্জিত আজন্ম-স্বার্থ-বিসর্জ্জন-লব্ধ এক নিত্য সত্য অপূর্ব্ব ধন তাঁহার জীবাত্মার সহিত জড়িত হইয়া সঙ্গের সাথী হইয়া গিয়াছিল। সেই সহগামীই

সহস্র মণিমাণিক্য অপেক্ষা উজ্জ্বলরত্ন ধর্ম্ম। শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া আজন্ম সেই ধর্ম্মের সেবা করিতে পারিলে, শেষদিনে শেষক্ষণে সকল আত্মীয় স্বজনের দ্বারা কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ক্ষণভঙ্গুর কলেবর পরিত্যক্ত হইবার পরে সেই ধর্ম্ম অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অশরীরী সেবককে প্রতিদান করিতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হন এবং সেবকের প্রহরী হইয়া জ্যোতিঃ-দীপ্যমান অতি সুগম মার্গ দিয়া তাঁহার প্রভুর সমক্ষে সেবকের কর্ম্মের পরিচয় দিয়া উপস্থিত করিয়া দেন। ধর্ম্মরাজও আপন কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে পাঠাইয়া দেন। এই ভারতক্ষেত্রে ভগবান বৃহস্পতি-কথিত বিধান সকল মানবের সর্ব্বক্ষণে স্মরণে রাখা অতি কর্ত্তব্য। স্মরণে রাখিলে তাহার পাপকর্ম্মে মন কদাচ ধাবিত হইবে না। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ইহজন্মে সুখভোগ ও তৃপ্তি এবং জন্মান্তরে স্বর্গভোগ হয়।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্র সমং বপুঃ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

সংসারে আবদ্ধ স্বীয় হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া আপন সংযত মনকে পরমব্রহ্মে লীন করিতে পারিলে অমরত্ব লাভ হয়। যমনিয়মাদি গুণ-বিশিষ্ট, শুচি, সত্যবাদী, শান্ত, পূজনীয় গুরুদাস নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় প্রণব উচ্চারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে, যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। সেই গুরুদাস জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আজন্ম-অর্জ্জিত সৎকর্ম্মবলে স্বীয় দেহস্থিত আত্মাকে অবগত হইয়া সেই জ্ঞানে নিত্য-নিরঞ্জন-পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু হে গুরুদাস! ইহা সত্য

কথা যে "সর্ব্বজনে তোমায় মনের মন্দিরে সদা রাখিবে" সুতরাং তুমি নরকুলে ধন্য। আমাদের মনে হয়, তোমার শেষ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত বাক্যের, পরজন্মে তোমার দেবদেহধারণের সহিত সম্বন্ধ আছে।

পূজনীয় গুরুদাস যেমন গুণে ও চরিত্রে দেব-সদৃশ, দেখিতেও তদ্রূপ পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক দেবাকৃতি পুরুষ ছিলেন। যেমন অঙ্গের সামঞ্জস্য, তেমনই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অনন্যসাধারণ-প্রতিভাবিস্ফুরিত জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর্দ্বয়, প্রশান্তললাট ও বিস্তৃত ভ্রূযুগল। আকার কিঞ্চিৎ হ্রস্ব ও কৃশ ছিল। তাঁহার মস্তকের চুল কিছু অধিক থাকিত। তাঁহাকে দেখিলে মন আকৃষ্ট হইত—মনে হইত, সত্ত্বগুণ-প্রধান দেহ।

উপসংহার।

—o—

পূজনীয় গুরুদাসের দেহত্যাগের পরদিবস প্রাতে বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে এক মহাশূন্যময় ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে উহা সমস্ত সহরে ও পরে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হয়। বর্ত্তমানে সর্ব্বজাতীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এরূপ শোকোচ্ছ্বাস আমরা আর দেখি নাই। দিবাভাগে তাঁহার মৃত্যু হইলে এক মহাসমারোহ ব্যাপার হইত। তিনি সমারোহপ্রিয় ছিলেন না, সেই জন্যই বোধহয় বিধাতা সমারোহের কারণ ঘটিতে দেন নাই। তাঁহার মরণান্তে দেশবাসীগণের তাঁহার প্রতি যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাইবার জন্য ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মঙ্গলবারের "নায়ক" ও "বসুমতী" নামক সংবাদ পত্রের অতি গুণগ্রাহী সম্পাদক মহাশয়দ্বয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে দিলাম। অপরাপর বহুতর ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তাঁহার অশেষ সুখ্যাতির কথা বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় "নায়ক" সম্পাদক যে ভাবে তাঁহার প্রকৃতচরিত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন সে প্রকার কেহই করিতে পারেন নাই।

পুস্তকের পরিশিষ্টে ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (Lord Chelmsford) লর্ড রোণাল্ডশে (Lord Ronaldshay), স্যর

ল্যানসিলট স্যানডারসন (Sir Lancelot Sanderson) প্রভৃতি যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ ও জনসাধারণের দ্বারা আহূত শোক সভায় ও ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশের মূল ও মর্ম্ম দিলাম।

নায়কঃ——"বাঙ্গালার সত্যই মহর্ষিকল্প পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই। গত সোমবার রাত্রি দশটা কুড়িমিনিটের পরে পূর্ণ অমাবস্যায় স্যর গুরুদাস গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পুণ্যাত্মা, পুণ্যচরিত্র, পুণ্যপূতঃ স্যর্ গুরুদাস সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় তীরস্থ হইয়া, পূর্ণ নবরাত্রি গঙ্গাবাস্ করিয়া, ঋষিমুনির ঈপ্সিত মরণ—গ্রহণীরোগে মৃত্যুস্থির জানিয়া—শক্তিসাধক, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণের মরণক্ষণ যেন বাছিয়া লইয়া শুভ অমাবস্যার নিশায় শুভক্ষণে, মহানিশার সংক্রমণ কালে দেহত্যাগ করিলেন। এমন মরণ কি আর হয়! এমন মরণ ইদানীং বাঙ্গালার ভাগীরথী তীরে কোন ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইহা ত মৃত্যু নহে, সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ দিব্যদেহে মায়ের ছেলের মাতৃক্রোড়ে গমন। সাধক, ভক্ত, কর্ম্মী, স্যর গুরুদাস যেমন সারা জীবনটা ডঙ্কা মারিয়া কাটাইয়াছিলেন তেমনি ডঙ্কা মারিয়া গঙ্গার-তীরে পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। আদর্শ জীবনের শ্লাঘ্য পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্মণ স্যর গুরুদাস বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তুল্য ভাগ্যধর ব্রাহ্মণ আমরা ইহজীবনে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, তিনি স্বীয় সাধনা এবং

মনীষার প্রভাবে ধন সম্পদের এবং মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন—হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, দেশমান্য এবং সমাজপূজ্য হইয়াছিলেন। অথচ তিনি ইহজীবনে এমন একটা বড়শোক পান নাই যাহা চিরজীবন মনে দাগ লাগিয়া থাকে। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যা দৌহিত্র সমাজ শিরোমণি কুটুম্ব স্বজন পরিবৃত হইয়া সোণার সুখের পুণ্যের হাটবাজার বসাইয়া স্যর গুরুদাস হাসিতে হাসিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন মরণ কে মরিতে পারে? আর কে মরিয়াছে? দীর্ঘ-জীবনে তিনি এমন একটা কাজ করেন নাই যাহা লোক-লোচনের অগোচর রাখিতে হয় বা যাহার জন্য তাঁহার অনুরাগী লেখককে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়—তাঁহার জীবনে গোপন রাখিবার কিছু ছিল না—সব পরিষ্কার ঝরঝরে তরতরে। অজাতশত্রু, নিন্দকবিহীন, সর্ব্বজনবরেণ্য হইয়া স্যর গুরুদাস জীবন অতিবাহন করিয়াছেন। স্বয়ং দেবচরিত্র পুরুষ, নিজপুরুষকার প্রভাবে পুত্র-পৌত্রগণকে দেবচরিত্র আদর্শ ব্রাহ্মণ গড়িয়া দেব আয়তনে বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর কোন্ বাঙ্গালী এমন মরণ মরিতে পারে?

যে কালে এবং যে যুগে ইংরাজি শিক্ষা করিলেই যবনাচার গ্রহণ করিতে হইত, মদমাংস খাইয়া সাহেব সাজিয়া ইংরাজি-নবীশ হইতে হইত, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এম-এ, ডি-এল, হইয়া হাইকোর্টের বড় উকীল—রোজগেরে উপার্জ্জনশীল উকীল হইয়া, স্যর গুরুদাস আজন্ম স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ-সেব্য কঠোর বিধি নিষেধ সকল মান্য করিয়া সদাচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া দীর্ঘ জীবন অতি-

বাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য বিলাতী বিদ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণত দেখি নাই, আবার তাঁহার তুল্য আদর্শ ব্রাহ্মণও দেখি নাই। তিনি "জাবরকাটা হিন্দু" ছিলেন না, যৌবনে প্রচুর পরিমাণে রোষ্ট গোস্ত উদরস্থ করিয়া প্রৌঢ়ে রোমন্থনের হিসাবে হিন্দু সাজেন নাই। সেই যে উপনয়ন সংস্কারের দিনে তিনি ব্রাহ্মণ আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, মরণের ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কঠোর আচারের কণামাত্র তিনি পরিহার করেন নাই। কেবল কি তাহাই! তিনি আদর্শ চরিত্রের পুরুষছিলেন। অতি বড় নিন্দকও তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের আরোপ করিতে পারিবে না। এমন সাধুজীবন, সচ্চরিত্র, পুণ্যাশয় ব্রাহ্মণ বুঝিবা বাঙ্গালায় আর একটি নাই। যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, যে আদর্শ আজ গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভস্মরাশির সহিত মিশাইয়া দিলাম তাহা আর দেখিতে পাইব না। অশোকসন্তপ্ত, অরোগক্লিষ্ট, অপাপবিদ্ধ, নিত্য-শুদ্ধ-স্বভাব—অথচ অসামান্য অভ্যুদয়ে ধন্য, অতুল্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত রাজা-প্রজা সর্ব্বজন বরেণ্য এমন নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, নিরীহ ব্রাহ্মণ আর পাইব না—আর দেখিব না। বাঙ্গালার ঠাকুর ঘরের ঘৃতের প্রদীপ, শিবরাত্রির সলিতা আজ নির্ব্বাপিত হইল!

কথায় বলে "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইবে।" স্যর গুরুদাস আঙ্গুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হইয়াছিল। এমন নিরঙ্কুশ অভ্যুদয় এক জীবনে আর দেখি নাই। সামান্য গৃহস্থ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গুরুদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়া-ছিলেন। স্বীয় মনীষা, মেধা ও প্রতিভার বলে বিদ্বান হইয়াছিলেন। সরস্বতীর সেবা করিয়া সারস্বত আয়তনে বসিয়া মা-লক্ষ্মীর

আনুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবল কি তাহাই! তিনি বড় উকীল হইলেন, বড় জজ হইলেন, কুটীর ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজে তিনি শ্রদ্ধার-আসন লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে, ব্যবহারগুণে মুগ্ধ হইয়া বড় বড় মর্য্যাদাপন্ন কুলীন-ব্রাহ্মণ পরিবার সকল তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

স্যর গুরুদাস সত্য সত্যই নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জজীয়তী হইতে পেন্সন লইবার পরে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম "একি, দিন দুপরে সন্ধ্যা? এখনই পেন্সন? তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "দুপুরটাও ত সন্ধ্যার কাল। আর কি জানেন! পনর বৎসর চাকরী পূর্ণ হইতেই ভাবিলাম ব্রাহ্মণের গণ্ডী কাটিতে নাই, বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের সহিবে না। তাই পেন্সন লইলাম। ছেলেরা উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, আর কেন?" তিনি ইচ্ছা করিলে আরও দশ বৎসর চাকরী করিতে পারিতেন, প্রধান বিচারপতি হইতে পারিতেন, কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ গুরুদাস বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া মানে মানে অবসর লইলেন। এমন সংযম-সাধনশীল ব্রাহ্মণ আর কোন পুরুষে দেখিব না। স্যর গুরুদাস মুখে মোলায়েম ছিলেন, পরন্তু কাজের সময়ে অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইউনিভারসিটি কমিশনে তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাই। আর একবার কলিকাতা ইউনিভারসিটির দ্বিতীয়-বার ভাইস্‌চ্যান্সেলার হইয়া, যাই ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত মতদ্বৈধতা ঘটিল অমনি সে পদত্যাগের সে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার দ্বিতীয় নমুনা পাইলাম। অমন মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে

ত অন্য কোন বাঙ্গালীকে দেখি নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে সম্রাট এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে স্যর গুরুদাসকে বাঙ্গলার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাইবার চেষ্টা লর্ড কর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস হেন বড় লাটকে কেমন উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়ে "রঙ্গালয়ে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। এমন কোমলে-কঠোরে, মাধুর্য্যে—ঐশ্বর্য্যে, বিনয়ে—স্বপ্রতিষ্ঠায় সঙ্গত সম্মেলন আর কোন মানবচরিত্রে ইদানীং দেখি নাই।

যাহা গেল, মা গঙ্গা আজ যাহাকে কোলে লইলেন তেমনটি আর পাইব না। ইংরেজের আমলে ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এমন বাঙ্গালীব্রাহ্মণ আর হয় নাই—বুঝিবা আর হইবে না। আজ কতকথা মনে পড়িতেছে। কত দিনের কত ঘটনা, কত আলোচনা, কত উপদেশ, কত সান্ত্বনা একে একে সান্ধ্য-গগনে তারা ফুটার মতন মনে পড়িতেছে। একদিনে এক সঙ্গে সে সব কথার আবৃত্তি ত করা যায় না। এমন মরণে শোক করিতে নাই, শাস্ত্রের নিষেধ। ভাগ্যবান পুরুষ, ভগবানের আশ্রিত পুরুষ ভাগ্যের কনক-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সংসারের উপর পুণ্যের ও সৌকুমার্য্যের পুষ্পিতা ব্রতীত-বিতান বিস্তীর্ণ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, ঋষি-মুনির শ্লাঘ্য মরণ আলিঙ্গন করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন—ইহাতে কি শোক করিতে আছে—চোখের জল ফেলিতে আছে? কিন্তু আমাদের যে আর নাই! এক গুরুদাস ছাড়া যে দুই গুরুদাস আমরা পাই নাই! অতঃপর যে বলিবে, যে এযুগে শ্রুতিস্মৃতির শাসন মানিয়া চলা যায় না, কোন্ গুরুদাসকে দেখাইয়া তাহার উৎকট যুক্তির

উত্তর করিব? মাতৃভক্ত, সদাচার—অনুরক্ত, ভাবুক, সাধক, নির্ম্মলচরিত্র আর কোন্ গুরুদাসকে দেখাইয়া আমার শাস্ত্রের, আমার ধর্ম্মের, আমার সমাজের মহিমা কীর্ত্তন করিব? হায় মা, একি করিলে! প্লবঙ্গে তরঙ্গে কুলকুল কলকল রবে যে মানবতার আদর্শকে দ্রবময়ী তুমি লুকাইয়া রাখিলে, ধরাধারা—সাক্ষী-স্বরূপিণী তুমি, তাহার যে ক্ষীণ ধারটুকুও রাখিলে না মা! অন্ধস্মৃতির যষ্টিটিও যে কাড়িয়া লইলে!"

দৈনিক বসুমতী:——"মার মন্দিরের পবিত্র ঘৃত-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। বাঙ্গালীর চিরবন্দিত, ঋষিতুল্য গুরুদাস গতকল্য রাত্রি দশটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধশতাব্দী নানা পথে মাতৃভূমির সেবা করিয়া বঙ্গবন্দিত গুরুদাস সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালার "একে একে নিভিছে দেউটী"। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের সীমা নাই।

স্যর গুরুদাস খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; খাঁটি হিন্দু ছিলেন। গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র; ইংরেজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন কেশরী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষায় আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্র্য, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। যুগধর্ম্ম তাঁহাকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভাঙ্গনের যুগে অবতীর্ণ হইয়াও স্যর গুরুদাস চিরদিন হিন্দুত্বের অজেয়-দুর্গে হিন্দুর-ধর্ম্ম, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সহিত প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া স্বীয় জীবনগতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম-

কালবর্ত্তী মনীষী বাঙ্গালীর মণ্ডলে এই বিশেষত্বে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। গুরুদাসের পবিত্র চরিত্র বাঙ্গালীর—শুধু বাঙ্গালীর নয়—ভারতবাসীর আদর্শ ছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুচিতাই তাঁহার আদর্শ ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি চিরদিন জীবনের শুচিতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন তিনি ভক্তি-পূর্ব্বক পালন করিতেন। জীবনের সকলক্ষেত্রে, আচারে, ব্যবহারে, সত্যই তাঁহার নিয়ামক ছিল। গুরুদাসের মত এমন সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, নীতিপরায়ণ, ভক্তিমান হিন্দু-মনীষী সমাজে দ্বিতীয় নাই। স্থর গুরুদাসের তুলনা স্থর গুরুদাস।

বিনয়, মিষ্টভাষিতা, অকপটতা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। গুরুদাস এক দিকে প্রকৃত বৈষ্ণবের মত "তৃণাদপি-সুনীচ" ছিলেন, "তরোরপিসহিষ্ণু" ছিলেন, স্বয়ং "অমানী" হইয়া "মান-দানে" অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে প্রতিজ্ঞায় অটল, স্বীয় সংস্কারে অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় ছিলেন। গুরুদাসের চিত্ত ভবভূতির ভাষায় "কুসুমের মত মৃদু" ছিল; কিন্তু প্রয়োজনে তিনি "বজ্রের মত কঠোর" হইতেন। শত প্রলোভন, সহস্র অনুরোধ, সাধ্যসাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

"——গুরুদাসের মত "ন্যাশনালিষ্ট"ত রাজনীতিচক্রে দেখিতে পাই না। এমন 'স্বদেশী' বাঙ্গালী দেশে দুর্ল্লভ। দেশাত্মবোধ, দেশভক্তি তাঁহার জীবনের নিঃশ্বাস ছিল। জাতীয়তার একনিষ্ঠ সাধক, জাতীয় গৌরবের সদাজাগ্রত রক্ষক, জাতীয় মহত্ত্বের স্বপ্নে-বিভোর, জাতীয় কল্যাণে উৎসৃষ্ট জীবন গুরুদাস দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন।"

পরিশিষ্ট

—o—

(ক)

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের কন্‌ভোকেশন সভায় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ভিতরে অল্পদিনের মধ্যে যে মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার অভাব স্মরণ করিয়া আমাদের অদ্যকার কার্য্যে এক বিষাদের ছায়া আনিয়া দিতেছে। স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ভারতবাসীগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ভাইস্‌চ্যান্‌সিলার হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি দীর্ঘকাল পোষিত হইবে। যে স্যর্ গুরুদাস অতি স্থবিরাবস্থা পর্য্যন্ত যৌবন-সুলভ উদ্যমের ও আনন্দের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন এবং যাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য চিরদিন সমভাবে ছিল সেই স্যর্ গুরুদাসের মূর্ত্তি এক্ষণে আপনাদিগের মনে নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা বলেন যে প্রতীচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্য সারল্য এবং আচার ব্যবহার পরস্পর বিরোধী তাঁহাদের এই মত যে ভ্রান্তিমূলক স্যর্ গুরুদাসই তাহার জীবন্ত উদাহরণ। তিনি প্রতীচ্যবিদ্যায় ও বিজ্ঞানে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের মার্জ্জিত শিষ্টাচার তিনি দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত

ধীর, অক্লান্ত, প্রফুল্লচিত্ত ও উদারচেতা হইয়া কর্ম্ম করিয়া তিনি আমাদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া গিয়াছেন।

A.

Extract from the address of H. E Lord Chelmsford in the Convocation meeting of December 1918.

"——Among the great men eminent in your records is one who has passed away during the last few days and whose loss casts a gloom over our proceedings. The memory of Sir Gooroodass Banerji, the first Indian to the selected as your Vice-Chancellor, will long be cherished among you. His image will rise to your minds as that of one who, even, in extreme old age, retained a buoyancy of demeanour, an alertness of intellect, which one looks to find among men entering on the prime of life. More than that, he was a living refutation of the view that Western lore is incompatible with Eastern simplicity and manners. He had drunk deeply at the wells of Western thought and science. Yet he held firmly to all that is best in the civilization, wherein he was born. He has left an example to us all—modest, untiring, cheerful and large-hearted to the end."

(খ)

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সেনেটের শোক-সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার লর্ড রোণাল্ডশে মহাশয়ের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ।—

——দেশের সঞ্চিত সকল সম্পত্তির মধ্যে দেশের মহৎ লোকের জীবনের আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সম্পত্তি। সেই জন্য সেই মহৎ ব্যক্তিগণের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা অতিকর্ত্তব্য।

আর এই সুযোগে বলিলে বোধ হয় ক্ষতি নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্ম্মে অগ্রণী হওয়া উচিত। স্যর্ গুরুদাসের স্বদেশের উন্নতি-সাধনকল্পে একটি বিষয় অপেক্ষা অপরটিতে অধিক যত্ন ছিল ইহা বাছিয়া লইতে হইলে আমার মনে হয়, তাঁহার স্বদেশীয়গণের শিক্ষোন্নতিই সেই অপর বিষয়। স্বয়ং একজন গৌরবান্বিত ছাত্র হইয়া তিনি বাঙ্গালা দেশে শিক্ষোন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী ও অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ভাইস্-চ্যান্সিলার। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের মেম্বর ছিলেন এবং সকল প্রকার কর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে তাঁহার যে প্রভূত যশ ছিল, তাহা আর আপনাদিগের নিকট বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, তিনি একজন উৎকৃষ্ট গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং সেই জন্য তিনি কলিকাতা-বিজ্ঞান-চর্চ্চা-সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি বঙ্গ-

---

B.

Extract from the address of H.E Lord Ronaldshay in the meeting of the Senate held on the 30th December 1918.

"——One of the greatest assets which a country can possess is the example of the lives of its great men, and it is befitting, therefore, that the country should see that their memory is perpetuated. And if I may say so in passing, it seems to me particulary appropriate that the University should take the lead in this matter. For if there was one subject more than any other with which the late Sir Gooroo dass Banerjee was identified, I should say it was the

সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল। সকল মঙ্গলময় কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। আমার ধারণা, সামাজিক আচার-ব্যবহারে তিনি স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বেনারস্ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার জন্য এত যত্ন এবং চেষ্টা ছিল। এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যেই তাঁহার অত্যধিক উৎসাহ ও যত্ন ছিল। স্বদেশের নানাপ্রকার হিতসাধনের জন্য তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী, তজ্জন্য যাঁহারা তাঁহার জন্য আজ

---

subject of educational development of this country. A brilliant scholar himself, he took a keen interest and played a conspicuous part in the development of education in Bengal. He was the first Indian Vice-Chancellor of the University of Calcutta. He was a member of the Indian Universities Commission of 1904. He was a man of extra ordinary versatility. There is no need for me to refer to his fame as a lawyer which is wide-spread. He was, I believe, a fin mathematician, and as such naturally took a great interest and was one of the prime-movers in founding the Association for the Cultivation of Science in Calcutta. He was an ardent admirer of Bengali literature and he was a profound student of the Hindu scriptures. He was a man of wide sympathies himself. His own social views, I believe were strictly orthodox, and he was naturally a keen supporter of the scheme for the Hindu University in Benares. All these activities are examples of the tremendous and abiding interest which he took in oducational matters. He was one of those men to whom

শোক করিতেছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের এমন একটি চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখা উচিত, যাহা দেখিয়া দেশের লোক তাঁহাকে যে চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে।

(গ)

এই সভায় স্যর ল্যান্সিলট স্যাণ্ডার্সনের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ :—

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্র, উচ্চ আদর্শ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে অসীম উৎসাহ প্রভৃতি গুণ আপনারা এত অধিক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, সে সকলের বর্ণনা করা আমার বাহুল্যমাত্র। একটা সাধারণ কথা আছে, যাহা প্রকৃতিজ সুন্দর তাহা উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার প্রয়াস অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণ উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা,

---

his country owes a deep debt of gratitude, and it is right and proper therefore, that his fellow-countrymen who mourn his loss, should take such steps, as are appropriate permanently to mark their appreciation of his life and his example"

C.

Extract from the speech of Sir Lancelot Sanderson in the above meeting :—

"——Sir Gooroodass Banerjee was so well-known to you all, his character, his high ideals and his unflagging zeal in connection with University affairs were so much appreciated by you all, that it seems to me it would be superfluous to dwell upon them at length. "To guard a title that was rich before, to gild refined gold is wasteful and ridiculous excess." At the same time, it is only fit and proper and it is my desire

হাস্যাস্পদ ও নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, স্যর গুরুদাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি এবং তাঁহার জন্য আমাদের যে অসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রকাশ করি। তাঁহার দেহত্যাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্যর গুরুদাস যে কেবল একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে; কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এবং তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি উহার কার্য্য চালাইবার জন্য একজন জ্ঞান গৌরবে গরীয়ান্ উপদেষ্টা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অতি শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাবে গঠনপ্রণালীসংক্রান্ত অনেক দুরূহ সমস্যা উঠিবে এবং আমি মনে করি, সে জন্য সে সময়ে স্যর্ গুরুদাসের জ্ঞানগর্ভ ও অভ্রান্ত পরামর্শের অভাব আমাদের পক্ষে অতি কষ্টের কারণ হইবে। তজ্জন্য আমাদের, আন্তরিকতা, সদুদ্দেশ্য ও সংযম যে তিনটি গুণ তাঁহার সকল কর্ম্মে লক্ষিত হইত, সেই সকল গুণের

---

that we should express our most sincere and whole-hearted sorrow at the death of Sir Gooroodass Banerjee and the loss which we have sustained. That the University has sustained a very great loss, no one can doubt. Sir Gooroodass Banerjee was not only, as His Excellency has mentioned, a very great scholar, but he was also a man of large experience and practical knowledge and his intimate and close connection with the affairs of the University rendered him a counsellor of much weight and wisdom. There will be in the near future questions coming up for consideration which will present many difficulties, as for instance, the re-organisation of the University and other matters which must arise out

অনুসরণ করিয়া সকল দুরূহ সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে প্রস্তাব করি, যে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গত চল্লিশ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ছিলেন, এবং যিনি তিন বৎসরের (১৮৯০—১৮৯২) জন্য উহার ভাইস্-চ্যান্সিলার ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হউক এবং তিনি যে বংশের বিশিষ্ট রত্ন ছিলেন, সেই বংশের বর্ত্তমান কর্ত্তাকে এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হউক।

(ঘ)

এই তারিখে সেনেটের শোক-সভায় ৺ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ :—

---

of the University Commission's Report, and it is indeed much to be regretted that we shall not have the benefit of the wise and sound counsel which we should have obtained from Sir Gooroodass Banerjee. Let us, therefore, endeavour to follow the example which he has set and to approach these questions which must come before us very shortly, in the spirit which he would undoubtedly have approved viz, earnestness, good will and moderation. I beg to move that the Senate place on record its deep sense of the great loss which the University has sustained through the death of Sir Gooroodass Banerjee, who was a Fellow of the University for forty years and Vice-Chancellor for three years from 1890 to 1892 and that a copy of the resolution be sent to the head of the family of which the late Sir Gooroodass Banerjee was a distinguished ornament."

——বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সিলারের মন্তব্য সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া আমার মনে এক্ষণে এক অনির্ব্বচনীয় শোকের উদয় হইতেছে ও ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে একজন নূতন মেম্বর হইয়া প্রবেশ করি, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তন্মধ্যে এক জন প্রধান! একা স্যর রাসবিহারী ঘোষ ব্যতীত তাঁহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অদ্য স্যর্ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কোন অনিবার্য্য কারণে এই শোক-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিক অবস্থাতেও স্যর্ গুরুদাসের কার্য্যে যে প্রকার উৎসাহ ও যত্ন ছিল এবং তিনি যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিতেন, তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও আত্মোৎসর্গ এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই। স্যর্ গুরুদাসের সকল কার্য্যই সদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বলিয়াই উহা আমাদের মনে সতত বদ্ধমূল হইয়া আছে। যে পন্থা অবলম্বন করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ হিতসাধন

D.

Extract from the address of the late Sir Ashutosh Mukherji Kt.

"————A feeling of indescribable sadness comes upon me as I rise to second the resolution which has been moved by the Hon'ble the Vice-Chancellor. My memory takes me back thirty years to the day when I first came to his University as a young member of the Senate, and found the Hon'ble Mr Justice Gooroodass Banerjee, as he then

হইবে, তিনি সেই পন্থা যথাজ্ঞানে যথাবুদ্ধি প্রাণান্ত শ্রম করিয়া সোৎসাহে অবলম্বন করিতেন। আমি নিঃসংশয়ে সাহসের সহিত বলিতে পারি, এমন কোনও ব্যক্তি নাই যিনি বলিতে পারেন যে, স্যর্ গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত হিতসাধন ব্যতীত অপর কোনও উদ্দেশ্যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহে ও কাহারও বিনা আপত্তিতে আরও বলিতে পারি যে, তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার এমন একটি শ্রেষ্ঠপুত্র হারাইয়াছেন, যিনি তাঁহার অতুলনীয় উজ্জ্বল জীবনের সমগ্র শক্তি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের শুভ-সাধনায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই নিঃস্বার্থ এবং ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও পরার্থপরতা বহুকাল পর্য্যন্ত উদাহরণ-স্বরূপ থাকিবে।

---

was one of the foremost leaders amongst a galaxy of brilliant men all of whom save one, have now departed. The sole survivor is Sir Rashbehary Ghosh, who has expressed his regret at his unavoidable absence this evening. Even ate that stage of the career in this University of Sir Gooroodass Banerjee, his work was distinguished by that zeal and devotion which have never been surpassed and hardly if ever equalled in our annals. * * * The character of his work which impressed us most was his rectitude of purpose, his unflinching adhere c to what appeared to be, in his judgment, the best in the interests of the University, and no detractor, if indeed he has any detractor, will ever venture to suggest that in what he did he was animamated by any feelings or motives other than the best interests of this University. Of him we may say without fear of challenge or question that in him India has lost one

তিনি যে চেয়ারখানিতে সেনেট-সভায় বসিতেন, আজি সেই চেয়ারখানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার মনে হয়, এই সেনেট-সভায় উপস্থিত সকল সভ্যেরই মনে নিশ্চয়ই সেই প্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতেছে।

(ঙ)

জনসাধারণের দ্বারা আহূত শোক-সভার সভাপতি দ্বারবঙ্গ-মহারাজের বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ :—

স্যর গুরুদাসের মৃত্যুতে আমার নিজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতের বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, যে সুস্পষ্ট ভাষায় স্যর গুরুদাসের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনসুলভ উদ্যম ও সহর্ষে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সেই ছবি এ সময়ে আমারও মনে জাগিয়া উঠিতেছে। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া

---

of the greatest of her sons, one who devoted all his best energies during a career of unexampled brilliance for the benefit of his fellowmen. His life was truly unselfish and will be an example to generations to come. It grieves me to think that the chair which he occupied is vacant this evening, and that must be the feeling which animates every one here."

E.

Extract from the address of the Maharaja of Durbhanga at a public meeting held in Calcutta :—

"———To me, the personal loss is very keen ; and the image that I will hold in my mind is, in the expressive language of the vivid pen-picture of His Excellency the Viceroy of one "who even in extreme old age, retained a buoyancy of demeanour, an alertness of intellect which

থাকে যে, নিজ নিজ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানের সহিত প্রতীচ্য বিদ্যার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও পবিত্র তাহার সুন্দররূপে একত্র সংমিশ্রিত করিবার চেষ্টা যুবকগণের একান্ত কর্ত্তব্য। বহু লোকেই মুখে এই ভাব ব্যক্ত করিয়া বেড়ান এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন কাহিনী অনায়াসে গল্প করেন, কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর সংযোগ যে প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই কেবলমাত্র ঐ দুই ভাবের অপূর্ব্ব মিলনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত—পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত যে প্রাচ্য সারল্য ও ব্যবহারের মিল হয় না, এই কথার জীবন্ত প্রতিবাদ। তিনি তাঁহার জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন সেকালের হিন্দু হইতে হইলে যে, তাঁহাকে অনুদার মনে ও ধর্ম্মান্ধ হইয়া কর্ম্মাচরণ করিতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় ও বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই যে তাহার কুহকে

---

one looks to find among men entering on the prime of life." It is a trite saying that it should be the constant endeavour of young men to retain the best and purest instincts of their culture—assimilate the best and purest features of occidental culture and make a happy blend of the two. Persons who parade sentiments of this kind and who talk glibly of the fusion of the East with the West are common enough. But few have realised what is really meant by such blending. Sir Gooroodass Banerjee was a living example of such harmonious blending——"a living refutation of the view that western lore is incompatible with eastern simplicity and manners." He exemplified in his life that to be a Hindu of the old type does not mean that one's views should be narrow or bigoted—that to be versed in Western

পড়িতে হয়, তাহা সত্য নহে। ভগবান স্যর গুরুদাসকে সমগ্র জীবন দর্শনের শক্তি দিয়াছিলেন এবং অবিচলিতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এবং জীবের দেহধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য ও দেহ ধারণ করিয়া কি প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি দিয়াছিলেন। দেশের লোকের এই বিসদৃশ স্বতন্ত্র আদর্শের দিনে মধুমাখা হৃদয়ে সকলকে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা দিতে সমর্থ এমন একটি ব্যক্তির অভাব যে কত ক্লেশকর, তাহা বলিবার নহে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকলের সহিত তুল্য আচরণ করিতেন, মাধুর্য্য ও গৌরবের উৎস ছিলেন এবং তাঁহার প্রাণ বায়ু হইতে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও যাহা কিছু মহৎ কেবল তাহাই নিস্থঃত হইত। তাঁহাতে শান্তিভাব ও কর্ম্মানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য অপূর্ব্বরূপে জড়িত ছিল। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে, বিচারপতির কার্য্যে বা দেশের শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার

---

thought and science does not mean that one should fall prey to its glamour. To him was given the gift of seeing life whole—of seeing life steady; the gift of regulating his life in the supreme conviction and realisation of the purpose and meaning of human existence.

"It is impossible to exaggerate the value at this hour of national tribulation, in these times of "conflicting ideals" of men of this nature, who carry "music in their hearts' diffusing the harmony that resides in them to all they come in contact with. Such a man was Sir Gooroodass with rare harmony in his soul, a fountain of "sweetness and culture"——one from whom emanated the vital breath of

যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিবার ভার সভার অপরাপর বক্তাদিগের উপর অর্পণ করিলাম। আমার নিজের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে তিনি যে একজন অগ্রগণ্য হিন্দু, ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র গুণ ছিল। তিনি অতি বিশুদ্ধ হিন্দু ছিলেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নির্ভর যোগ্য সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের বিধানে, প্রথায়, ও কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, এবং সেই ভাব তাঁহার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে লক্ষিত হইত। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাস থাকিলে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ভারতের অগৌরবের বিষয় নহে, বরং ঐ ধর্ম্মার্থ যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে উহা পরমলাভ। সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন আন্দোলন ক্ষেত্রে আমি তাঁহার অভাব অনুভব করিব। অতীতকালে তাঁহার সাহায্য, তাঁহার পরামর্শ ও তাঁহার সহানুভূতি অতি মূল্যবান্ ছিল। ভবিষ্যতে তাঁহার অভাব অনুভূত হইবে। আজ আমরা এমন এক ব্যক্তির

---

whatever was pure, healthy and high-souled in life. There was a serenity in his life an earnestness of purpose. I am not going to deal to-day and I shall leave it to the successive speakers, with his pre-eminence in the Bar or his pre-eminence on the Bench, nor even with his pre-eminence as an educationist. To me, the most striking quality in him was his pre-eminence as a Hindu. He was a Hindu of the purest type, the staunchest pillar of Varnashrama Dharma, one to whom the glorious tenets, doctrines, ceremonials and observances of Hinduism were no dead letter

মরণে শোক করিতেছি, যিনি জীবিতকালে একজন সাহসী অথচ আড়ম্বরশূন্য নেতা ছিলেন, উপায় উদ্ভাবনে অকপট সহযোগী ছিলেন এবং দেহান্তে যাঁহার পবিত্র উদাহরণ-স্মরণে ভবিষ্যতে ভারতের যুবকগণকে অনুপ্রাণিত করিবে।

(চ)

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ইংলিসম্যান কাগজে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মানুবাদ:—

গত সোমবার রাত্রিতে ভারতবর্ষের একজন প্রধান লোক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ জনসাধারণের মনে

---

but a living thing affecting every fibre of his life. He demonstrated that to be a believer in Varnashrama Dharma is nothing to ashamed of—that Varnashrama Dharma is, far from being a curse to India, a thing of the rarest beauty if properly understood and rightly observed. I shall always miss him in the various activities concerning Sanatana Dharma which may be necessary in the future. In the past, his help, his counsel, his sympathy have been invaluable and in the future, there shall always be a void. To-day we are mourning the death of one who was in his life, a brave but unostentatious leader, a resourceful and earnest colleague and whose example, after his death, should be a sacred memory and an inspiration to young India."

F.

Englishman, 4th December 1918.

"A great Indian has just passed away in the person of Sir Gooroodass Banerjee, whose death on Monday night must have come as a shock to the public, for hardly anybody

গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, কারণ তাঁহার পীড়ার কোন সংবাদই কেহই জানিত না। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ অনেক পরিমাণে দরিদ্র হইয়া পড়িল; কারণ, সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তিনি প্রকৃত নাইটের ন্যায় কর্ম্ম করিতেন। স্যর গুরুদাসের ন্যায় প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত ধার্ম্মিক, শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ, ব্যবহারশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী, কদাচিৎ লক্ষিত হয়। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি তাঁহার জীবনের কর্ম্মের ধারায় দেখাইয়া গিয়াছেন যে, মানুষ সাদাসিধাভাবে থাকিয়া উচ্চ চিন্তা করিতে পারে এবং কোন ভারতবাসী হাইকোর্টের জজ হইলেও তাঁহার স্বদেশীয় ব্যবহার-বর্জ্জন ও পাশ্চাত্য ব্যবহার অনুকরণের প্রয়োজন হয় না। বিচারাসনে বসিয়া বা অপর কোন বিষয়ে মতপ্রকাশ কালে স্যর গুরুদাস সর্ব্বদা নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সকল গুরুতর বিষয়েই তাঁহার মত অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনে অধিবেশন করিয়া তিনি যে প্রতিবাদ-পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার মানসিক শক্তির বহু পরিচয়ের মধ্যে একটি

---

had heard of his illness. The country is the poorer by his loss, for he was a true knight in every sphere in life. A more devoted and orthodox Hindu, a more pious man, a greater educationist, a sounder lawyer than the late Sir Gooroodass has seldom, if ever been known. His life was unique and demonstrated above everything else, that it is possible to combine plain living with high thinking and that no Indian need imbibe Western manners and customs at the sacrifice of his own, even when sitting on the High Court Bench. Fearlessly independent both as

মাত্র দৃষ্টান্ত। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক সভাসমিতি এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে তিনি কিছুদিনের জন্য ভাইস্-চেন্‌সিলার ছিলেন—তাঁহার ধীর ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।

---

a Judge and as a publicist, the late Sir Gooroodass's views on any matter of importance commanded high respect. His famous Note of Dissent, as a member of the Indian Universities Commission, is but one instance of his strength of character. He was a member of many public bodies and the University of Calcutta, of which has been a Vice-Chancellor, will miss most keenly the sobriety and wisdom of his counsels."

সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত অভিমত।

১। ডক্টার দীনেশচন্দ্র সেন, ডি লিট, রায়বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "পূজনীয় গুরুদাস" শীর্ষক পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তক লিখিতে অনেক খড়-কুটোর দরকার হইয়াছে। কোন ব্যক্তি গুরুদাসবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া বহুকাল যাবৎ নোট সংগ্রহ না করিলে এই বই লিখিতে পারিতেন না। জ্ঞানানন্দবাবু এক্ষেত্রে বসোএলের কাজ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে পূজনীয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্র খুব বড় একখানি আলখ্যের মত চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু ইহাতে এত সকল খুটিনাটি কথা আছে যে বইখানি গুরুদাসের দৈনন্দিন জীবনের একখানি প্রতিলিপি বা রোজানামচা বলিলেও চলে। কোন চিত্রকর হয়ত হিমালয় আঁকিতে যাইয়া দুটি রেখায় নগরাজের মহিমা ফুটাইয়া তোলেন, জ্ঞানবাবুর প্রতিভা আদৌ সে দরের নহে। তিনি নিপুণ কারিগরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, যে গুরুদাসবাবুকে আমরা এই চরিত-কথায় অতি সহজভাবে একান্ত আত্মীয় ও অন্তরঙ্গের মত সাধারণ মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এরূপ চরিত-কথন লেখা বড় শক্ত কাজ ; কারণ নিতান্ত আত্মীয় না হইলে ছায়ারাত

উদ্দিষ্ট চরিত্রের পেছন পেছন না থাকিলে, পুস্তক লিখিব বলিয়া বহুদিন যাবৎ সঙ্কল্প করিয়া অধ্যবসায়শীল না হইলে এরূপ জীবনী কেহ লিখিতে পারেন না। জ্ঞানবাবু তাঁহার আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার পরিবারের সঙ্গে সর্ব্বদা অবাধভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি এমনভাবে গুরুদাস-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই জন্যই বইখানি আমাদের চক্ষে এত উপাদেয় হইয়াছে। যোগীনবাবু মাইকেলের জীবনে, নগেনবাবু রামমোহন রায়ের ও চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত্রে এত খুঁটি-নাটি দিতে পারেন নাই। তাঁহারা যেন পৃথিবীতে বসিয়া অপার্থিক জ্যোতিষ্কগুলিকে দূরবীণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানবাবু তাঁহার চিত্রে তদ্রূপই একটি জ্যোতিষ্ককে চোখের এত কাছে আনিয়াছেন যে তাহার ঔজ্জ্বল্য চোখ দুটিকে ধাঁধিয়া দিতেছে না, বরঞ্চ তাহা মানবের বাসস্থানেরই মত আমাদের কাছে পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা এত কাছে যেন মনে হয় আমরা উহার ঝরণার জল ও শ্যামদূর্ব্বাদলটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। * * * আমরা এই জীবনীখানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। * *”

১। বেনারস হিন্দু-ইউনিভারসিটির রেজেষ্টার লিখিয়াছেন :—

“আপনার “পূজনীয় গুরুদাস” পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পুস্তকখানিতে অনেক শিখিবার আছে। আশা করি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের ছাত্র এ পুস্তকখানি পড়িবে এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে এ গ্রন্থ স্থান পাইবে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি নিজে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি সে কথা লেখা বাহুল্য মাত্র।”

৩। দৈনিক বসুমতী সন ১৩৩১। ১২ই অগ্রহায়ণ।—

"আমরা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত "পূজনীয় গুরুদাস" নামক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত-কথা পাইয়া ও পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানির মূল্য ৩৲ টাকা এবং ইহাতে গুরুদাসবাবুর কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস সরল ও সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের মধ্যে গ্রন্থকার এত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, সেজন্য তাঁহার রচনা-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না * * আজ যখন আমরা পুরাতনের আদর করিতে শিখিতেছি— আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছি, তখন গুরুদাসবাবুর চরিত কথা পাঠে যে আমাদের উপকার হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।"

৪। ভারতবর্ষ। সন ১৩৩১। পৌষ।—

প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যে প্রয়োজন, একথা বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আমরাও এতদিন এই মহাত্মার জীবন-চরিত দেখিবার আগ্রহে ছিলাম; শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের সে আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি সার গুরুদাসের জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সার গুরুদাসের বাল্যজীবন, কার্য্য-কুশলতার পরিচয়, গার্হস্থ্য-জীবন ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়।"

৫। মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন।—

"পূজনীয় গুরুদাস" পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া আপনি আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, অধিকন্তু দেশের একটি প্রধান হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনী সর্ব্বদাই শিক্ষাপ্রদ। আপনি এ বিষয়ে যত্নবান না হইলে অনেক মূল্যবান বস্তু বিনষ্ট বা লুপ্ত হইয়া যাইত। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহারী ভাবও সুন্দর হইয়াছে।

গ্রন্থকারের অপরাপর পুস্তক

(১) ধর্ম্মজীবন (একটি আদর্শ ব্রাহ্মণের জীবন-কথা) মূল্য—১৲

(২) উচ্ছ্বাসপঞ্চক বা ধর্ম্মচিন্তা মূল্য—৸৹

মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুস্তক দুইখানির বহুল সুখ্যাতি করিয়াছেন। উচ্ছ্বাসপঞ্চক সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "Written in an impressive, chaste and elegant style every line of it is pregnant with sublime thoughts. It has considerably enriched the Bengali literature. * *"
